ভবৌষধ

মঙ্গলং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি মাতস্তৎ পদমাশ্রিতম্।
তদুপান্ত-নিষণ্ণানাং কিংনো মঙ্গল-কাম্যয়া ?॥

ফরিদপুরের অধিকারে প্রাণপুর নামে একখানি মধ্যম শ্রেণীর গ্রাম আছে, তাহার ব্রাহ্মণপল্লীর এক-প্রান্তে পুণ্যাশ্রমের মত একখানি বাড়ী আছে। বাড়ীখানি যদিও স্বল্পায়তন বটে, কিন্তু কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই। উহাতে তিনটি খণ্ড আছে,—একটি বাহিরের খণ্ড, একটি অন্তঃপুর আর একটি "পাছদুয়ার"। এবং প্রত্যেক খণ্ডেই, একখানি পশ্চিম-দ্বারী, একখানি পূর্ব্ব-দ্বারী, একখানি দক্ষিণ-দ্বারী আর একখানি উত্তর-দ্বারী, এইরূপ নাতিবৃহৎ-নাতিক্ষুদ্র চারিখানি করিয়া ঘর আছে। তন্মধ্যে মধ্যম খণ্ডের পূর্ব্ব-দ্বারী ঘরখানি এবং বহিঃখণ্ডের দক্ষিণ দ্বারী ঘরখানি ইষ্টক-রচিত, তদ্ব্যতীত অন্য কয়েকখানি তৃণ-রচিত। সকল কখানি গৃহই দীর্ঘতা, পরিসর ও উচ্চতায় সমান, এবং পরস্পরের সহিত নাতিসংশ্লিষ্ট ও নাতি বিশ্লিষ্ট। গৃহগুলি

অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোঠা দুখানি শাদা ধব ধব করে, শানবাঁধা প্রাঙ্গণগুলিতে কোন আবর্জ্জনা বা দুর্ব্বাতৃণ, কর্দ্দম শৈবালাদি কিছুই নাই। বহিঃখণ্ডের দক্ষিণ-দ্বারী গৃহখানি চণ্ডীমণ্ডপ, এবং উত্তর দ্বারী গৃহখানি সর্ব্বদা বসিবার জন্য। অন্তঃপুরের সহিত পশ্চাৎ-খণ্ডের চতুর্দ্দিকে একটি স্বল্পোন্নত ইষ্টকময় প্রাচীর আছে। বাড়ীখানি পূর্ব্বাস্য, অর্থাৎ "পুবরোখা" এবং উহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে চত্বর অর্থাৎ খোলা ময়দান, পশ্চিম এবং উত্তরদিক্ নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ-শ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পশ্চাৎ-খণ্ডের পশ্চিমাংশে সোপানবর্ত্তী একটি পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীটির জল অতি নির্ম্মল ও লঘু। তাহার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর পারে, প্রথমে নারিকেলের বেষ্টন এবং তৎপরে গুবাক-শ্রেণী সজ্জিত-ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে; তৎপর আম, কাঁটাল, জাম প্রভৃতির আবরণ। বহিঃখণ্ডের সংলগ্ন পূর্ব্বাংশেও নাতি দীর্ঘ একটি পুষ্করিণী আছে, তাহারও জল অতি গম্ভীর ও পরিষ্কৃত, এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম পারে তিনটি পাকা ঘাট আছে, আর উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পারে ঘন ঘন নারিকেল বৃক্ষগুলি যেন পরস্পরের হাত ধরাধরী করিয়া পুষ্করিণীর রক্ষার্থে দণ্ডায়মান আছে। বাড়ীর দক্ষিণদিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে জবা, জাতি, যুতি প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পের বৃক্ষ ও লতাদির আবরণ,

তাহার বাহিরে অসংলগ্ন, অথচ শ্রেণীবদ্ধ বিল্ব, আমলকী, হরীতকী, নিম্ব, অশোক ও বকুল বৃক্ষগুলি যেন যমদূতের সহিত সংগ্রামের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপ আরও কত কিছু আছে,—প্রাচীন দৃষ্টি অনুসারে যাহা কিছু ভাল তৎ সমস্তই আছে। অধিক কি, এক কথায় বলিতে, ইহা বলিলেই হয় যে, শাস্ত্রে, যেরূপ বাড়ী করার বিধি লিখিত আছে, এই বাড়ী খানি ঠিক্ ঠিক্ সেই প্রকারেই গঠিত ও সজ্জিত।

এই বাড়ী খানিতে সদানন্দ তত্ত্বনিধি বাস করিয়া থাকেন, সদানন্দ কেবল নামে নহেন, কার্য্যেও। সদানন্দের হৃদয়ে কোনরূপ ভাবনা, চিন্তা বা শোক, তাপ, দুঃখাদির লক্ষণ কেহ কখনও দেখেন নাই, সদানন্দ সংসারে থাকিয়াও যেন সংসারকে ভুলিয়াই থাকিতেন, এজন্য ইহঁার পিতা মাতা আর একটী নাম রাখিয়া ছিলেন, "ভোলাদাস"। ইনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা একমাত্র ভগবত্তত্ত্বেরই সারবত্তা বুঝিয়াছেন, এ নিমিত্ত ইহঁার 'তত্ত্বনিধি' উপাধি।

সদানন্দের সংসারে কোনরূপ অপ্রতুল নাই, পৈতৃক শিষ্যশাখা যথেষ্ট আছেন, তাঁহারা বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকেন, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তরাদিও আছে, তৎপর পরিজনবর্গও সকলেই আছেন, সহধর্ম্মিণী আছেন, সহো-

দর আছেন, এবং অলব্ধবয়স্ক তিনটি পুত্র ও একটী কন্যা আছেন। কিন্তু ভোলাদাস সংসারের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত, ইহাঁর সংসারের অনিত্যতাবোধ এবং একমাত্র জগদম্বাই সত্য ও সার পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই জন্য সংসারে থাকিয়া ইহাঁর পরিতৃপ্তি হয় না, সংসারে থাকিলে মনের আশা মিটাইয়া জগদম্বার উপাসনা হয় না, সাংসারিক কার্য্যেই প্রায় অধিক সময় ব্যয়িত হইয়া যায়, এ নিমিত্ত আজ্ এক বৎসর যাবৎ ভ্রাতার প্রতি সংসারভার সমর্পণ করিয়া ভোলাদাস গৃহত্যাগী হইয়াছেন। কিন্তু সংসারের মায়া মমতা যে হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছে তাহা নহে, তবে অনেকটা অল্প হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। বাস্তবিক, জগদম্বার শুশ্রূষার ত্রুটি হয় বলিয়াই এই ৩৬ বৎসর বয়সে ভোলাদাসের গৃহত্যাগী হওয়া। এখন তাঁহাকে কিছুই করিতে হয় না, সংসারের কিছুই দেখিতে হয় না, পুত্র-কন্যাদির লালন পালনও করিতে হয় না, বিষয়ের চিন্তাও করিতে হয় না, নিজের উদরার্থেও কোন চেষ্টা করিতে হয় না, সুতরাং সর্ব্বদাই জগদম্বার আরাধনা করিতে পারেন। ভোলাদাস কখন কোন গৃহেও থাকেন, কখন গাছতলায়ও থাকেন; আবার শয়নোপবেশন কালে, কখনও শয্যাসনাদিতেও থাকেন, কখন বা মৃত্তিকায়ও থাকেন। ভোলাদাসের মুখে জগদম্বার কথা ভিন্ন

কোন আলাপ নাই, স্তবে ও জগদম্বার কার্য্য ভিন্ন কোন কার্য্য নাই। প্রাতঃকালে উঠিয়াই নানা স্থান হইতে পুষ্প, বিল্বপত্র মৃত্তিকা এবং যথা সম্ভব ফলমূলাদি আহরণ করিয়া যথেচ্ছায় যে কোন স্থানে মায়ের পূজা করিতে বসেন, ক্রমে আড়াই প্রহরের সময় পূজা সমাপ্ত হয়, তৎপরে যে কোন এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের বাড়ী একমুষ্টি আহার করেন, অবশিষ্ট সমস্ত দিনই মায়ের গুণ কীর্ত্তনে অতিবাহিত হয়।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া ভোলাদাসকে অনেকে "পাগল" বলিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ভোলাদাসের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ তাঁহারা অতি আদর ও ভক্তি সহকারে ভোলাদাসকে ডাকিয়া আনীয়া আহারাদি করাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে ঐ গ্রামবাসী জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত ভোলা-দাসের অনেক বিষয়ে হৃদয়ের একতা হয়, এ নিমিত্ত বিশেষ বন্ধুতাই আছে। কিন্তু ভোলাদাস ঘর, বাড়ী ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মমতা বৃদ্ধির ভয়ে নিজ বাড়ীতে কখনই যান না, স্ত্রী পুত্রাদির সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও করেন না। সুতরাং ইহাঁর সংসারে এখন নানারূপ বিশৃঙ্খলতা ও অসুবিধার সূত্র পাত হইয়াছে; কারণ ইহাঁর পুত্রতিনটি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক এবং সহোদর ও তত প্রবীণ বা স্থবিরাবস্থার নহেন, সহধর্ম্মিণীও পঁচিশ

বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছেন। ভোলাদাসকে বাড়ীতে আনিবার নিমিত্ত পরিবারবর্গ এবং বন্ধু বান্ধবাদি সকলেই অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভোলাদাস গৃহত্যাগী থাকিয়াই জগদম্বার উপাসনা করিতেছেন।

ইতি শ্রীশশধর তর্ক চূড়ামণি রচিতে ভবৌষধে উপক্রমোনাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ অবস্থায়, ক্রমে কার্ত্তিক হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত অতীত হইল, শ্রাবণের বর্ষা আরম্ভ হইল, মৃতপ্রায় বৃক্ষ সকল পুনরুজ্জীবিত হইয়া পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল, ধান্য বীজ সকল উদ্ভিন্ন হইয়া পৃথিবীকে হরিতময়ী করিয়া তুলিল, ভোলাদাসের হৃদয়ক্ষেত্রেও সম্বৎসর-সঞ্চিত আশা বীজ অঙ্কুরিত ও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া আনন্দে আপ্লুত করিতে লাগিল। গত আশ্বিন মাসে জগদম্বা অন্তর্হিতা হইয়াছেন, আজ নয় মাস যাবৎ মা-মাত্র-সম্বল ভোলাদাস মা-হারা

হইয়া, যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং ঘট, পট, নদ, নদী, ও লতা পাতা প্রভৃতি যেখানে সেখানে মাকে উদ্দেশ করিয়া কত পত্র, পুষ্প ও চন্দনাদি সমর্পণ করিয়া আসিতেছেন, কত স্তব, স্তোত্র, কাঁদাকাটী ও আবদারী করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু, "জলের দ্বারা দুধের পিপাসা মিটে না" ভোলাদাসের হৃদয় তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই। মাকে সাক্ষাতে পাইয়া মনেরমত সাজাইয়া মনেরমত আবদারী না করিতে পাইলে ছেলের মন তৃপ্ত হইবে কেন? তাই আশ্বিনাগমের আশায়-আশায়, সদানন্দ দিন গণনা করিতেছিলেন। আশ্বিন মাসে মা আবার সাক্ষাতে আসিবেন, তখন মাকে মনেরমত দেখিয়া শুনিয়া সাজাইবেন, এবং কত কত মনের কথা বলিবেন, কত আবদারী করিবেন এই সকল চিন্তা করিয়া এখন আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন। শ্রাবণ মাসের এক এক দিন ক্রমে অতীত হইতেছে, ক্রমেই আশ্বিন মাসও নিকটবর্ত্তী হইতেছে, সদানন্দের হৃদয়ও ক্রমে আশ্বস্ত ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। এখন ভোলাদাস মনে মনে কতই কল্পনা, কতই চিন্তা করিতেছেন, এবং এক একটি কল্পনা করিয়া কতই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইতেছেন তাহা ভোলাদাসই জানেন, আর যিনি ভোলাদাসের ন্যায় মা-হারা ছেলে, তিনিও বুঝিতে পারেন। মায়ের

কনকময় তনু খানির কোন্ অঙ্গ কিরূপে সাজাইলে ভাল দেখায়, কিরূপ বসনাভরণ পরাইলে শোভা পায়, সংসারে কোন্ কোন্ দ্রব্য মায়ে ভালবাসে, এই সকল চিন্তা করিয়া ভোলাদাস নানা রূপ সঙ্কল্প করিতেছেন। মনে করিতেছেন, "এবার ভাল ভাল শতদল জবা আনিয়া মায়ের লাল—টুক্‌টুকে পা দুখানি সাজাইতে হইবে, তাহার পর মায়ের গৈরিক বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া ভাল এক খানি সোণার জড়িত রক্তবর্ণ বানারসী শাড়ী পরাইব, তা মা নিষেধ করিলেও শুনিব না, তাহার মধ্যে এক একটি পাটলবর্ণ পদ্মফুল সন্নিবেশিত করিয়া দিতে হইবে, মায়ের মস্তকে প্রথম একটি ত্রিপত্র বিল্বদল দিব, তাহার উপর একটি সহস্রদল জবা, তাহার উপর দূর্ব্বা এবং গন্ধাক্ষত দিয়া মনেরমত একটি অর্ঘ্য দিতে হইবে।" এই সকল ভাবিয়া মনে মনে, সেই কল্পনা-সজ্জিত আকৃতি দেখিতে-দেখিতে, একএকবার বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেছেন, আনন্দাশ্রু জলে গণ্ড ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; তখন ভোলাদাসের মনে কি হইতেছে তাহা ভোলাদাসই জানেন। আবার ক্ষণে ক্ষণে স্থৈর্য্যচ্যুতি হইয়া সেই অমৃত মাখা দর্শন মন হইতে স্খলিত হইতেছে, আনন্দোচ্ছ্বাস শুকাইয়া যাইতেছে, তখন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মায়ের উপরে নানারূপ আবদারী করিতেছেন, এবং পুনর্ব্বার যত্ন

করিয়া স্থিরতরচিত্তে সেই ভুবন সুন্দরআকৃতি হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতেছেন। কখনও বা, কোন্‌খান হইতে কোন্‌ কোন্‌ পুষ্প ও কি কি খাদ্যদ্রব্য আনিবেন, কোন্‌খানে কোন্‌ পুষ্প, কি কি খাদ্যদ্রব্য ভাল আছে, কোন্‌খানে অপরিক্ষত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ত্রিপত্র বিল্বপত্র আছে ইত্যাদি কল্পনা করিয়া রাখিতেছেন। কখন বা প্রিয়বন্ধু জ্ঞানানন্দের নিকট গিয়া উভয়ে সম্মিলিত হইয়া মায়ের শুভাগমন হইলে কিরূপ কি করিতে হইবে না হইবে তাহার পরামর্শ করিতেছেন। জ্ঞানানন্দ ও মায়ের প্রিয়তম পুত্র, সম্বৎসর মাকে না দেখিয়া জ্ঞানানন্দ ও ভোলাদাসের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া ভোলাদাসের ন্যায় কতরূপ আশা ভরসা ও কল্পনাদি করিতে ছেন, সুতরাং সমপ্রকৃতিক উভয়ের সম্মিলনে সময়ে-সময়ে উভয়েরই মনোগত ভাব রাশি একত্রিত হইয়া যেন দ্বিগুণিতবেগে উদ্বেলিত হইতেছে এবং উভয়কেই একালে মত্ত করিয়া ফেলিতেছে। একএকবার মায়ের গুণগ্রাম গান করিতে করিতে, মায়ের রূপ চিন্তা করিতে করিতে, পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া উভয়েই একবার হাসিতেছেন, একবার কাঁদিতেছেন, একবার নৃত্য করিতেছেন। আবার ভোলাদাস একাকী থাকিয়া কখনও মায়ের আগমনের বিলম্ব মনে করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত মনে উত্তরমুখ হইয়া, মাতৃহারা শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে প্রাণপণে "মা!—

মা !—মা !” বলিয়া ডাকিতেছেন, কখনও বা মা—মা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে উত্তর দিকে এক ক্রোশ দু ক্রোশ পর্য্যন্ত গিয়া, মাকে না দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। মাও তখন “মা-হারা ছেলের” হৃদয় সমাকর্ষক আহ্বানে আকৃষ্টা হইয়া ভোলাদাসের হৃদয় মধ্যে দশদিক আলোকিত করিয়া প্রকাশিতা হইতেছেন, তখন ভোলাদাস আপন হৃদয় মধ্যে মাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন। এইরূপ আরও কত কিছু ভাবিতেছেন কত কিছু করিতেন, তাহা ভোলাদাসের ন্যায় মাতৃহারা ছেলে না হইতে পারিলে, বলাও যায় না বুঝাও যায় না।

এইরূপ অবস্থায় ভাদ্রমাস অতীত হইয়া আশ্বিন প্রবৃত্ত হইল, পূজা অতি সন্নিহিত হইল। এখন সমস্ত বাড়ীতেই প্রতিমা গঠন ও চিত্র কার্য্য সমাপ্ত হইয়া সাজান আরম্ভ হইতেছে, বাড়ী, ঘর, দুয়ারগুলি মেরামত হইয়া নানারূপে অলঙ্কৃত হইতেছে, ঘাট, পথ সকল পরিষ্কৃত হইতেছে, যাহার যেমন রুচি, এবং যাহার যেমন ক্ষমতা তদনুযায়ী সকলেই নানাপ্রকার উপহার দ্রব্যাদির আহরণ করিতেছে, হাঠে বাজারে সহজে প্রবেশ করার জো নাই, বস্ত্রের দোকান মনোহারী দোকান, সোণারের দোকান, এবং অভ্যঙ্গ দ্রব্যাদির দোকান-

গুলি দিবারাত্র লোকজনে লিকায় পরিপূর্ণ থাকে, বাড়ীতে পূজা থাকুক আর নাই থাকুক; দীন হউক, দরিদ্র হউক, ভিক্ষুক হউক, আর দুঃখীই হউক, সকলেই আপনাপন ক্ষমতানুসারে যথারুচি বস্ত্র পরিচ্ছদাদি নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতেছে, বিদেশস্থায়ী লোক সকল চারিদিক্ হইতে সার-সার করিয়া বাড়ী আসিতেছে, নাস্তিক, আস্তিক, ভাল, মন্দ, ছোট, বড় সকলের মুখেই এখন পূজারই প্রসঙ্গ পূজারই কথা; অধিক কি, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হউক, আর অশ্রদ্ধা পূর্ব্বকই হউক, ভাল ভাবেই হউক আর মন্দ ভাবেই হউক, আজ্ ভারতবর্ষীয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ানাদি প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়েই একাধিপত্য করিয়া জগদম্বা বিরাজ করিতেছেন, সকলের হৃদয়ই যেন কি একরূপ সংক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীতে যেন কিরূপ একটা নবোচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহিতেছে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যেন কি একরূপ পরিবর্ত্তন অবস্থা ঘটিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীই যেন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ভোলা-দাস এবং জ্ঞানানন্দ প্রভৃতির হৃদয়ের আনন্দ এখন যেন উত্তোলিয়া উঠিয়াছে, দেহ ছাপাইয়া পড়িতেছে, তখন দিবা রাত্রিই আর কোন কথা নাই, আর কোন প্রসঙ্গ নাই, আর কোন আলাপও

নাই, এখন সকলের, বিশেষতঃ ভোলাদাসের, অন্তর বাহির সর্ব্বত্রই মা।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ক্রমশঃ জগদম্বার বোধন হইয়া গেল, আজ্ অধিবাসের রাত্রি, আজ ভোলাদাস, গ্রামের প্রান্তে সাধুসন্তের অবস্থিতির নিমিত্ত একটি ক্ষুদ্র বাড়ী আছে সেইখানে; মায়ের গুণ গান করিতে করিতে একাকী অবস্থিতি করিতেছেন, ক্রমে রাত্রি অবসান প্রায় হইল; বিহঙ্গগণের কল-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, ঢাক, ঢোল, দগড়, কাঁসী, সানাই, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘড়ী কাঁসর ও হুলুধ্বনির দ্বারা দশদিক্ আপূরিত ও সম্মূর্চ্ছিত হইয়া উঠিল, ক্রমে সুপ্রভাত হইল; সকল বাড়ীতেই পূজার আয়োজন হইতে লাগিল, ক্রমে জগদম্বার পূজারম্ভ হইল। ভোলাদাস ও প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নানাদি সমাপনান্তে জগদম্বার দর্শনার্থে প্রস্তুত হইতেছেন। ভোলাদাসের নিজ বাড়ীতেও মায়ের পূজা হইয়া থাকে; কিন্তু

ভোলাদাস স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গ এবং বাড়ী, ঘর, দুয়ারের প্রতি আসঙ্গ হওয়ার আশঙ্কায়, স্ত্রী, পুত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ করিতে, কিম্বা বাড়ী দর্শন করিতেও ইচ্ছা করেন না; তাই নিজের বাড়ীতে জগদম্বা-দর্শনে যাইবেন না। কিন্তু জ্ঞানানন্দের বাড়ীর পূজাও ভোলাদাসের মনের মতই হয় এবং জ্ঞানানন্দের সহিত বন্ধুতাও আছে; এ নিমিত্ত প্রথমে জ্ঞানানন্দের বাড়ী যাওয়াই স্থির করিয়া, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, সনৃত্যে এই গান করিতে করিতে যাইতেছেন,—

রামপ্রসাদি স্বর—একতালা।

"মন! চল শ্যামা মার নিকটে,
মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যে বাসনা, মনেরি কামনা,
সেখানে সকলই ঘটে॥
অল্প পুণ্যভরা, সাজায়ে পশরা,
এসেছ ভবের হাটে।
যা কর উপায়, পাঁচে সে মিলি খায়,
কলঙ্ক তোমারই রটে॥
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে,
রাজত্ব কররে পাটে।

আছে একজনা, লইতে খাজনা,
জমি যে বিকাবে লাটে ॥
ওরে অবোধ মন! কি ভাবনা ভাব,
দাঁড়ায়ে নদীর তটে।
দেখ দুকুল পাথার, না জান সাঁতার,
তরণী নাই যে ঘাটে ॥"

পরে জ্ঞানানন্দের মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া, মায়ের মুখপানে তাকাইয়া পুনর্ব্বার এই গান ধরিলেন,—

সিন্ধু—ঢিমে তেতালা।

"মা! আমি গো তোমারই প্রকৃতি তনয়
আমার গুণাগুণ সম্বর হর সুন্দরি ॥
বঞ্চনা অধীন ছেলে উচিত না হয় মা! ॥
মূঢ় জ্ঞানী অচেতন, আরাধিতে মম মন,
মা! অভয়চরণে মন কদাচ না রয় ॥"

এই বলিতে-বলিতে, ভোলাদাসের গণ্ড ও বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; মায়ের দয়া মাখা ভুবন সুন্দর রূপে নিমগ্ন; সজল নয়ন দুটী, নিশ্চল হইয়া আসিল; কণ্ঠস্বর ক্রমে অবরুদ্ধ হইয়া গেল; তখন ভোলাদাসের অন্তর্দ্দৃষ্টি আর বহির্দ্দৃষ্টি এক হইয়া গেল, ভোলাদাস একদাই যেন অন্তরে

অন্তরে ও মাকে দেখিতেছেন এবং বাহিরে ও মাকে দেখিতেছেন। এইরূপে প্রায় যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত মাতৃ দর্শনের আনন্দানুভব করিয়া একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পুষ্প-পত্রাদি যাহা কিছু আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা, এখন মনের মত সাজান হইল না, মনে কত কথা ছিল, তাহাও বলা হইল না; কারণ এখন অত্যন্ত গোলযোগ, এখন পুরোহিতের পূজাও পরিসমাপ্ত হয় নাই; তাই এখন অঞ্জলি মাত্র দিয়া, জ্ঞানান্দের সহিত আনন্দালিঙ্গন করিয়া, ভোলাদাস অন্য বাড়ীতে মায়ের দর্শনে চলিলেন এবং পথে পথে এই গানটি গাইতে লাগিলেন,—

বিভাস—একতালা।

এ ছার দেহের কি ভরসা ভাই?
আরে মন তোরে, আমি সুধাই তাই॥
তুমি কি বুঝিতে পার, দেহ কখন আছে কখন নাই॥
তোমায় আমায় ঐক্য হৈয়ে, রসনারে সঙ্গে লয়ে,
দেহ যদ্দিন আছে তদ্দিন থেকে, সুখে মায়ের গুণ গাই॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা পাখি, তারা কেবল মাত্র আছে সাখী;
এসো কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি কল্প তরুর মূলে চাই॥
কর জোড়ে এই ভাষা, মন! পরিপূর্ণ কর আশা,
এস বিশ্বময়ীর নাম লৈয়ে, বিশ্বনাথের বিষয় পাই॥

এইরূপে মায়ের গুণ গান করিতে করিতে, গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী গিয়া, মায়ের দর্শন ও অঞ্জলি দিয়া, দুই প্রহর বেলার সময়ে, পুনর্ব্বার জ্ঞানানন্দের বাড়ী চলিলেন; কারণ জ্ঞানানন্দের বাড়ীতে, মায়ের যেমন পরিস্ফুট অবস্থা দেখিতে পাইয়াছেন, অন্য স্থানে তাদৃশ দর্শন হয় নাই; সুতরাং মনের মত মায়ের পূজা করা, এবং কথা বার্ত্তা বলা, এই খানেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ; সৌহার্দ্দ এবং ভক্তির ভাবে, জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই আজ্, মহাপ্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ আছে।

ইতি শ্রীশশধর বিরচিতে ভবৌষধে মাতৃ দর্শনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস আসিলেন। এ দিকে সপ্তমী পূজা সমাপনান্তে, ভোগ নিবেদন হইলে, অন্য প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি হইতেছে; সুতরাং জ্ঞানানন্দ এবং বাড়ীর সমস্ত লোকই সেই খানে থাকিয়া, ব্রাহ্মণ-

ভোজনাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। পূজা প্রাঙ্গণে কেহই নাই, মণ্ডপেও মানুষ নাই, এককালে নির্জ্জন; তখন ভোলাদাস আস্তে আস্তে গিয়া, জগদম্বার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সজলনয়নে, অভিমান-মিশ্রিত-ভক্তিরসে গদ্‌-গদ্‌-কণ্ঠ হইয়া, মায়ের মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন,—"মা! ভোলা পাগলা কি তোর ছেলে নয়?

জগদম্বা।—কেন বাবা! এ কথা বলিলে কেন! তুমি তো আমার কার্ত্তিক গণেশেরই সহোদর!

ভোলাদাস।—তবে এই এক বৎসর দেখা দিস্ নাই যে?

জগদম্বা।—ভোলাদাস! আমি হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাইতো তোমায় কোলে করিয়া রাখি, তুমিও তাহা দেখিতে পাও; তবে দেখা দিই না বলিলে কেন?

ভোলাদাস।—মা, তা তো জানি; কিন্তু চক্ষু না মুদিলে তো তাহা দেখিবার জো নাই! মা! মানুষ কি সর্ব্বদা চোক বুজিয়া থাকিতে পারে? অন্ততঃ দিনের অর্দ্ধেক সময় পর্য্যন্ত, প্রায় বাহিরেই থাকিতে হয়, তখন তোকে না দেখিতে পাইলে, কাহার কাছে থাকি? আর যদি সর্ব্বদাই চোক বুজিয়াই থাকিতে হইবে, তবে তুই চক্ষু দিলি

কেন ? হউক, তথাপি তোকে দেখিতে পাইলে. না হয়, সর্ব্বদাই চক্ষু মুদিয়ে থাকিতাম, কিন্তু তাহাতেওতো তুই অদেখা হওয়ার জন্যে কত কৌশল করিস্ ! তবে আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যখন বড় অধীর হইয়া পড়ি, তখনই একটু কোলে করিয়া রাখিস্ ; কিন্তু আবার আমি একটু শান্ত—একটু ঘুম আশা মত—হইলেই এই জঙ্গলের মধ্যে * আমায় ছুড়িয়া ফেলিয়া অদেখা হইস্ ! তখন আবার জাগিয়া তো তোর দেখা পাওয়া যায় না !

জগদম্বা।—না বাবা, তখনও আমি আড়ালে থাকিয়া তোমার কুশল চিন্তা করি ; এজন্যই তোমার কোন বিপদ হইতে পারে না, তবে আর তোমার ভয় কি।

ভোলাদাস।—মা ! তোর বোধ হয় মা নাই, তাই তুই ইহা বুঝিতে পারিস্ না। মা ! তোর যেন তিনটা চক্ষু আছে, তুই সমস্তই দেখিতে পাইস্ ; কিন্তু আমি তো তোকে দেখিতে পাই না ! মা, আমায় যখন এই অরণ্যের মধ্যে একাকী পাইয়া, এই সকল বাঘ, ভল্লুকাদি হিংস্র পশুগুলি মারিতে আইসে, তখন তোকে না দেখিলে কিসের দ্বারা প্রাণের ভরসা করিব ? মা ! তুই

---

* এই সংসারই ঘোর অরণ্য স্বরূপে গণ্য।

জানিস্ কিনা জানি না ; আমি যে এই জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া, বৎসরে এই চারি দিন কাল মাত্র তোকে দেখিতে পাই, এই সময়টায় যাহারা, আমার হিংস্র শত্রু তাহারাই, আবার পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। এখন এই ব্যাঘ্র, ভল্লুক গুলি আমার প্রিয় সহচরের মত মনে হয়। এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি বিষয়গুলি—যাহারা অন্য সময় বাঘ ভালুকের ন্যায় আমাকে গ্রাস করিতে চায়, মা ! এখন তুই ইহার নিকটে এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকাতে, এগুলি আমার বড়ই হিতকর মনে হয়। মাগো ! তুই বোধ হয় সমস্তই জানিস্, নহিলে ওভাবে হাসিতেছিস্ কেন ? যাহা হউক, তথাপি তোকে বলি ; মা ! অন্যান্য সর্প যেমন শঙ্খিণী সর্প দেখিলেই স্বভাব-বশে তাহার মুখে প্রবেশ করিতে চায়, আবার শঙ্খিনীর ও উহাদিগকে গ্রাস করাই কার্য্য ; * সেইরূপ আমার এই ইন্দ্রিয়গুলিও এক একরূপ বিষয়ের কবলে সর্ব্বদাই প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, আবার উহারাও আমার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ ইন্দ্রিয় গুলিকে, গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু মা ! এই চারিদিন তুই নিকটে থাকাতে তাহা

---

* শঙ্খিনী সর্পের সহিত, অন্যান্য সর্পের সাক্ষাৎ হইলেই, শঙ্খিনী হাঁ করিয়া থাকে এবং অন্যান্য সর্পগুলি আপন হইতেই, তাহার মুখে প্রবেশ না করিয়া, স্থির থাকিতে পারে না এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

হয় না ; এখন সেই নয়নের দ্বারা তোমারই অনুপম রূপ দেখিতে পাই, বলিয়া, সে অবস্থা ঘটে না। যদিচ মা, তোর এই ভুবনসুন্দররূপ অন্যান্য রূপের ন্যায়ও সেই নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপই বটে, এবং সাধারণ রূপ লাবণ্য দেখিয়া নয়ন যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করে, তদপেক্ষায় সহস্র, কিম্বা অনন্ত গুণ তৃপ্তি-সুখেরও অনুভব হয় সত্য, তথাপি এই রূপের মধ্যে তোমাকে দেখিতে পাই বলিয়া, উহা আমাকে সেই শঙ্খিনী সর্পের ন্যায় গ্রাস না করিয়া, যেন অপূর্ব্ব অমৃত-ময় লোকে উন্নীত করে। তৎপর এই চারি দিন পর্য্যন্ত, যে মা তোর প্রসাদ গ্রহণ করি, তদ্দ্বারাও রসনেন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় সত্য এবং ঐ প্রসাদের রসও সেই রসই বটে ; কিন্তু মা ! তোর প্রসাদ বলিয়া উহা আমাকে সাধারণ খাদ্যরসের ন্যায় অধোদিকে প্রত্যাকৃষ্ট করিতে পারে না, প্রত্যুত আনন্দময় লোকের অধিকারী করে। তৎপর, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তোর গুণের গান শুনিলে, উহা চিত্তবিমোহনকারী মধুর ধ্বনি হইলেও, অন্যান্য সঙ্গীতের ন্যায় রজ ও তমোগুণের কবলে নিক্ষিপ্ত করিতে পারে না, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ও অনুপম আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়। এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গেই মা ! তোর ভাবের বিমিশ্রণ থাকাতে, কোন আপদই সংস্পর্শ করিতে পারে না। অতএব যদি সর্ব্বদাই এইরূপে

তোমায় দেখিতে পাই, তবে আর এ অরণ্যে কাহাকেও গ্রাহ্য করি না। কিন্তু মা! তোকে না দেখিতে পাইলে এই সমস্তই আমার রিপু।

জগদম্বা।—ভোলাদাস! তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নয়ন মুদ্রিত করিলে, যেমন আমাকে দেখিতে পাও, এখন হইতে, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বাহিরেও, যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই মনোনিবেশ করিলে, আমাকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু তুমি এক কার্য্য করিও ;—তুমি আমার এক খানি প্রতিমা গঠন করিয়া লইবে, এবং প্রতিদিনই গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবিদ্য ও ভোগাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, তাহা হইলে ঐ সকল উপহার আহরণের নিমিত্ত, তোমার হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিও উহাতেই নিরত থাকিবে, এবং রসনা নয়ন, ঘ্রাণ, ও শ্রবণাদি সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ও যথোচিত চরিতার্থ হইবে, আবার শরীরযাত্রাও চলিবে, অথচ ঐ সকল বিষয় তোমাকে রজ ও তমোগুণের উত্তেজনা করিয়া, বিলিপ্ত করিতে পারিবে না। যেমন এই চারি দিনের কথা বলিলে, এই অবস্থায়তেই সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে। কা'ল হইতে তুমি খাদ্য বস্তু প্রভৃতির আহরণের নিমিত্ত, যত প্রকার চেষ্টা করিবে; তৎসমস্তই আমার নিমিত্ত করিতেছ, এইরূপ নিশ্চয় ধারণা রাখিও, তবে যমও তোমাকে স্পর্শ করিতে

পারিবে না, এবং আমাকেও সর্ব্বদাই দেখিতে পাইবে।

ভোলাদাস।—তাহা আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু মা! তোর মা এবং বাবার স্বভাব মনে করিয়া, বড় ভরসা হয় না।

জগদম্বা। (সস্মিত মুখে) বৎস! আমি কি পাষাণের মত নির্দ্দয়া?

ভোলাদাস।—মা, তোর কাযে প্রায় সেই রূপই দেখিতে পাই।

জগদম্বা।—এমন কি কার্য্য আছে—যাহাতে আমার নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইতে পারে? ভোলাদাস! তুমিতো যখনই আমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হও, তখনই আমায় হৃদয়ের মধ্যে দেখিতে পাও?

ভোলাদাস।—মা! বাবা (মহাদেব) বলিয়াছেন, এ সংসারে সকলেই তোর ছেলে—

জগদম্বা। হ্যাঁ বাবা, তাহাই সত্য; তার পর?

ভোলাদাস।—তুই কি সকলকেই সমান ভাবে ভালবাসিস্?

জগদম্বা।—কীট, পতঙ্গ, অবধি দেবগণ পর্য্যন্ত সকলকেই আমি সমভাবে দেখিয়া থাকি।

ভোলাদাস।—তবে এরূপ হয় কেন?

জগদম্বা।—কি হয়?

ভোলাদাস।—মা'! অনেকে হৃদয় মধ্যেও একবার তোকে দেখিতে পায় না, আবার সম্বৎসরের মধ্যে এই চারিটি দিনের জন্য বাহিরেও একবার তোকে দেখিতে পায় না, ইহার কারণ কি? মা গো! আমি জানি, অনেকে তোকে দেখিতে আসিয়া, কেবল মাটির পুত্তলই দেখে! তাহারা বলে "ওটা মাটির পুতুল উহা কুমারে গড়িয়া রাখিয়াছে।" এইরূপ দেখে কেন? ইহা কি তোর দয়ার কার্য্য? (এই বলিয়া সবিস্ময় স্মিতমুখে) হ্যাঁ মা! তোর এই অজর, অমর, অমৃতময় দেহের মধ্যে উহারা মাটী পায় কোথা! তুই কি উহাদের নিকট মাটির পুত্তলের ন্যায়, অচেতন হইয়া থাকিস্! না উহাদের চক্ষুরই পীড়াবিশেষ জন্মাইয়া দিস্, সেই জন্য তোকে ঐরূপ দেখিয়া থাকে।

জগদম্বা।—বৎস! উহারা আমাকে দেখিতে পায় না, তাহা সত্য; কিন্তু আমি উহাদের প্রতি নির্দ্দয়া হইয়া দেখা দিই না তাহা নহে, কিম্বা অচেতন হইয়াও থাকি না; উহারাই আমাকে দেখিতে চায় না, তাই দেখা পায় না; সুতরাং মাটির পুত্তল মাত্রই দর্শন করিয়া থাকে; অতএব ইহা উহাদেরই দোষ।

ভোলাদাস।—তবে তাহারা না দেখিল, কিন্তু যাহারা কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করিয়া তোকে

বৎসরান্তে একবার আনে, তাহারা কি সকলেই তোকে দেখে? আবার আর এক কথা ;—মা! চণ্ডীতে তুই কতবার বলিয়াছিস্ যে, তোকে পূজা করিলে, আর কোন প্রকার অশুভ হইতে পারে না এবং অন্তেও সে তোরই নিকটে থাকে ; তৎপর বেদ বেদান্তাদি সকলেও ইহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে ; কিন্তু তাহার কোন ফলই দেখিতে পাই না কেন?

জগদম্বা।—ভোলাদাস! উহারাও প্রায়েই আমায় দেখিতে চায় না, সুতরাং মাটির পুত্তলই দেখে, এবং উহারা সকলেই আমার পূজাও করে না। যাহা করে সে কেবল ওদের রুচির অনুযায়ী একটা ক্রীড়াবিশেষ ; অতএব আমাকে দেখিতেও পায় না, কোন ফলও লাভ করিতে পারে না। বৎস্য! ঐ দেখ, এই গ্রামে রমণীদাস আড্ডীর বাড়ী পূজা হইতেছে! উহার এই ব্যাপারে প্রায় দ্বিসহস্র টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে পূজা বাবদে পোনের টাকা মাত্র, তদ্ব্যতীত সমস্তই বেশ্যা, মদ ও আলো প্রভৃতির জন্য উড়াইয়া দেয়। ভোলাদাস! "অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি।" যে পূজাতে অর্চ্চকের তপস্যা যোগ থাকে এবং অর্চ্চনাটিও অতিশয়িতরূপে হয়, আর প্রতিমাখানিও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, অর্থাৎ দেবভাবের প্রকাশক হয়

সেই পূজাতেই দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ নরাধমের পূজাতে উহার কিছুই নাই। ঐ দেখ, উহার পুরোহিত বুধরাম ভট্টাচার্য্যের অবস্থা! বুধরাম গায়ত্রী বা আচমনটাও অবগত নহে, তাহাতে আবার অতিশয় কদাচারতৎপর এবং নিতান্ত অশুচি, মিথ্যা-বাদী, বঞ্চক ও সমস্ত প্রকার কুপ্রবৃত্তির আধার, আমাতে এবং ধর্ম্মেতে বিশ্বাসবিহীন; অধিক কি, উহার যদি পৌরোহিত্য ব্যবসায় না থাকিত, তবে ও কুক্কুট গোমাংসাদি ভক্ষণেও নিবৃত্ত থাকিত না, কিন্তু এইক্ষণে প্রকাশিত মতে ঐ সকল কার্য্য করিতে গেলে, উহার যজমানাদি থাকিবে না, সুতরাং জীবিকার ব্যাঘাত হইবে, তাই ঐ সকল কার্য্য করিতেছে না। এইরূপ দুরাত্মা আমার মণ্ডপের নিকটে আসিলেও, তৎক্ষণাৎ আমি সেখান হইতে অন্তর্হিতা হই। তৎপর যে নরাধম পূজার কর্ত্তা, উহার প্রকৃতি আরও ভয়াবহ, উহাকে মূর্তিমান্ পাপপুরুষ বলিলেই হয়। উহার আমার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিশ্বাস নাই; উহার নামানু-রূপই প্রকৃতি; ও কেবল কতকগুলি বেশ্যা এবং ভণ্ড পাষণ্ড লইয়া নানাপ্রকার পাশব আমোদ প্রমোদ এবং নাম লাভ করিবে বলিয়াই, আমার একটা মূর্ত্তি খাড়া করিয়াছে, ঈদৃশ নরাধমের বাড়ী আমি কখনই অধি-ষ্ঠিতা হই না। ঐ দেখ, উহার অদ্ভুত পূজা প্রণালী,

ও আমার এই প্রতিমাটী সাজানর নিমিত্ত ৫০০ টাকার রাংতা, চুমকী, অভ্র, তবক ইত্যাদি আনিয়াছে। কিন্তু আমার পূজার নিমিত্ত ২৷৷০ গজী ৮খানি শাড়ী। তৎপর নৈবেদ্যাদি উপহার সম্বন্ধেও এইরূপই জানিবে। ভোলা দাস! ঐ দেখ, আমার প্রতিমূর্ত্তিটিকে কি অদ্ভুত বেশ সাজাইয়াছে। উহাতে দেবভাবের লেশমাত্রও নাই, উহা ঘোর রজ এবং তমোভাব প্রকাশক একটা মনুষ্যাকৃতি মাত্র। অতএব উহাতে অধিষ্ঠান করিতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। ভোলাদাস! এইরূপ কর্ত্তাকে অসুর কর্ত্তা এবং এইরূপ যজ্ঞ ও পূজাকে তামস যজ্ঞ ও তামস কর্ম্ম এবং অসৎ কর্ম্ম বলে। সুতরাং উহা আমার পূজার মধ্যেই গণ্য নহে, তাই উহার যথাবিহিত ফললাভ হয় না; প্রত্যুত আমাকে লইয়া ঐরূপ খেলা করা নিবন্ধন উহাদের অধোগতি এবং ভয়ানক নরকযাতনা এবং ইহকালেও সর্ব্বনাশই ঘটে।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিত ভবৌষধে
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস। মা! অসুরকর্ত্তা এবং তামস যজ্ঞাদির কথা আমায় আর একটু বল, নতুবা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

জগদম্বা। ভোলাদাস! এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে অনেকটা সময় অতীত হইবে, কিন্তু এইক্ষণে তাহার সময় নাই, তবে আমি কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিয়া শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, অতএব সেই টুকুই তোমাকে এখন বলিতেছি—অর্জ্জুনকে আমি এই বলিয়াছিলাম যে—

"কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥
আশাপাশ শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১২॥
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথং।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩॥
অসৌময়াহতঃ শক্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যেদাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ ॥১৫॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃকামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥
আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকম্ ॥১৭॥
অহঙ্কারং বলংদর্পং কামংক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাংগতিং ॥ ২০ ॥

যাহারা অসুর, তাহারা এই লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে, এই লক্ষণ দেখিলেই তাহাদিগকে, মনুষ্যাকৃতি অসুর বলিয়া নিশ্চয় করিবে। অসুর মনুষ্যেরা অতি দম্ভ, মান ও মদান্বিত হইয়া থাকে, দুষ্পূর অভিলাষের আশ্রয় লইয়া মোহপরবশে নানাপ্রকার অসদুপায়ের অবলম্বন করে এবং তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে, আর অত্যন্ত অশুচিব্রত হয়—(১০)। মরণকাল পর্য্যন্ত ইহারা অপরিমেয় বিষয়ার্জ্জন ও সংরক্ষণ-চিন্তাতেই বিব্রত থাকে, এবং বিষয় ভোগকেই অত্যন্ত সার পদার্থ বলিয়া

মনে করে (১১)। ইহারা শত শত আশাপাশ দ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়া, ঘোর কাম, ক্রোধ, পরবশে নানাবিধ কাম ভোগের নিমিত্ত, সর্ব্বদা অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া, সর্ব্বদাই, কেবল "অদ্য এই লাভ করিলাম, কল্য অমুক মনোরথ পরিপূরণ করিব, আজ্ আমার এই সম্পত্তি আছে, পরে আমার এত হইবে, এই শত্রুকে আজ্ দমন করা গেল, অন্য শত্রুগণকেও এইরূপে পরাজিত ও নিহত করিব, আমি অত্যন্ত প্রভুত্বশালী আমি ভোগী, আমি জগতের মধ্যে একজন সম্পৎশালী ও মহাকুলীন, এই সংসারে মৎসদৃশ কে আছে, আমি শত শত দান ও যজ্ঞ করিয়া, যশঃ প্রতিভাদি দ্বারা সকলের উপরিস্থ হইব, তখন কি অতুল আনন্দই হইবে" ইত্যাদি রূপ অসংখ্য কুকার্য্য ও কুপ্রবৃত্তির সেবক হইয়া থাকে (১২, ১৩, ১৪, ১৫।)

উক্ত কামোপভোগ-প্রসক্ত ব্যক্তিগণ ঐরূপ বিবিধ কুসংস্কারদ্বারা ভ্রান্ত ও মোহজালে সমাবৃত হইয়া, অতি অশুচি ও ভয়াবহ নরকে নিপতিত হয়। যদি মনে কর যে "উহাদের মধ্যে যাহারা কথিত ভাবে দান যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নরক হইবে কেন, বরং তত্তৎ-দান ও যজ্ঞাদি দ্বারা উহাদের স্বর্গ হওয়াই উচিত" তাহাও তোমার ভ্রান্তি; কারণ উহারা আপনি আপনাকে

শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, দম্ভ সহকারে ঐ সকল কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে (১৭) উহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া, উহাদের দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী-আমাকে বিদ্বেষ পূর্ব্বক, অসূয়া করিয়া থাকে। ঈদৃশ ক্রূরমনা, ঈশ্বরবিদ্বেষক ও অশুভদর্শী নরাধমদিগকে, আমি সর্ব্বদা এই সংসারে আসুর-যোনিতে নিক্ষেপ করি; হে কৌন্তেয়! ঐ মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মেই অসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া, নানা প্রকার অধমাগতি প্রাপ্ত হয় ২০"। (ষোড়শ অঃ)। এই হইল অসুর কর্ত্তার কথা, এখন তামস যজ্ঞ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলাম, শুন—

"বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীন মদক্ষিণং।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥

যে যজ্ঞ বিধিহীন, অন্নদান-বিহীন, মন্ত্রবিহীন, উপযুক্তদক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধাবিরহিত, তাহাকে তামস যজ্ঞ বলে।" ১৩। (সপ্তদশ অঃ)। অতঃপর অসৎকর্ম্ম কাহাকে বলে তাহাও শুন—

"অশ্রদ্ধয়াহুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচতৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

যে যজ্ঞ, যে দান, যে তপস্যা, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "অসৎ ক্রিয়া" বলে"। তাদৃশ কার্য্যের দ্বারা, না ইহকালে কোন ফলসাধন হয়, না পরকালেই

কোন ফলসিদ্ধি হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তোমার যেন তাদৃশ মতি কখনই না হয়। ২৮। (সঃ দঃ অঃ)।

এখন তামস কর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলাম, শুন—

"অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ভবিষ্যতের অশুভ ফল এবং শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয়, আর পরিজনাদির ক্ষয়, প্রাণী হিংসা এবং আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া, অজ্ঞান অবিবেকবশে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তামস ক্রিয়া বলে (অঃ দঃ অঃ)

পূর্ব্বে অসুর কর্ত্তার কথা বলিয়াছি, এখন তামস কর্ত্তার লক্ষণ, শুন,—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘ সূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেই বিশেষরূপ মনঃসমাধান নাই, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, অর্থাৎ নৈপুণ্য সহকারে বিচার না করিয়া, প্রকৃতি বশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া ফেলে, পর্য্যালোচনাদি দ্বারা, জ্ঞান কিছু মাত্র পরিমার্জ্জিত হয় নাই, এবং সদুপদেশের দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই, নমান যায় না, অর্থাৎ অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী অর্থাৎ অন্তঃকরণের

ভাব গোপন করিয়া, বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্ন ভাব, আর দীর্ঘসূত্রী, তাহাকে তামস কর্ত্তা কহে। (২৮)। (অঃ দঃ অঃ)।"

এই কথাই আমি অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলাম। অতএব এইরূপ অসুরভাবাপন্ন তামস কর্ত্তা দ্বারা, যে সমস্ত তামস যজ্ঞ বা উপাসনাদি কার্য্য হইয়া থাকে তাহা আমার অগ্রাহ্য। কিন্তু আজ্‌কাল ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাতে যতপ্রকার নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়াদি হইয়া থাকে, তৎ সমস্তই প্রায়, এই নিয়মেই হয়, আজ্ কাল প্রায় লোকই অসুর-প্রকৃতিক এবং ঘোরতর তামস, উহাদের সমস্ত কার্য্যই তামস, সমস্ত কর্ম্মই অসৎ এবং সমস্ত কর্ম্মই আমার প্রকৃত রূপে অগ্রাহ্য, এ নিমিত্ত উহারা কিছুমাত্র সুফল প্রাপ্ত না হইয়া, ইহকাল এবং পরকালে সর্ব্বনাশ ক্ষেত্রে নিপতিত হয়।

ভোলাদাস।—মা! তোর কি রাগও আছে?

জগদম্বা।—না বাবা, তাহা কি আমাতে সম্ভবে? আমার কখনই কাহারও উপর রাগ দ্বেষাদি হইতে পারে না।

ভোলাদাস। তবে যে বলিলি" রমণীদাস আড্ডীর মত আসুরিক পূজা করিলে, তাহার ইহকালে সর্ব্ব-

নাশ করিয়া, আবার অন্তেও ঘোরতর নরকে ফেলিয়া দিই ?

জগদম্বা। ভোলাদাস! আমি ক্রোধ করিয়া উহাদের সর্ব্বনাশ করি না, নরকেও ফেলি না। কিন্তু উহারাই তাহা প্রার্থনা করে, তাই আমি ঐরূপ ফল দিই; কারণ আমি কল্পতরু স্বরূপা, আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই তাহাকে দিই। আমি বহুরূপিণী, আমাকে যে, যেভাবে উপাসনা করে সেইভাবেই তাহার নিকট অধিষ্ঠিতা হইয়া, তদনুযায়ী ফল দিয়া থাকি।

ভোলাদাস। মা! ভোলা কি সত্যই তোর খেপা ছেলে ?

জগদম্বা! বাবা, তোমাকে যে খেপা বলে সেই বাস্তবিক পাগল, তুমি আমার সুবুদ্ধি তনয়।

ভোলাদাস। তবে যে বলিলি—"যে, সর্ব্বনাশ ও নরকবাস প্রার্থনা করে, তাহাকে তাহাই দিই" মা! সর্ব্বনাশ নরকবাস কি কেহ কখনও প্রার্থনা করে ?

জগদম্বা। হ্যাঁ, তাহাই করে, কিন্তু কথাটী একটু জটিল হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে তো ?

ভোলাদাস। মা, তুই বুঝাইলেই বুঝিতে পারিব।

জগদম্বা। মানুষের মনের মধ্যে ভাল মন্দ যত প্রকার, প্রবৃত্তি বা শক্তি বা প্রকৃতি আছে তৎসমস্তই

আমার এক একটী রূপান্তর মাত্র। আমিই সকলের হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি রূপে অবস্থিতি করি; আমিই সকলের হৃদয়ের মধ্যে জ্ঞান রূপে অবস্থিতি করি; এবং আমিই শ্রদ্ধা, আমিই শান্তি, আমিই বিবেক, বৈরাগ্য, আমিই কাম, আমিই ক্রোধ, আমিই হিংসা, আমিই দয়া, আমিই অভিমান, ইত্যাদি সমস্তই আমি। অতএব আমার প্রতিমা গড়িয়া তাহার সঙ্গে বিমিশ্রণ করিয়া, যে ব্যক্তি, আমার যে কোন ভাবের—যে কোন রূপের আরাধনা করিবে, আমি সেই রূপেই সাক্ষাৎ হইয়া, তাহাকে তদনুযায়ী ফল দিয়া থাকি। আমার মূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া, তাহাতে বিমিশ্রিত ভাবে যে মানব পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিবেকাদি শক্তির উপাসনা করে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে মূর্ত্তিমতী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিবেকাদি রূপে আবির্ভূতা হই, এবং তাহার উপযুক্ত ফল দিয়া থাকি। আমার ভক্তি বিবেকাদি আকৃতির স্বাভাবিক ক্ষমতাই এইরূপ যে, উহারা সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে, জীবকে উন্নত ও স্বর্গবাসী না করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না! আবার যাহারা আমার প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া তাহার সহিত, বিমিশ্রিত ভাবে বেশ্যা, মদ ও বদমাইসী প্রভৃতি উপকরণের আহরণ পূর্ব্বক, কাম-প্রবৃত্তি, মত্ততা প্রবৃত্তি, অভিমান প্রবৃত্তি, দম্ভ প্রবৃত্তি,

ঈর্ষা প্রবৃত্তি, ক্রোধ প্রবৃত্তি এবং অন্যান্য নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তিস্বরূপ, আমার নানাবিধ আকৃতি বা অবস্থা বিশেষের আরাধনা করে, অর্থাৎ ঐসকল প্রবৃত্তি-উদ্দী-পনার চেষ্টা করে, তাহাদের ঐ উপাসনায় বাধ্য হইয়া আমি অগত্যা ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি রূপেই, তাহাদের হৃদয়ে প্রাদুর্ভূতা হই; এমন কি, ঐ সকল রূপে এতই মূর্ত্তিমতী হইয়া, আমি উহাদিগকে দর্শন দিই, যে, আমার এই দশভূজা আকৃতির মধ্যেও উহারা ঐ সকল কুপ্রবৃত্তির আকৃতি বা ভাবই সন্দর্শন করে; তুমি আমার যে অবস্থা দেখিতেছ, ইহা দেখিতে পায় না; উহারা এতই একাগ্রভাবে আমার ঐ সকল আকৃতির উপাসনা করে যে, আমি সম্পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভূতা না হইয়া, কিছুতেই থাকিতে পারি না। কিন্তু আমার ঐ সকল প্রাকৃতির স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কার্য্যই জীবকে অধোগত করা। তৎ-পর পূর্ণমাত্রায় ঐ সকল কাম, ক্রোধ, মত্ততা ও অভি-মানাদির উপাসনা করিলে; সর্ব্বনাশরূপ ফলও তাহারাই দান করিয়া থাকে। অতএব সকলে যখন আমার ঐ সকল আকৃতির প্রাদুর্ভাবের নিমিত্তই, আহার নিদ্রাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক অহোরাত্র ব্যাপিয়া ঐরূপ উপাসনা করে তখন-"সর্ব্বনাশ" "নরকবাস" এই কথাটী বলিয়া না হউক, কিন্তু প্রকারন্তরে সর্ব্বনাশই কামনা করা হইল। কারণ ঐ সকল প্রবৃত্তির পূর্ণমাত্রায় আবির্ভাব হওয়া

আর সর্ব্বনাশ হওয়া, ইহা একই কথা, একটু চিন্তা করিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে। অতএব আমার কোন দোষ হইতে পারে না।

ভোলাদাস। মা! তুঁই নাকি সকলের মনের কথা জানিতে পাইস, তাই তোকে কেহ ফাকী দিতে পারে না; কিন্তু আমি তো তাহা বুঝি না; সুতরাং রমণীদাস প্রভৃতির বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, উহারা বুঝি তোর পূজাই করে; তাই উহাদের উপযুক্ত ফললাভ না দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। এখন সে সন্দেহ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মা, কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে তোর প্রকৃত আকৃতির, প্রকৃত পূজা করা হয় তাহাও বলিয়া দে।

ইতি শ্রীশশধর তর্ক চূড়ামণি বিরচিত ভবৌষধে
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জগদম্বা। সাত্ত্বিকশ্রদ্ধা সাত্ত্বিকভক্তি ও সাত্ত্বিকজ্ঞান সহকারে যদি, সাত্ত্বিক কর্ত্তা আমাকে সাত্ত্বিক উপাসনা করে, তাহাই আমার প্রকৃত পূজা বা প্রকৃত

উপাসনা। তদ্ভিন্ন, রাজসিক শ্রদ্ধা, রাজসিক ভক্তি, রাজসিক মন এবং রাজসিক জ্ঞান সহকারে রাজসিক কর্তৃক যদি রাজসিক পূজা করে, তাহাও আমি গ্রহণ করি; কিন্তু তাহা সাত্ত্বিক পূজার তুলনায় অতি নীচ। তদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের তামস শ্রদ্ধা, তামস ভক্তি, তামস মন তামস কর্ত্তা এবং তামস জ্ঞান আছে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষায় সম্পূর্ণ পৃথক্ সেইরূপ ভাবে যদি সেইরূপ কোন তামস কর্ত্তা আমার পূজা করে তাহাও আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাও আমি শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলাম;—" পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতং গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ " (ভঃ গীঃ)। যে ব্যক্তি সংযত চিত্ত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, অতিশয় ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল ও জলাদি উপহার দ্রব্য অর্পণ করে, তাহার সেই ভক্তিদত্ত উপহার আমি সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকি "।

ভোলাদাস। মা! সাত্ত্বিক ও রাজসিক শ্রদ্ধা প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না। আবার আর একরূপের তামস শ্রদ্ধাদিই বা কিরূপ তাহাও জানিতে ইচ্ছা।

জগদম্বা।—এবিষয়ও আমি রূপান্তরে ধনঞ্জয়কে বলিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর,

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ * * *" (গীতা) দেবগণের প্রতি যাহাদিগের স্বাভাবিকই অধিকতর অনুরাগ দৃষ্ট হয় এবং দেবগণের প্রকৃতির সহিত যাহাদের স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকে, তাহাদেরই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা জানিবে। এখন সাত্ত্বিক যজ্ঞের বিষয় শুন,—

অফলা কাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতিমনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥

ঐহিক এবং পারত্রিক সকল প্রকার ফল কামনা শূন্য হইয়া, কেবল কর্ত্তব্যতা মাত্র বোধে সমাহিত মনা হইয়া, শাস্ত্রীয় বিধি বিধানানুসারে যে পূজাদি করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বা সাত্ত্বিক পূজা বলে। তৎপর সাত্ত্বিক জ্ঞান,—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

যে জ্ঞানের দ্বারা মৃত্তিকা, পাষাণ, জল, বায়ু, বৃক্ষ লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য এবং মেধ্যামেধ্যাদি সমস্ত বস্তুতেই এক অদ্বিতীয় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমাত্মা মাত্র অবলোকন করে, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। এখন সাত্ত্বিক বুদ্ধি শুন,—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যেভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

যে হৃদয়ের দ্বারা সংসার বন্ধনের কারণ, এবং

মুক্তি সাধনের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, যে হৃদয়ের দ্বারায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় জানা যায়, যে হৃদয়ের দ্বারায় পাপ ও পুণ্যের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, যে হৃদয়ের দ্বারা বন্ধনতত্ত্ব এবং মুক্তি তত্ত্ব জানা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি বা সাত্ত্বিক মন বলে। তৎপর সাত্ত্বিক কর্ত্তা —

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো র্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

সুখ বা সুখজনক বিষয়ে যাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি না থাকে এবং দুঃখ আর দুঃখজনক বিষয়ে যাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব না থাকে, দেহ এবং পুত্র কলত্রাদিতে যাঁহার অহং মদীয়ত্ব ভাব না থাকে, যিনি অতিশয় ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, লাভ এবং অলাভেতে যাঁহার কিছুমাত্র চিত্ত বিকার না হয় তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে। ইহাই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাদির লক্ষণ এখন রাজস শ্রদ্ধাদির লক্ষণ শুন,—

যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।

(ভঃ গীঃ।)

যক্ষ রাক্ষসগণের প্রতি যাহাদিগের অনুরাগ অর্থাৎ তাহাদিগের প্রকৃতির সহিত যাহাদের সহানুভূতি থাকে তাহাদিগের শ্রদ্ধাকে রাজসিক শ্রদ্ধা কহে। এখন রাজসপূজা শুন,—

অভি সন্ধ্যায় তু ফলং দম্ভার্থমপিচৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥

ইহকাল এবং পরকালে নানাবিধ সুসম্পদ কামনা করিয়া, কিম্বা নিজের ধার্ম্মিকতাদি প্রতিপাদনের নিমিত্ত, শাস্ত্র বিধি অনুসারে যে পূজাদি করে, তাহাকে রাজস পূজা বা রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।

পৃথক্ত্বেনতু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্ ॥

যে জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য দেখিতে পায়, যে জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা অবলোকন করে, কিন্তু দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য অনুভব হয়, সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে।

ইহাই সাত্ত্বিক ও রাজসিক শ্রদ্ধাদির লক্ষণ। উক্ত সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাদি সহকারে, আমার যে পূজা করে তাহাকে সাত্ত্বিক পূজা বলে, আর রাজসিক শ্রদ্ধাদির সহিত যে পূজা করে তাহা রাজসিক পূজা বলিয় জানিবে। তৎপর, ভুত প্রেতের প্রকৃতির সহিত যাহাদের প্রকৃতির সাদৃশ্য বা সহানুভুতি থাকে তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা জানিবে। ইহাও অর্জ্জুনকে বলিয়াছি "প্রেতান্ ভুতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ" (ভঃ, গীঃ) তামস শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি-

পরহিংসাদি কামনায় যে পূজা করে, তাহাই তামসী পূজা, ইহার বিবরণ পরে শুনিতে পাইবে। এই ত্রিবিধ পূজাই আমার গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীশশধর বিরচিতে ভবৌষধে ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মা! তোর সাত্ত্বিক পূজা করিলেই বা কি ফল হয়, আর রাজসিক ও তামসিক পূজা দ্বারা বা কিরূপ ফললাভ হয় তাহা আমি জানি না।

জগদম্বা। সাত্ত্বিকী পূজার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান বা অহেতুক ভক্তির বিকাশ হয়, তৎপর আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে। আর রাজসিক তামসিক পূজা, যদি অকৃত্রিম ভক্তি সহকারে যথাশাস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও, যথাযোগ্য উপহারাদির দ্বারা যথাবিধি সুনিষ্পন্ন হয়, তবে যাহা কামনা করিয়া ঐ পূজা করে, সেই ফলই প্রাপ্ত হইতে পারে। যেব্যক্তি ইহকালে ধন, জন, আরোগ্য ও পুত্র কলত্রাদির প্রার্থনা করে, সে তাহাই

পায়, প্রভুত্ব ও যশঃখ্যাতির কামনা করিলে তাহা ও প্রাপ্তহয়, এবং পরকালে যদি স্বর্গীয় সুখাদি কামনা করে তাহাও পাইতে পারে। সুরত রাজা ভোগৈশ্বর্য্যাদি কামনা করিয়া, তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমার পূজা করিয়াছিল, তাহার সেই কামনাই আমি পরিপূর্ণ করিলাম। সমাধি নামক বৈশ্য নিষ্কাম ভাবে আমার পূজা করিয়াছিল, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক এই ভবব্যাধি হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলাম। এই কথা লোকের অবগতির নিমিত্ত, আমার প্রিয় পুত্র শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয়, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ততো বব্রে নৃপো রাজ্য মবিভ্রংস্যন্যজন্মনি। অত্রৈচেব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ।" "সোপি বৈশ্য স্ততোজ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণ মানসঃ। মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গ-বিচ্যুতিকারকং।" "ইতি দত্ত্বা তয়োর্দ্দেবী যথাভিলষিতং বরং। বভূবান্তর্হিতা সদ্যোভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা।" "মায়াচিতাচ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি" ইত্যাদি ॥ (চণ্ডী)।

ভোলাদাস। মা! যে পূজা করিলে তোকে পায় সেই সাত্ত্বিক পূজাইতো সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তোকে পাইলে ভব-বন্ধন খুলিয়া যায়, তবে সেই পূজা রাখিয়া, তুই বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে রাজস পূজা করিতে বলিলি কেন? সকলেই সাত্ত্বিক পূজা করিলেই তো ভাল হয়।

জগদম্বা। ভোলাদাস! বাস্তবিক পক্ষে সাত্ত্বিক পূজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা সত্য, কিন্তু সকলের তাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয় না, হইতেও পারে না; কারণ সকলেরই ইহাতে অধিকার নাই, এবং সকলে তাহা করিতেও পারে না, এজন্য এক এক প্রকার লোকের নিমিত্ত আমি, এক এক প্রকার পূজা করা বিহিত করিয়াছি।

ভোলাদাস। মা! ইহাতো আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, চিনি কি কাহার অম্ল লাগে? না ঘৃতই কাহার কটু লাগে? চিনি সকলের পক্ষেই মিষ্ট, ঘৃত সকলেরই প্রিয় তাহাতে অধিকার অনধিকার চাইনা। মুক্তিও তেমনি সকলেরই প্রিয়, সকলেরই মিষ্ট, তাহাতে আবার অধিকারী অনধিকারী কি?

জগদম্বা। হঁ্যা ভোলাদাস, তাহাতেও অধিকারী অনধিকারী আছে; চিনি এবং ঘৃত কখনও অম্ল,কটু হয় না সত্য, কিন্তু প্রকৃতিভেদে কাহারও প্রিয়, কাহারও বা অপ্রিয় হইয়া থাকে। ঐ দেখ, দুগ্ধপায়ী শিশুটিও। চিনি গুড় বড় একটা ভাল বাসে না বরং অম্লরসকেই অধিকতর প্রিয় মনে করে, আবার ঐ দেখ, ধাঙ্গড় বাগ্দী ও ম্লেচ্ছাদিজাতি! উহারা গব্যঘৃত অপেক্ষা মাংসাদি দ্রব্যই অধিকতর প্রিয় মনে করে। এইরূপ, আমার সাত্ত্বিক এবং রাজসিকাদি পূজাও, লোকের

প্রকৃতি ভেদে প্রিয় ও অপ্রিয় হইয়া থাকে; কাহার বা সাত্ত্বিক পূজাই প্রিয় বলিয়া মনে হয়, কাহার রাজসিক পূজা প্রিয় হইয়া থাকে; আবার কেহ তামস পূজাই ভালবাসে; যে পূজা যে ভালবাসেনা সেই পূজায় সে, অনধিকারী হয়; সুতরাং সকলেই আমার সাত্ত্বিক পূজার অধিকারী হয় না, আবার রাজসিকাদি পূজার অধিকারীও সকলেই নহে। উপদেশ বা অনুরোধের দ্বারা ও অপ্রিয় বস্তুকে প্রিয়, বা অনধিকারীকে অধিকারী করিয়া তোলা যায় না। লোকের প্রকৃতি কখনও উপদেশ বা অনুরোধদ্বারা, বাধিত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তাই আমি পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি ও পৃথক্ পৃথক্ অধিকার অনুসারে সাত্ত্বিক ও রাজসিকাদি পূজার বিধি করিয়াছি। প্রকৃতি যে বিষয় অনুমোদন করে না, যাহাতে অধিকার নাই তাহা করিতে গেলে কিছুমাত্র ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, প্রত্যুত ঘোরতর অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি ও অধিকার ভেদে নানা প্রকার পূজাবিধি অনুমতি করিয়া, আমি, জীবের পরম উপকার সাধন করিয়াছি। ভোলাদাস! তুমি আমার প্রিয় পুত্র তুমি সমস্ত বিষয়ই বুঝিতে অধিকারী এবং প্রকৃত জিজ্ঞাসু, এজন্য তোমাকে এবিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বলা যাইতেছে;—

প্রথমে একটী প্রাসঙ্গিক কথা বুঝিয়া লও,—আমার পূজাতে যত প্রকার উপহারের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান; যাহার যে পরিমাণে ভক্তি, সেই পরিমাণেই তাহার পূজা হইয়া থাকে। ভক্তি না থাকিয়া যদি পর্ব্বতাকার নৈবেদ্যাদি উপহার সমর্পিত হয়, তাহাও আমি গ্রহণ করি না, কিন্তু ভক্তি করিয়া যদি কেবল মাত্র তণ্ডুল কণাদ্বারায় আমার অর্চ্চনা করে, তাহাও আমি অমৃত জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকি; ইহাই পূজার গূঢ় রহস্য। কিন্তু ভক্তি মুখের কথার দ্রব্য নহে, উহা আন্তরিক দ্রব্য। ভক্তির নামান্তর অনুরাগ, আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তি হওয়া আর ভক্তি হওয়া এতদুভয় একই কথা। এজন্যই আমার প্রিয়তনয় শাণ্ডিল্য, ভক্তির এই লক্ষণ লিখিয়া রাখিয়াছেন "অথাতো ভক্তি জিজ্ঞাসা" সাপরানুরক্তিরীশ্বরে।" (ভক্তি মীমাংসা)।

অনুরাগ কখনই অনুরোধের দ্রব্য নহে। অনুরোধ কিম্বা উপদেশের দ্বারা কোন বস্তুর উপরে কাহারও অনুরাগ জন্মান যায় না, উহা আপনাপন প্রকৃতির অনুবর্ত্তী. প্রাকৃতিক স্বভাব কখনও অনুরোধ উপরোধের আয়ত্ত হয়না। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ কর? অনুরাগ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, ১ম, দ্রব্যানুরাগ ২য়, ব্যক্ত্যানুরাগ। নানা প্রকার

ভোগ্য বিষয়ের উপর যে অনুরাগ হয় তাহা "দ্রব্যানুরাগ" নামে অভিহিত হয়, আর কোন ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ হয় তাহার নাম "ব্যক্ত্যনুরাগ"। উক্ত উভয় বিধ অনুরাগেরই মূল ভিত্তি সুখভোগ? যে বস্তুর উপভোগে, সুখ বোধ হয় সেই বস্তুর প্রতিই অনুরাগ জন্মে, আর যে ব্যক্তি হইতে সেই সুভোগ্য বস্তু লাভ করা যায়, কিম্বা সুখভোগের সহায়তা হয়, তাহার প্রতিও অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, ইহার অন্যথায় অনুরাগ জন্মিতে পারে না, এবং বিপরীতে বিপরীত ভাব হয় ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। সুখ দুঃখ কোন বস্তুর মধ্যে নিয়ত রূপে নিহিত নাই, উহা লোকের প্রবৃত্তির অনুগত বস্তু। বিভিন্ন প্রকৃতির পাঁচজন লোক হইলে এক বস্তুর দ্বারাই কাহারও প্রীতি কাহারও অপ্রীতি কাহারও বা বিদ্বেষ হইয়া থাকে।

আপন প্রকৃতি অনুসারে যে বস্তুর দ্বারা যাহার সুখ বোধ থাকে, সেই বস্তুর উপরেই তাহার অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, ইহাই অনুরাগের নিয়ম। অতএব যে পর্য্যন্ত অলন্ত দেহাভিমান থাকে, অর্থাৎ দেহ হইতে অতিরিক্ত ভাবে আত্মার অস্তিত্ব অনুভূত না, হয় যে পর্য্যন্ত তমোগুণেরও অত্যন্ত প্রবলতা —থাকে, সেই পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ মুক্তি কখনই অভিলষিত হইতে পারে না। কারণ মুক্তি অবস্থায় সমস্ত সুখ এবং

সমস্ত দুঃখের অভাব হইয়াথাকে এবং এখন যাহাকে সকলে "অহং আমি" বলিয়া বিশ্বাস বা অনুভব করে সেই "আমি" বা "আমিত্বের" বিনাশ হইয়া যায় সুতরাং এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে মুক্তির প্রতি তাহার বিদ্বেষ হইবারই সম্ভব। দেহাভিমান থাকা পর্য্যন্ত দৈহিক-সুখ এবং দৈহিক স্বচ্ছন্দতার উপরেই সকলের অনুরক্তি থাকে; তন্মধ্যে যাহারা ঘোর তামস প্রকৃতির লোক, তাহাদের নিজ ভোগ, নিজ সুখাদি অপেক্ষাও পরের অনিষ্ট, পরের অপকারাদি বিষয়ে অধিকতর অনুরাগ থাকে, অর্থাৎ নিজের সুখ বৃদ্ধিতে যে রূপ আনন্দানুভব করে, পরের শ্রীহানি প্রভৃতি নানা প্রকার অপকার হইলে তদপেক্ষা অধিকতর পরিতোষ লাভ করে। সুতরাং পরানিষ্ট বা পরাপকারই উহার প্রধানতমস্বার্থ। অতএব ঈদৃশ ক্রুর-হৃদয় ব্যক্তির নিকট, যদি মুক্তি, ভোগসুখ এবং পরানিষ্ট-সিদ্ধি এই তিনটি ফল লইয়া কেহ উপস্থিত হয়, তবে প্রথমতঃ সে পরানিষ্ট সিদ্ধিরই প্রার্থনা করিবে? তৎপর ভোগসুখের প্রার্থনা করিবে; কিন্তু সুখ দুঃখের অভাবা বস্থাস্বরূপ-মুক্তিকে সে একবারেই উপেক্ষা করিবে। আর যদি উক্ত তিনের মধ্যে একটি মাত্র ফল কেহ দিতে প্রস্তুত হয়, তবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরানিষ্টেরই প্রার্থনা করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

আবার যে ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা কিছু ভাল, সে পরা-নিষ্ট সাধন মাত্রে সুখী হইতে পারে না, তাহাতে অনু-রাগীও হয় না, তাহার আত্ম ভোগ-সুখ সাধনেই প্রযত্ন থাকে, তাহাতেই অনুরক্তি থাকে, তাহারই প্রার্থনা করে; কিন্তু সুখের ও দুঃখের অভাব স্বরূপ মুক্তিতে কখনই অনুরক্ত হয় না, তাহার প্রার্থনাও করে না। পরন্তু যাঁহার দেহাভিমান মাত্রেই নাই, তিনি কখনই দৈহিক ভোগ-সুখে অনুরক্ত হইতে পারেন না, তাহার প্রার্থনাও করেন না, তিনি সমস্ত ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মুক্তিরই প্রার্থনা করেন, তাহাতেই অনুরক্ত থাকেন, এইরূপই বিষয়ানুরাগের নিয়ম। এখন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অনুরাগ জন্মিবার নিয়ম শুন—

এ সংসারে যাহাদ্বারা যে পরিমাণে স্বার্থ সিদ্ধি হয় কিম্বা হওয়ার আশা থাকে, তাহার প্রতি সেই পরি-মাণেই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, ইহাই ব্যক্ত্যনুরাগের নিয়ম। ভার্য্যা এবং তনয়ের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-তর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, এ নিমিত্ত ইহাদের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরক্তি থাকে। ভ্রাতাদির দ্বারা তদপেক্ষা কিছু অল্পতর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, এজন্য অনুরাগও তাহাদের প্রতি পুত্রাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হইয়া থাকে। আবার যে পুত্র কলত্রাদির দ্বারা তাদৃশ স্বার্থ সিদ্ধি হয় না, তাহাদের প্রতি তাদৃশ অনুরাগও

হয় না। অন্যান্য বন্ধুজনের অনুরাগ বিষয়েও এইরূপই নিয়ম।

এই অনুরাগই স্থান বিশেষে, বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হয়। সাধারণ ভোগ্য বস্তুর প্রতি অনুরাগকে আবার "অনুরাগই" বলে, স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি অনুরাগকে প্রায়শঃ "প্রেম,, বলিয়া থাকে, পুত্র ভ্রাতাদির প্রতি অনুরাগকে "স্নেহ" বলে, বন্ধুজনের অনুরাগকে "সৌহৃদ্য" বলে এবং আমার প্রতি অনুরাগকে 'ভক্তি' বলে আর পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি অনুরাগকেও ভক্তিই বলে; কারণ পিতৃভক্ত তনয় পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকেও আমারই রূপান্তর বলিয়া বিশ্বাস করে। শাস্ত্রেও তাহা আছে,—

"আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যামূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বোমূর্ত্তিরাত্মনঃ॥" (মনু)

অতএব অনুরাগ আর ভক্তি যখন এক পদার্থ হইল তখন অনুরাগের নিয়ম, আর ভক্তির নিয়ম, একই কথা; সুতরাং আমার প্রতি ভক্তিও পূর্ব্বনিয়মানুসারেই হইবে। আমার দ্বারা যাহার যে পরিমাণে কার্য্য সিদ্ধির বিশ্বাস বা আশা থাকে, সে সেই পরিমাণেই আমার প্রতি ভক্তিমান্ বা অনুরাগী হয়; স্বার্থ সিদ্ধির অভাব বোধ থাকিলে অণুমাত্র ভক্তি হওয়ার আশা নাই। কিন্তু স্বার্থ, প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সুতরাং স্বার্থমূলক ভক্তিও লোকের প্রকৃতি ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন আকারেই হয় অর্থাৎ পরানিষ্টই যাহার মুখ্যতম স্বার্থ, তাহার পরানিষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তই অধিকতর ভক্তি হইয়া থাকে এবং নিজের ভোগসুখ যাহার মুখ্য স্বার্থ তাহার ভোগ সুখের নিমিত্তই অধিকতর ভক্তি হইবে, আর মুক্তি যাহার মুখ্যতম স্বার্থ তাহার মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর ভক্তি হইবে। সুতরাং পরানিষ্ট প্রিয় ক্রূরমনা ব্যক্তি ঐ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে যেরূপ একাগ্র ভাবে ডাকিবে, মুক্তি বা আত্মসুখের নিমিত্ত তত একাগ্র হইয়া ডাকিতে পারিবে না, এবং উহার যদি বিশ্বাস থাকে যে, আমাকে অর্চ্চনা করিলেই আমি উহার ঐ দুরভিসন্ধি সাধন করিয়া দিব, কিম্বা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তবেই আমার প্রতি অধিকতর অনুরক্তি হইবে, আমার ভববন্ধন মোচনের ক্ষমতা দ্বারা, উহার কিছুমাত্র অনুরাগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কারণ মুক্তির মধুরতা সে কখনও আস্বাদন করে নাই এবং তাহা স্বার্থ বলিয়াও পরিগণিত করে না। ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্তও উহার ততটা অনুরাগ হওয়া সম্ভবে না। আবার যে লোক ভোগ সুখ প্রিয় সে ভোগ সুখের কামনায় যেরূপ একাগ্র মনা হইয়া আমাকে উপাসনা করিবে, মুক্তির নিমিত্ত সেরূপ অনুরাগের সহিত ডাকিবে না, মুক্তিকে সে ভোগসুখ

অপেক্ষা গুরুতর বস্তু বলিয়া বুঝে না। পরন্তু যিনি বিষয়-সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া মুক্তিকেই শ্রেষ্ঠতম স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনিই মুক্তি লাভের নিমিত্ত একাগ্র হৃদয় হইয়া আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। তবে যে ইদানীং অপর সাধারণ সকলের মুখেই "মুক্তি" "ভব-যাতনা" "নিস্তার" "উদ্ধার" ইত্যাদি কথা শুনিতে পাও, সে কিছুই না, তাহা বালক ও উন্মত্তাদির বাক্যের ন্যায় অর্থশূন্য বাক্য! পাগলে যত কিছু বলিয়া থাকে তাহার একটা কথাও অর্থ স্থির করিয়া বলে না; নবজাত শিশুও পিতা মাতার নিকট শিখিয়া দুএকটি কথা বলিতে থাকে, কিন্তু সে নিজে তাহার অর্থ বুঝে না; তদ্রূপ সকলেই "মুক্তি" "ভব যাতনা" প্রভৃতি কথা উচ্চারণ মাত্র করে কিন্তু তাহার অর্থ বুঝে না। তুমি পরীক্ষা করিলেও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পাইবে। যাহারা সর্ব্বদা "মুক্তি" "ভবযাতনা" "উদ্ধার" এই সকল কথা বলিয়া কত গান, স্তবস্তোত্রাদি করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও যে, 'মুক্তি' 'ভব' 'ভবযাতনা' 'উদ্ধার' এই সকল গুলির প্রকৃত অর্থ কি? তাহা হইলে দেখিবে নিশ্চয়ই তাহারা কোন উত্তর দিতে পারিবে না। আর যখন দেখিবে যে 'ভবযাতনা' 'মুক্তি' ও 'উদ্ধার' উদ্ধার বলিয়া বড় উচ্চৈঃস্বরে' বক্তৃতা করিতেছে এবং গান করিতেছে, তখন নিকটে গিয়া কাণে কাণে তাহার

সংসারের একটি অমঙ্গল সংবাদ কিম্বা অপমান সূচক কোন কথা বলিও, তবেই দেখিতে পাইবে সে মুক্তি চায় না, আমাকেও চায় না, কিন্তু সংসার চায়। যে মহাত্মা মুক্তি আমাকে কামনা করেন, তাঁহাকে সাংসারিক বা পারিবারিক বা দৈহিক তাপ উত্তাপে সংস্পর্শও করিতে পারে না, তিনি তাহা গ্রাহ্যও করেন না; আর যে ব্যক্তি সাংসারিক, পারিবারিক, ও দৈহিক মানসিক অনুপপত্তি বা দুঃখ ভোগাদি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়, সে কখনই মুক্তি কামনা করে না, মুক্তিকে গ্রাহ্যও করে না, সে সংসার কামী, সংসার গামী, ইহাই উভয়ের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা স্থল জানিবে!

ভোলাদাস! ভাবিয়া দেখ, এই পৃথিবীতে অনেকেই আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে, এবং যাহারা আমার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাহারা আমার ক্ষমতাকেও বিশ্বাস করে। আমি যে ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল দানে সমর্থ তাহা জানে, তথাপি সকল সময় তো সকলে আমাকে ডাকে না, অনুরাগও সকল সময়ে থাকে না, কিন্তু যখন ব্যাধি, মোকদ্দমা, অথবা দারিদ্র্য বা পুত্র কলত্রাদিঘটিত কোন প্রকার বিপদে নিপতিত হয়, তখনই ঐ সকল স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে ডাকিতে থাকে, তখন বিলক্ষণ অনুরাগও পরিলক্ষিত হয়। আবার তাহার শান্তি হইয়া গেলে

আর কিছুই থাকে না। অতএব স্বার্থসাধনই অনুরাগ উৎপত্তির মুখ্যতম কারণ।

এখন ভাবিয়া দেখ! আমি যদি কেবল সাত্ত্বিক পূজার বিধান মাত্র করিতাম; সাত্ত্বিক কেন? রাজস পূজা পর্য্যন্তও যদি বিহিত থাকিত, আর কেবল মাত্র মুক্তি এবং স্বর্গাদি ফলের বিষয় বলা হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রকার তামস প্রকৃতির নরাধম—যে দুরাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা পরানিষ্ট, বা পরস্ত্রী হানি-কেই গুরুতর স্বার্থ বলিয়া মনে করে, সেকি আমার প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগী হইত? কখনই না; সুতরাং তাদৃশ নরপশুর জন্য আমি, তামস ফল-দায়ক তামস পূজারই বিধি করিয়াছি, কারণ উহার প্রকৃতি অনুসারে, ঐ তামস ফললাভের নিমিত্তই আমার প্রতি অনুরাগী বা ভক্তি সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যাহারা ভোগ সুখাদির অভিলাষী তাহাদের নিমিত্ত রাজসী পূজা এবং যাহারা মুক্তি প্রভৃতির অভিলাষ করে, তাহাদের নিমিত্ত সাত্ত্বিকী পূজার বিধি করিয়াছি অতএব এই সনাতন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিলে লোক ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইয়া যায়।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মা! তোর নিকট কোন স্বার্থ কামনা না করিয়াও, তোর এই বিশ্বসংসারের রচনাবলীর প্রত্যেক পরমাণুতে যে, তোর স্নেহ, দয়া; অনুগ্রহের চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কি তোর প্রতি কাহারও অনুরাগ বা ভক্তি হইতে পারে না? যদি তাহা না পারে তবে সংসারে পিতা মাতার প্রতিও তো কাহারও অনুরাগ বা ভক্তি হইতে পারে না? স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি যেমন স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অনুরাগ হইয়া থাকে, পিতা মাতার পক্ষেতো তাহা নিতান্ত অসম্ভব! কারণ স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারা যাবজ্জীবনই স্বার্থ সাধন হয়, কিন্তু পিতা মাতা যাহা কিছু করেন তাহা পুত্রের জন্ম সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্তই শেষ, সন্তান সন্ততি লব্ধ বয়স্ক হইলে আর পিতা মাতা বড় কিছু বরেন না, তবে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি হয় কেন? আমি মনে করি, পিতা মাতার পূর্ব্বকৃত সেই অতুল স্নেহ, দয়া, অনুগ্রহের কার্য্যগুলি স্মরণ করিয়াই পিতা মাতার নিকট আপনা হইতেই ভক্তির উদয় হয়, আপনা হইতেই হৃদয় নোয়াইয়ে

জাইসে, অতএব তোর প্রতিও সেই ভাবেই অনুরক্তি না হইবে কেন?

জগদম্বা।—(সস্মিত মুখে) বৎস! সেই অনুরাগেরও মূলকারণ স্বার্থ কামনা। স্বার্থ বাসনা বা স্বার্থ বোধ যাহার না থাকে, তাহার কখনই পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ বা ভক্তি হইতে পারে না তবে কেবল ভবিষ্যত আর অতীত এই মাত্রই তারতম্য বা ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রী পুত্ত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হয়, আর অতীত এবং (কখনও) বর্ত্তমান স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ হয়। পিতা মাতা যাহা কিছু করিয়া থাকেন, সমস্তই সন্তানের স্বার্থ এবং তাদৃশ বিশ্বাসও আছে, এ নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাহা স্বার্থ বলিয়া যদি সন্তানের প্রতীতি না থাকে, তবে আর পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসাও করে না। একটু চিন্তা করিলেই ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাইতে পার। মনে কর। কোন এক পুত্রবান্ ব্যক্তি পুত্ত্রকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত সমস্ত সম্পত্তি অন্যকে দান করিয়া ফেলিল, পুত্ত্রের নিমিত্ত এক পয়সাও রাখিল না, এরূপ স্থলে কি পিতার উপর কাহারও অনুরক্তি বা ভক্তি থাকে?

কোন পিতা মাতা যদি অতি শৈশবাবস্থায় কোন পুত্রকে দান কিম্বা অন্যের নিকট বিক্রয় করেন, তবে সেই পিতা মাতার প্রতি তাহার অনুরাগ থাকে কি? অথবা কোন পিতা মাতা যদি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ এবং ভক্তি বিবেকাদি গুণ সম্পন্ন হয়েন, আর সন্তানটি অতিশয় পাপাক্রান্ত এবং কুপ্রবৃত্তিশালী হয় তবে অবশ্যই সেই পিতা মাতার দ্বারা তাদৃশ পুত্রের মনোবৃত্তির অনুকূল কোন কার্য্যই হয় না, প্রত্যুত বিপরীত হইয়া থাকে, আবার পিতা পুত্রের একপ্রকার রুচি বা প্রকৃতি হইলে উভয়ের দ্বারাই উভয়ের আনুকূল্য হয়, এই উভয়ের মধ্যে সমপ্রকৃতিক পিতার প্রতিই অধিকতর অনুরাগ, এবং অসমপ্রকৃতির পিতার প্রতি অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর অনুরাগ জন্মিবে। সুতরাং পিতা মাতার প্রতি অনুরাগের ও মূল কারণ স্বার্থসিদ্ধি। আমার প্রতি অনুরাগও সেই রূপ স্বার্থসিদ্ধি মূলক, আমি সর্ব্বদাই সকলকে সমস্ত স্বার্থ সাধনের দ্বারা উপকার করিতেছি বলিয়াই, আমার প্রতি অনুরাগ হইতে পারে, এই জন্যই পূর্ব্বোপকার স্মরণ জনিত অনুরাগেরও নানাবিধ শ্রেণীভেদ আছে। যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন তাহারা রাজস ও তামস বিষয়ের উপকার মনে করিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হয় না, অর্থাৎ আমা

হইতে যে এইরূপ লাবণ্যাদিযুক্ত দেহটি ধারণ করিয়াছে, এবং যথাযুক্ত সমস্ত ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার নিমিত্ত আমার প্রতি অনুরাগী হয় না, কারণ তাঁহার ঐ রাজস, তামস বিষয়ে কিছুমাত্র কামনা নাই, সুতরাং সর্ব্বগুণসম্পন্ন শরীর গ্রহণ কিম্বা বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তির দ্বারা উপকার বা স্বার্থ সিদ্ধি বলিয়া বিশ্বাস নাই, কিন্তু আমা হইতে যে, বুদ্ধি, বিবেক ও ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিকগুণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এই নিমিত্তই সে আমার প্রতি অনুরাগী হয়, কারণ সাত্ত্বিক ব্যক্তি ঐ সকল সাত্ত্বিকী শক্তিই ভাল বাসে এবং তদ্দ্বারাই উপকার ও স্বার্থসিদ্ধি মনে করিয়া থাকে। যাহারা রাজস প্রকৃতির লোক তাহারা আমার নিকট হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং যথাযোগ্য সমস্ত ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়াছে বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত হয়; কারণ তাহারা সর্ব্বদাই ঐ সকল রাজস বিষয় কামনা করিয়া থাকে; সুতরাং তদ্দ্বারাই উপকার, এবং স্বার্থসিদ্ধি মনে করে। এইরূপ, যে তামস প্রকৃতির লোক সে তামস বিষয় লাভ করিয়াই আমার প্রতি অনুরাগী হয়। আর যাহার কোন বিষয়েই কোনরূপ অনুরাগ এবং তৃষ্ণা নাই, যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনি কোনরূপ উপকার প্রাপ্তির নিমিত্ত

আমার প্রতি অনুরাগী হয়েন না। অতএব পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আমার প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে তাহাও কামনা মূলক। সুতরাং এই অতীত স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত অনুরাগ হওয়া আর ভবিষ্যত কামনা আমাতে সিদ্ধির নিমিত্ত অনুরাগ হওয়া এতদুভয়ই সর্ব্বতো ভাবে তুল্য। এখন বুঝিতে পারিবে যে, স্বার্থসিদ্ধি ব্যতীত আমার প্রতি কাহারও অনুরাগ বা ভক্তি হইতে পারে না ?

ভোলাদাস।— হঁ্যা মা, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু মা ! পরানিষ্ট, পরশ্রীহানি প্রভৃতি তামসফল কামনায়, ঘোরতর তামসভাবের সহিত, তোর প্রতি যে অনুরাগ জন্মে সে অনুরাগের দ্বারা কি আত্মোন্নতিকারক কোন ফল সাধিত হয় ? মা ! আমি ত বিবেচনা করি, ঐরূপ অনুরাগ বা ভক্তি না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। যদিও কোন দুরাত্মার অসৎফল সাধনই অভিলষিত হয়, তবে তাহার মধ্যে মা, তোকে আনিয়া দোষী করার প্রয়োজন কি ? তাহাতো অন্য উপায়ের দ্বারাও সাধন করা যায় ? আবার আর এক কথা, মাগো ! ঐরূপ বিগর্হিত ফলকামনায় তোর উপাসনা করিলে, সত্যই কি তুই সেই ফল দিস্ ?

জগদম্বা। বৎস ! এ বিষয় বিশদ রূপে বুঝাইতে

হইলে, অধিক বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক তাহা এখন হইবে না, স্থানান্তরে জানিতে পাইবে; অতএব এখন সঙ্ক্ষেপে কিছু কিছু বলিয়া দিই;— প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে মনুষ্যের ভাল মন্দ যত প্রকার কামনা হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক কামনার সঙ্গেই আমার ভক্তিবিমিশ্রিত করিলে বিশেষ ফল সাধিত হইয়া থাকে, এবং না করিলে অতি গুরুতর অনিষ্টে নিপতিত হয়, এজন্য ঐরূপ কুৎসিত ভাবে ভক্তি করাও কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ইহা বিশেষ রূপে বলিতেছি শুন,—

এজগতে, সত্ত্ব রজঃ এবং তমো গুণের অবান্তর ভেদে নয় প্রকার প্রকৃতির মনুষ্য আছে; তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত তাহার নয়টি নাম করিয়া বলিতেছি, ১ম;—"তমোহন্ধ" এবং "সর্প"; ২য়;—"তমঃ-কাণ" এবং "জম্বুক;" ৩য়;—"তমশ্ছন্ন" এবং "দৈত্য;" ৪র্থ—"রজোহন্ধ" এবং "অসুরতর" ৫ম;—"রজঃকাণ" এবং "অসুর;" ৬ষ্ঠ;—"রজশ্ছন্ন" এবং "ভূত;" ৭ম;— "সাত্ত্বিক" এবং "মনুষ্য;" ৮ম,—"সাত্ত্বিকতর" এবং "আত্মবান্,” ৯ম;—"সাত্ত্বিকতম" এবং 'গৃহস্থ' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

এই নয় প্রকার প্রকৃতির মনুষ্যের কামনাও ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার। যাহারা ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন অর্থাৎ "সর্প" নামক মনুষ্য, তাহাদের পরশ্রীহানি এবং পরানিষ্টই সর্ব্বদা মুখ্য রূপে কামনা হইয়া থাকে। যাহারা "জম্বুক নামক মনুষ্য তাহারা লৌকিক স্বার্থ অন্তরালে করিয়া পরবঞ্চনাকেই মুখ্যতম কাম্য বস্তু স্থির করিয়া, সেইরূপ কার্য্য করে; উহারা নানা প্রকার মতলব সিদ্ধি মানসে, সমাজের নিকট নিজের ধার্ম্মিকতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত বাহিরে বাহিরে ধর্ম্ম্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং অন্তরে-অন্তরে নানাবিধ কুচিন্তাও করে। যাহারা দৈত্য, তাহারা আপন অপেক্ষা অন্যকে খর্ব্ব করাই মুখ্যতম স্বার্থ বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্যই আমার উপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, উহারা অন্যকে ধিক্কৃত করার নিমিত্ত অধিকতর ব্যয়াদি করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। যাহারা অসুরতর মনুষ্য তাহারা বৈষয়িক সুখকেই মুখ্যরূপে কামনা করে এবং সেই জন্যই কায়মনোবাক্যের সহিত যথাবিধি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। যাহারা অসুর মনুষ্য তাহারা বৈষয়িক সুখভোগ অপেক্ষা, যশোলাভকে গুরুতর ফল মনে করে, তজ্জন্যই অকৃত্রিম চিত্তে যথাবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। যে ব্যক্তি ভূত মনুষ্য সে আত্মার শক্তির উন্নতি দ্বারা আপনার

মহিমা বিস্তার করাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ফল মনে করিয়া অকপট অন্তঃকরণের সহিত, যথাবিহিত উপাসনাদি ধর্ম্মের অনুশীলন করে। যিনি "মনুষ্য" তিনি চিত্তের মলিনতা বা সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া চিত্ত বিশুদ্ধিকেই মুখ্যতম ফল মনে করেন। আর তদপেক্ষাও উন্নতমনা ব্যক্তি, অর্থাৎ যিনি আত্মবান্ তিনি আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ থাকাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ফল বলিয়া কামনা করেন। তৎপর যিনি গৃহস্থ তিনি অন্যান্য সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতা বোধেই সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের অনুশীলন করেন ; এই গেল নয় প্রকার কামনার বিষয়। অতঃপর, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম মানব তিনি, সমস্ত কামনা পরিশূন্য, ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রকার সুখ ভোগে তাঁহার কিছুমাত্র কামনা থাকে না। অতএব কোনরূপ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি, ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না ; জীবগণ যেমন স্বভাবতঃই আপনার প্রতি অনুরাগবান্ হয়,—যাহা চন্দ্র আর তদীয় প্রভার ন্যায় সর্ব্বদাই অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে; নিষ্কাম ব্যক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন অনুরাগবান্ হইয়া আমা আরাধনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি তাঁহার নিজ আত্মা এবং আমার কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পায়েন না, তখন তাঁহার আত্মা এবং আমি এই উভয়ের একত্ব

হইয়া যায়। ভোলাদাস! এই অবস্থাকে, ভক্তেরা "অহেতুকী ভক্তি" এবং জ্ঞানি-গণ "তত্ত্বজ্ঞানাবস্থা" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার পরে আর কোন অবস্থা নাই, ইহাই মুক্তির অবস্থা। এইরূপ নববিধ প্রকৃতি ভেদে নববিধ মনুষ্যের নববিধ কামনা হইয়া থাকে।

উক্ত নয় প্রকার কামনার মধ্যেই যদি আমার পূজা, আমার উপাসনা এবং আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ বা ভক্তির সংস্রব থাকে, অর্থাৎ ঐ সকল কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত, অতিশয় অনুরক্ত হইয়া, যদি আমার উপাসনা ও পূজাদি করে, তবে অতি নীচাশয় লোক হইলেও সে ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত উচ্চতম অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে। অতএব আমার প্রতি তামস বা রাজস অনুরাগও নিষ্ফল হইতে পারে না। ইহাই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছিলাম—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্য বহিতোহিসঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহিনমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥

(ভঃ গীঃ)

"হে অর্জ্জুন! অতি দুরাত্মা লোকও যদি অনন্য চেতা হইয়া আমার উপাসনা করিতে থাকে, তবে সে সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কারণ তখন সে সম্যক্

জ্ঞানবান্ হয়। প্রকৃতরূপে আমার উপাসনা করিতে পারিলে শীঘ্রই দুরাত্মতা নিবৃত্তি হইয়া ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং ক্রমেই শান্তিলাভ করিয়া থাকে। কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না॥" এখন ইহার প্রণালীও বলা যাইতেছে, তাহা হইলেই সবিশেষ মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। ভোলাদাস! তুমি সহজেই ইহা বুঝিতে পার যে, যে নরসর্প পরশ্রীহানি আর পরানিষ্ঠকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর স্বার্থ বলিয়া মনে করে, সে ক্রমে ক্রমে ঐ সর্পপ্রবৃত্তির পরিপুষ্টি দ্বারা উচ্ছন্ন হওয়া পথেই যাইতেছে,—তাহার সর্পভাব ক্রমেই গাঢ়ভাব ধারণ করিতেছে; কিন্তু এখন যদি ঐ সকল তামস ফল কামনা করিয়া একান্ত অনুরাগের সহিত আমার উপাসনা করিতে থাকে, তাহাতে আপাততঃ কুপ্রবৃত্তিরই প্রশ্রয় হইল বলিয়া বোধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহা না হইয়া ক্রমে উন্নতি পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। কারণ আমার উপাসনার অনুরোধে উহাকে, এইরূপ কতকগুলি নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়,—যাহাতে অগত্যাই তামসভাব সংযত হইয়া ক্রমে সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ হইতে থাকে।

ভাবিয়া দেখ! সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক, যে

কোন প্রকার ফল কামনা করিয়া, আমার যে কোন প্রকার উপাসনা করুক না কেন, তাহাতেই, সত্যবাদী, সংযতেন্দ্রিয়, সংযতচেতা, নিষ্ঠাবান্ এবং সদাচারবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ আমার কোন প্রকার উপাসনাতেই অধিকারী হইতে পারে না। অতএব ঘোরতর নরসর্পও যখন পরানিষ্টাদি কামনায় আমার উপাসনা করিবে, তখন নিজের গুরুতর স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে অগত্যাই ঐ সকল কষ্টকর নিয়মের প্রতিপালন করিবে; সুতরাং অনিচ্ছা ক্রমেও উহার চিত্ত সংযম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা অভ্যস্ত হইতে থাকিবে, এবং মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি অনেকানেক কুকার্য্য হইতেও নিবৃত্ত হইতে হইবে; অতএব অলক্ষিত ভাবেও উহার সাত্ত্বিকী-শক্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, অগত্যা তমঃশক্তির ও হ্রাস হইতে থাকিল। তৎপর, যে সদাচারাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্দ্বারাও সাত্ত্বিক বলের বৃদ্ধি এবং তমোবলের হ্রাস হইতে থাকিবে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার উপাসনার সংস্রব না থাকে তবে, ঈদৃশ নরাধম, প্রাণান্তেও ঐ সকল নিয়মের অনুশীলনে স্বীকার করে না।

দ্বিতীয়তঃ—আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তি থাকা, সকল প্রকার উপাসনারই মুখ্যতম উপকরণ, একান্ত

ভক্তি বা অনুরাগ না থাকিলে সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস, ইহার কোন প্রকার ফল কামনা করিয়া, সাত্ত্বিকাদি কোন প্রকার উপাসনাই হইতে পারে না। কিন্তু আমার ভক্তি বা অনুরাগের এমত অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে, উহা পাষাণকেও দ্রব করিতে পারে, লৌহকেও সুবর্ণ করিতে পারে, পাপীর মলময় হৃদয়কে ভাগীরথীর ন্যায় সুপবিত্র করিয়া তুলিতে পারে, চৌরকে সাধু-ঋষি করিতে পারে! অতএব নরসর্প প্রভৃতি যে কোন মলিন চেতা লোক আমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া প্রথমে যে ফল কামনা করিয়াই আমার উপাসনা করুক না কেন, পরিণামে আর তাদৃশ কুপ্রবৃত্তিও থাকে না, সে সকল কামনাও থাকে না, সকলেরই পরিণামে কেবল আমার প্রতি অনুরাগ মাত্রই বিদ্যমান থাকে। ভোলাদাস! লোকে যে সাধারণ মনুষ্যাদির প্রতি কত উপকার প্রাপ্ত হইয়া, কিম্বা প্রাপ্তির আশায় প্রথমে অনুরক্ত হয়, তাহাও পরিণামে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সমস্ত কামনা সমস্ত অভিসন্ধি, এবং সমস্ত উপকারাদি বিস্মৃত হইয়া অনুরাগ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে! অতএব আমার অনুরাগের পরিণামে যে সমস্তকামনা বিদূরিত হইয়া, অনুরাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তুমি অবশ্যই ইহা অবগত আছ যে, উদারময়াদির শান্তি কামনায় অনেকেই বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন সহকারে অতি বিস্বাদু ও বিরক্তি জনক অহিফেণাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু অহিফেণাদির স্বভাবানুসারে, ক্রমে ঐ সকল দ্রব্যের উপর অনুরক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে, অবশেষে যখন অতি প্রবলতর হইয়া দাঁড়ায়, তখন উদরাময়ের শান্তিটা গৌণতম ফল হইয়া, অহিফেণের অনুরাগই মুখ্য হইয়া উঠে, তখন উদরাময়ের কথা বার্ত্তা ভুলিয়া, আফিং সেবা না করিয়াই থাকিতে পারে না। আবার দেখ! অনেকে নানা প্রকার সুখসম্ভোগাদি কামনায় স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়, স্ত্রীও সেইভাবে স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হয়; এবং তদনুসারেই পরস্পরে পরস্পরের পরিচর্য্যাদি করে; কিন্তু পরিণামে সকলেরই সেই সকল কামনা গৌণতম হইয়া অনুরাগই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই অকৃত্রিম অনুরাগ বশতঃই তখন পরস্পরে পরিচর্য্যাদি করে। মনে কর, যদি কোন স্ত্রীর বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর আর স্বামীর বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হয়, তখন অবশ্যই স্বামীরও অর্থার্জ্জনাদি ক্ষমতা কিছু মাত্র থাকে না, এবং স্ত্রীরও গৃহকার্য্যাদির ক্ষমতা রহিত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি অন্যোন্যের অনুরক্তির কিছুমাত্র লাঘব দেখা

যায়? না, বরং তাহা তখন বৃদ্ধিই দৃষ্ট হইয়া থাকে, বাস্তবিক তখন কেবল সর্ব্ব কামনা শূন্য নির্ম্মল অনুরাগ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে। সেই জন্যই দম্পতির পরস্পরে পরিচর্য্যাদি করে। কিন্তু প্রথমে নানা প্রকার সুখ কামনা হইতেই ঐ অনুরাগ সঞ্চিত হইয়া ছিল। আবার যাঁহারা পতিব্রতা-পতিপ্রাণা এবং প্রকৃত পক্ষেই পতির অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা সহধর্ম্মিণী তাঁহাদের ও প্রথমে নানা প্রকার কামনা হইতেই সেই দাম্পত্য অনুরাগ জন্মে, কিন্তু পরিণামে সেই সমস্ত স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া ঐ অনুরক্তি এতই স্ফীততা ধারণ করে যে, দম্পতির উভয় দেহ এবং উভয় আত্মাকে একত্বে পরিণত করিয়া ফেলে, —পতিপ্রাণা, পত্নী, পতিদেহ এবং পতির আত্মাকে আপন দেহ-আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন না, তাদৃশ স্বামীও, স্ত্রীদেহ এবং স্ত্রীর আত্মাকে আপনার দেহ-আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত মনে করেন না। তখন তাঁহাদের আপনাপন, দেহ আত্মার উপরেও যেরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে, স্বামী বা পত্নীর দেহ-আত্মার প্রতিও ঠিক সেইরূপ অনুরাগই হয়; এমন কি অনেক স্থলে এমন ঘটনা ও ঘটে যে, স্বামীর কোন অসুখ হইলে সহধর্ম্মিণীরও সেইরূপ শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে এবং স্বামীর মৃত্যু

হইলে পতিব্রতার প্রাণত্যাগও হয়। ইহার কারণ এই যে, উহাদের উভয়েরই সেই কামনা মূলক অনুরাগের পরিপুষ্টি হইয়া অবশেষে কামনার ভাব বিদূরিত হইয়াছে এবং সেই প্রবলতর অনুরাগই উহাদের উভয় আত্মা ও উভয় মনকে এককরিয়া ফেলিয়াছে। এইতো গেল সাধারণ অনুরাগের ফল, কিন্তু আমার প্রতি অনুরাগ বা ভক্তি, অহিফেণও স্ত্রী পুত্র, স্বামী প্রভৃতির অনুরাগাপেক্ষা লক্ষগুণে মধুর ও লক্ষগুণে প্রিয় সুতরাং তাহার রসাস্বাদ হইলে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত কামনা বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত সম্ভব, অথবা অবশ্যম্ভাবী। লোকে প্রথমে, কুই হউক, আর সুই হউক, নানা প্রকার বিষয়ের কামনা করিয়া আমার প্রতি অনুরাগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমেই তাহার পরিপুষ্টি হয়, এবং ক্রমেই উহাদের আত্মার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে, এবং যেমন ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি, তেমন আমার প্রকৃত স্বরূপও উহার নিকটে এক-একটু প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হয়। হিমালয়ের উপত্যকাবাসি-লোকের পক্ষে, বর্ষাকালের চন্দ্রমা অত্যন্ত সমাচ্ছন্নভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা যতই অধিত্যকা এবং শিখর প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই মেঘ মালার আবরণ কাটিয়া গিয়া চন্দ্রমার প্রকৃতপ্রভা প্রকাশ

পাইতে থাকিবে, পরে যখন সমস্ত মেঘ রাশিকে নিম্নস্থ করিয়া চন্দ্রের আপেক্ষিক নিকটবর্ত্তী-শিখর-প্রদেশে আরোহণ করিবে, তখন চন্দ্রের সমস্ত প্রভাই পরিলক্ষিত হইবে। সেইরূপ আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি দ্বারা, জীব যতই আমার নিকটপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই তমঃ আর রজোগুণের আবরণ নিম্নস্থ হইয়া আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহাদের চক্ষে প্রতিফলিত হইবে। প্রকৃত স্বরূপ যতই এক একটু করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে, ততই উহার পূর্ব্বদৃষ্ট সেই মলিনাকৃতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া পূর্ব্বেকার সেই মলিনকামনাও ক্রমে বিদূরিত হইয়া উচ্চ উচ্চ কামনায় পরিণত হইতে থাকিবে। অবশেষে যখন অনুরক্তি সম্পূর্ণ হইবে, তখন আমার সহিত উহার আত্মার অভিন্নভাব প্রকাশ পাইবে, আমার প্রকৃত স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পারিবে, তখন সমস্ত কামনা বিদূরিত হইয়া জীব; অহেতুক-ভক্তিমান্ বা তত্ত্বজ্ঞানী হইবে, তখনই জীব কৃতার্থ হইল। ইহার প্রণালীও বলা যাইতেছে ;—

যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা নরাধম, সে প্রথমে পরানিষ্ট ও পরশ্রীহানি কামনায়; আমাকেও ঐ সকল কুফলের বিধানকর্ত্রী, ঘোরতরক্রূরা ও অত্যন্ত তমঃস্বভাবা মনে করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মেরপালন পূর্ব্বক

একান্ত অনুরাগের সহিত আমার পূজোপাসনাদি করিতে থাকে, তখন ঐ অনুরাগের দ্বারা আমার সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা হইলে, উহার হৃদয়ে আমার প্রকৃতস্বরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ প্রকাশিত হয়, তখন আর আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ততদূর ক্রূররূপা ও তমঃ স্বভাবা রূপে দেখিতে পায় না, সুতরাং তখন আমার নিকট পূর্ব্বের মত অতিশয় ক্রূর কামনা করিতে একটু কুণ্ঠিত হয়। বিশেষতঃ, আমার ভক্তিরস এবং স্বরূপানুভাবের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া, তাদৃশ ঘৃণিত ফলের উপর একটু অরুচিও হইয়া থাকে, এবং আমার আকৃতির সেই আপেক্ষিক উন্নত ভাব উহার হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইতে হইতে, নিজের তমোগুণও ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৎপর, আমার উপাসনার সঙ্গে যে সকল অলঙ্ঘনীয় সৎ-নিয়মের প্রতিপালন করিতে হয় তদ্দ্বারাও উহার তমোগুণ ক্ষয়ের সাহায্য হইতে থাকে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা একটু উন্নতি হইল। তখন প্রথম কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বিতীয় কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে। আবার পূর্ব্বোক্ত মতে আর একটু উন্নত হইয়া, পরে তৃতীয় কামনা করিয়া আমার উপাসনা করিতে থাকে। ৩য় কামনা করিয়া, উপাসনা করিতে করিতে যখন আমার সহিত

আরও ঘনিষ্ঠতা হয়, তখন আর তাদৃশ ক্রূররূপা ও তমঃস্বভাবা বলিয়া আমাকে দেখিতেপায়না, অনুরাগের মাত্রাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সুতরাং তখনও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে, উহার হৃদয়ের তমোগুণের প্রভাব এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়, অগত্যা তামসিক কামনাও তৎসঙ্গেই তিরোহিত হয়। তখন উপাসক তমোভাব ছাড়িয়া রজোভাবে উপস্থিত হইল। তখন উহার হৃদয় চতুর্থ কামনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং আমাকেও নানা প্রকার ভোগবিধাত্রী-রজোগুণ স্বভাবা রূপে সন্দর্শন করিয়া আপন অভীষ্ট ফল কামনায়, তীব্রতর অনুরাগের সহকারে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। তৎপর, পূর্ব্বোক্ত রূপেই আরও উন্নত হয়। এইরূপে, ক্রমে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম, কামনায় উন্নীত হইয়া, পরে আমার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়, তখন অহেতুক ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ দ্বারা জীব কৃতকার্য্য হয়। অতএব ঘৃণিত ফল কামনায়ই হউক কিম্বা শ্রেষ্ঠ ফল কামনায় হউক অথবা যে কোন প্রকারেই হউক, একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমার উপাসনা করিলে তাহার কিছুই ব্যর্থ হইতে পারে না, প্রত্যুত ক্রমোন্নতি দ্বারা অবশেষে আমাকেও প্রাপ্ত হইতে পারে। ধ্রুব এবং শ্রুতদেব প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ধ্রুব রাজ্যভোগাদি

কামনায় আমার (বিষ্ণু রূপের) উপাসনা করিয়া অবশেষে মুক্তি লাভ করেন। শ্রুতদেব দুগ্ধকামনায় আমার (শিবাকৃতির) উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন। সমাধি নামক বৈশ্য প্রথমে সম্পদকামনায় আমার উপাসনা করিয়া অবশেষে জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক মুক্ত হইয়াছিলেন; ব্রজাঙ্গনাগণ কামোপভোগের নিমিত্ত আমার (কৃষ্ণাকৃতির) প্রতি অনুরক্ত হইয়া অবশেষে সেই সমস্ত বিস্মৃত হইল, তখন কেবল ঐকান্তিক অনুরাগ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং তাহারা মুক্তি লাভ করিল। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"তামস স্তামসীং পূজাং রাজসীং রজসা ধিকঃ।
সাত্ত্বিকীং সত্ত্ব সম্বৃদ্ধঃ কুর্য্যাদাত্ম বিশুদ্ধয়ে॥
যথা কামারাবনতঃ ক্রমাৎ কামাপ সর্পণম্।
শ্যামিকাবিল ধাতুনাং বিশুদ্ধি র্ভস্ম নৈবহি॥"

"যে তাপস প্রকৃতির লোক সে তাপস পূজা করিবে, এবং রাজস প্রকৃতির লোকে রাজস পূজা করিবে, আর সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক হইলে সাত্ত্বিকী পূজা করিবে। এইরূপ করিলে ক্রমে আত্মার শুদ্ধি হইয়া থাকে। "সু" ই হউক আর "কু" ই হউক যাহা মনে ভাল বোধ হয় তাহাই কামনা করিয়া জগদম্বার আরাধনা করিতে করিতে ক্রমে কু হইতে সুকামনা হইয়া, অবশেষে সমস্ত কামনা বিদূরিত হইয়া

যায়। এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, তামস বা রাজস প্রকৃতির ব্যক্তি কখনই সাত্ত্বিক বা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, করিতে গেলেও তদ্দ্বারা কিছু মাত্র ফল হইতে পারে না, মরীচা দ্বারা কোন ধাতু দ্রব্য মলিন হইলে, ভস্ম দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল পবিত্র গঙ্গাজলের দ্বারা ধৌত করিলে সে মলিনতা যায় না"। এই জন্যই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলাম,—

"যে যথা মাম্প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈবভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ "॥

যে ব্যক্তি, তপ, যজ্ঞ, দানপুজাদি যে কোনরূপ উপায়ের দ্বারা আমাকে যেভাবে প্রপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাকে প্রসন্ন হই; ধনঞ্জয়, তাহারা সকলেই আমার প্রাপ্তির পথ অনুসরণ করিতেছে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া অবশেষে আমাকেই পাইবে"। এই জন্যই শ্রীমান্ মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন,—

"অবিদ্যা সত্যমেবৈতৎ কামং নৈতন্মৃষাবচঃ!
কিন্তু বিদ্যা পরিপ্রাপ্তৌ হেতুঃ কর্ম্মন সংশয়ঃ॥
অবিদ্যা প্যুপকারায় বিষবজ্জায়তে নৃণাম্।
অনুষ্ঠিতাহ্য পায়েন বন্ধায়ান্যায়তোহিংসা॥"

"কামনা পূর্ব্বক উপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা অবিদ্যার কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপ কর্ম্মা-

নুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে কামনা বিদূরিত হইয়া নিষ্কাম ভাব উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া অবশেষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব অবিদ্যা মূলক কর্ম্মও রোগী ব্যক্তির বিষ প্রয়োগের ন্যায় উপকার হয়, সান্নিপাতিক বিকারে বিষপ্রয়োগ করিলে যেমন মৃত্যু না হইয়া, বিকার কাটিয়া গিয়া আরোগ্য লাভ হয়, অবিদ্যা রোগে প্রপীড়িত ব্যক্তিরও সেইরূপ অবিদ্যা মূলক কর্ম্মানুষ্ঠান স্বরূপ বিষপ্রয়োগের দ্বারা মৃত্যু (অধোগতি) না হইয়া অবিদ্যা বিকার কাটিয়া গিয়া আরোগ্য (অবিদ্যা হইতে বিমুক্তি) লাভ হয়। কিন্তু সেই কর্ম্ম যথানিয়মে অনুষ্ঠান করা চাই নচেৎ তদ্দ্বারা উপকার না হইয়া মৃত্যুরই (বন্ধনের) আশঙ্কা আছে।” অতএব ভাল মন্দ সকল প্রকার ফল কামনা করিয়াই আমার উপাসনা করিতে করিতে, জীব ক্রমে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে; সুতরাং উহা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

ভোলাদাস।—মাগো! অসুরগণ চিরদিনই তোর উপাসনা করিল, সুরথ রাজাও তোর উপাসনা করিয়াছিল, তাহাদের চিত্ত শুদ্ধি করিলিনা কেন? কুকামনার নিবৃত্তিই বা না হইল কেন? আবারও তুই শ্রুতিতেই বলিয়াছিস্,—কামান্ যঃ কাময়তে মন্যুষ্যঃ সকর্ম্মভির্জ্জায়তে তত্রতত্র। পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ" আবার কৃষ্ণাবতারে বলিয়াছিস্;—"ন জাতু কামঃ কামনা মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মে'ব ভুয়এবাভিবর্দ্ধতে" (ভঃ গী)" ইহা দ্বারা জানিয়াছিলাম যে, "যে ব্যক্তি কামনা করে সে তদনুসারে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে, ভোগ করিতে করিতে কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না, জ্বলন্ত বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিলে যেমন তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বিষয় ভোগ দ্বারাও ভোগ বাসনা বা কামনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে," তবে কুকামনা করিয়া তোর উপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি বা নিষ্কাম হইবে কিরূপে?

জগদম্বা।—বৎস! ঐ সকল শ্লোকের অর্থে তোমারভুল আছে, উহা ওরূপ নহে। উহার প্রকৃত

অর্থ শ্রবণ কর; তবেই দেখিবে আমার কথায় বিরোধ বা অসঙ্গতির লেশমাত্র নাই। যেযে বিষয়-কামনার মধ্যে আমার অনুরাগ বিমিশ্রিত না থাকে সেই সকল বিষয় কামনাই ভোগের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহাই "ন জাতু কামঃ" এই শ্লোকের অর্থ। আর যাহারা উপাসনার চরমসীমা পর্য্যন্ত উন্নীত হইতে পারে নাই—যতদিন যেরূপ তীব্র অনুরাগসহ উপাসনা করিলে উন্নীত হইতে পারে, সেইরূপ অনুরাগের সহিত ততদিন অতীত হয় নাই, তাহারাই অভিলষিত বিষয় ভোগের নিমিত্ত নানা যোনি পরিভ্রমণ করে; ইহাই 'কামান্ যঃ কাময়তে' এই শ্লোকের অর্থ, কিন্তু সেই কর্ম্মদ্বারা যে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও হয় ইহা ঐ শ্লোকের অর্থ নহে। তৎপর, অসুরগণের মধ্যে যাহারা আমার উপাসনা করিয়াছে তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করে নাই সত্য, কিন্তু যে অসুর যে অবস্থায় থাকিয়া, আমার উপাসনা আরম্ভ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর উন্নীত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; এমন কোন অসুরই নাই, যে আমার উপাসনা করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। তবে যাদৃশ অনুরাগ সহকারে যতকাল পর্য্যন্ত আমার উপাসনা করিলে নিষ্কাম ভাব লাভ হইতে পারে, তাদৃশ অনুরাগ সহ তত কাল পর্য্যন্ত

উপাসনা করিতে পারে নাই, এই জন্য চরম উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু জন্মান্তরে শীঘ্রই হইতে পারিবে 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে'। কিন্তু, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ও শ্রুতদেব প্রভৃতি অতিশয় তীব্রতর যত্ন ও অনুরাগ সহকারে আমার আরাধনা করিয়াছিল এনিমিত্ত শীঘ্র-শীঘ্রই উন্নীত হইয়াছিল। অতএব আমার কথার কখনই অনৈক্য হইতে পারে না।

ভোলাদাস। মা! রমণীদাস আড্ডী, অবলাচরণ চক্রবর্ত্তী, এবং কামিনীপ্রসাদ কুণ্ড প্রভৃতি কত লোকোতো চিরদিনই তোর পূজা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু উহাদের ক্রমোন্নতি দূরস্থাং, বরং ক্রমে ক্রমে আরও নরপশুর অবস্থায় পরিণত হইতেছে, এমন কি, সাধুগণ উহাদের নামোচ্চারণ করিলেও আত্মাকে কলুষিত মনে করিয়া, তোর নাম স্মরণের দ্বারা সেই পাপের শান্তি করিয়া থাকেন, তবে আর পূজার ফল কি হইল?

জগদম্বা।—ভোলাদাস! তোমার ভ্রান্তি হইয়াছে তুমি আমার কথা শুনিতে শুনিতে ঐ সকল পাপ পুরুষ-নরাধমগণকে মনে করিয়াছিলে, তাই তোমার চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমার উপদেশের নির্ম্মল ভাব গ্রহণ করিতে পার নাই। প্রকৃত পক্ষে,

রমণীদাস আড্ডী প্রভৃতি যে পূজা করে উহা কোন পূজার মধ্যে পরিগণিত হয় না, উহা একটা পাশব ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, উহাতে ভক্তি শ্রদ্ধার লেশ মাত্র নাই, মন্ত্র তন্ত্র বা উপযুক্ত উপকরণও নাই, কোন প্রকার আচার নিষ্ঠাও নাই, সুতরাং উহা কিছুই না,—উহা না রাজস পূজা, না তামস পূজা।

পূর্ব্বে, পরানিষ্ট ও পরশ্রীহানি প্রভৃতি যত প্রকার কামনায় যত প্রকার পূজা-উপাসনাদির কথা বলিয়াছি, তৎসমস্তের মধ্যেই, আমার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং সত্য বাদিতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, বাক্যসংযম, মনঃসংযম, ও আহারসংযমাদি অনেকগুলি নিয়মের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, এবং উপযুক্ত পুরোহিত, উপযুক্ত প্রতিমা, যথা বিহিত উপকরণ, বিশুদ্ধ মন্ত্র তন্ত্র, ও বিশুদ্ধ পূজা প্রণালীর আবশ্যক হয়; ইহা না হইলে, কোন প্রকার উপাসনাই নিষ্পন্ন হয় না, তামসাদি সমস্ত উপাসনাতেই এই সকল উপকরণের সমভাবে আবশ্যক হইয়া থাকে। ভক্তি প্রভৃতি উপকরণের দ্বারা, তামসাদি পূজার কিছু মাত্র পার্থক্য নাই, কিন্তু কেবল উপাসকের স্বভাবমূলক কামনা দ্বারাই তামস, রাজসাদি উপাসনার ভিন্নতা হইয়া থাকে, যে উপাসনায় পরানিষ্ট প্রভৃতি তামস কামনা থাকে, তাহা তামস উপাসনা, যাহাতে বিষয় ভোগাদি

রাজসিক কামনা থাকে তাহা রাজসিক উপাসনা, আর যাহাতে চিত্ত শুদ্ধি প্রভৃতি সাত্ত্বিক কামনা থাকে, তাহা সাত্ত্বিক উপাসনা, এতদ্ব্যতীত ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য উপকরণগুলি সকল প্রকার উপাসনাতেই সমান কেবল নিবেদনীয় দ্রব্যের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু রমণীদাস প্রভৃতির পূজায়, উক্ত কোন উপকরণই নাই; অতএব উহা কোন প্রকার পূজার মধ্যেই গণ্য নহে। আমি পূর্ব্বে যে উহাকে তামস পূজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই উপাসনা বিভাগের তামস উপাসনা লক্ষ্য করিয়া নহে, কিন্তু তমোগুণের চরম সীমাবস্থার খেলনা পূজালক্ষ্য করিয়া। ফলপক্ষে, উপাসনা বিভাগের তামস উপাসনায় তমোগুণের বিশেষ সংস্রব থাকিলেও তমোগুণের চরমা বস্থা হয় না, তাহাতে রজোগুণাদির ও কিছু কিছু সংস্রব আছে; তমোগুণের কেবল প্রবলতা মাত্র, এনিমিত্ত সে পূজাও আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, এবং তদ্দ্বারা ও ক্রমোন্নতি ফল সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু তমোগুণের চরমা-বস্থায় যে খেলনা পূজাদি করে, যেমন রমণীদাস প্রভৃতির পূজা, তাহাতে অন্যান্য গুণের কিছু মাত্র সংশ্লেষ নাই, তাহা কেবলই তমোগুণ মূলক ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, তাহা আমি গ্রহণ করিতে

পারি না; সুতরাং উহাদ্বারা উপযুক্ত ফল লাভ করিতে না পাইয়া ক্রমেই অধঃপতিত হয়। উহারা সর্ব্বস্বরূপিণী-আমার, কামপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সকল আকৃতির আরাধনা করে,—যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই সকল রূপেই আমি আবির্ভূতা হইয়া উহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে থাকি, অতএব ভোলা-দাস! তুমি বলিও, উহারা যেন আমার ঐরূপ পূজা কদাচ না করে।

ভোলাদাস।—মাগো! আর একটি কথা তো বলিলি না? ঘৃণিত ফল কামনায় তোর উপাসনা করিলে সত্য সত্যই তুই সেই সকল কুফল দিস্ কিনা তাহা জানিতে পারিলাম না? অনেকে বলে "বাস্তবিক ঐ সকল ফল হয় না, কিন্তু জগদম্বার আরাধনা বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হওয়ার নিমিত্ত ঐরূপ ফলশ্রুতি আছে" মা, ইহাই কি সত্য? আবার আর এক কথা—মা, তোর যে নানা প্রকার ভাব ও অবস্থার কথা বলিলি তাহার ও কোন মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই।

জগদম্বা।—একান্ত কামনা করিয়া আমার প্রকৃত উপাসনা করিলে ঘৃণিত বা উৎকৃষ্ট সকল প্রকার ফলই আমি দিয়া থাকি, ইহাই সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ রহস্য আছে তাহা অন্যত্র জানিতে পাইবে। দ্বিতীয়

প্রশ্নের উত্তরও সেই সময়েই বিশেষ রূপে শুনিও, এখন সঙ্ক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি, ইহা স্মরণ রাখিবে,—ভোলাদাস! আমার প্রত্যেক আকৃতির মধ্যেই তমঃ, রজঃ, আর সত্ত্ব এই ত্রিগুণের ভাব ও অবস্থা নিহিত আছে, আবার সর্ব্বগুণাতীত অবস্থাও উহাতেই নিহিত। ভক্তগণ আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে তাহার এক একটি ভাব দর্শন করিয়া থাকে এবং সেই সেই ভাবেরই উপাসনা করে, আমার যে ভাব বা যে অবস্থা যাহার প্রকৃতির অনুমোদিত নহে সে তাহা দেখিতেও পায় না তাহার উপাসনা করিতে ও পারে না।

জগদম্বার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই অন্য লোক জন আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের সমীক্ষ্যে জগদম্বা আর কোন কথাই বলিলেন না, সুতরাং প্রথম দিনের কথোপকথন এই খানেই সমাপ্ত হইল। ভোলা দাস ও মায়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, লম্বমান-জটাকলাপ-পরিবেষ্টিত মস্তক ও ভস্ম ধূসরিত দেহটি দণ্ডবৎ ভুমিসাৎ করিয়া "মাকে" প্রণাম করিয়া উঠিলেন, এবং জ্ঞানানন্দের সহিত একত্রিত হইয়া পরমানন্দে আনন্দময়ীর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পরে জ্ঞানানন্দের সহিত মায়ের সম্বন্ধে নানা রূপ ইষ্টালাপ করিয়া, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভক্তি বিহ্বল হৃদয়ে

নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং মুখ মস্তক ও করপদাদির নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী করিয়া অটল ভক্তি মাখা দর্পের সহিত, উচ্চৈঃস্বরে এই গানটি গাইতে গাইতে অন্যত্র চলিলেন,—

(রাম প্রসাদী সুর)

মা,র ছেলে মায়ের কোলে থাকি,
(আমি) বাজে লোকের ভয় কি রাখি।
মা আমার রাজরাজেশ্বরী, সবাই ধারে মায়ের বাকী।
মায়ের ত্রিভুবন হুকুমে চলে,
যম ব্যাটা তাকে ডরায় নাকি ?।।
ভালমন্দ মা'ই জানে, ভোলা তাহার ধার ধারে কি ?
ছেলের "বুদ্ধি" হ'লে (মা) ছেড়ে দিবে,
খেলা ধূলা সকল ফাঁকি ।।" *

এইরূপ আরও কত দর্প, কত আবদারীর গান, নৃত্য এবং স্তবস্তোত্রাদি করিতে করিতে এ বাড়ী ও বাড়ী মায়ের দর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্তমীর রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল, ভোলাদাস সেই নির্জ্জন আশ্রমে গিয়া একটু নিদ্রিত হইয়াই

* ভোলাদাসের ন্যায় জ্ঞান হইলে কেহই পাপপুণ্যের দায়ী হয় না। নচেৎ সকলে দায়ী।

পুনর্জ্জাগরিত হইলেন, রাত্রি প্রভাত হইল, অষ্টমী পূজার উদ্যোগ হইতে লাগিল, ভোলাদাস প্রাতঃকৃত্য; প্রাতঃ স্নানাদি সমাপন করিলেন।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
নবমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রাণপুর গ্রামে বহুতর পূজা হইয়া থাকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও কম নয়; প্রায় দু পাঁচ বাড়ী বাদেই প্রতি বাড়ীতে দুর্গোৎসব আছে। সকল স্থানেই, নানাবিধ উৎসব আনন্দের সহিত জগদম্বার পূজা হইতেছে। সকলেই আনন্দে মত্ত হইয়া আহার, নিদ্রা, ও গৃহকার্য্যের চিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, দিবারাত্র এবাড়ী হইতে ওবাড়ী, ওবাড়ী হইতে সেবাড়ী, জগদম্বার দর্শন করিয়া বেড়াইতেছে। আজ্ সমস্ত ভারতভূমি আনন্দে মাতিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে। কিন্তু আজ্ এই ভোলাদাসের হৃদয়ের ভাব কে বলিতে পারে। যিনি ভোলাদাসের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, অথবা যিনি ভোলাদাসের ন্যায় মা-সর্ব্বস্ব, মা-সম্বল, মায়ের আব্দেরে

ছেলে তিনিই বলিতে পারেন আমরা পারি না। তবে বাহিরে দেখিতে পাই, ভোলাদাস যেন আরও কিছু বেশীমত পাগল হইয়াছেন, ভোলাদাস কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও গান করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখন বা আপনি আপনিই কত কিছু আবদারি কথা বার্ত্তা বলেন। ভোলার আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই অনবরতই এবাড়ী হইতে সে বাড়ী সেবাড়ী হইতে ওবাড়ী জগদম্বার দর্শন করিয়া ঘুরিতেছেন। কখন বা অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নূতন নূতন বিল্বপত্র আনিয়া, কখন বা সুদূর হইতে জবা পুষ্পাদি আহরণ করিয়া, কখন বা গম্ভীর জলপূর্ণ বিল্ ঝিল্ হইতে শ্বেত রক্তাদি পদ্মপুষ্পের আহরণ করিয়া, আপন ইচ্ছানুরূপ মাকে সাজাইতেছেন; কখন বা সুদূরবর্ত্তী পবিত্র নদীর জল আনিয়া মায়ের পাদপদ্মে সেচন করিতেছেন, কখন বা কাহার নিকট হইতে ভিক্ষা শিক্ষা দ্বারা কিছু খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। এবারে একগাছী সুদীর্ঘ জবা পুষ্পের মালা ও কতক গুলিন অন্যান্য পুষ্প বিল্বদল লইয়া জ্ঞানানন্দের বাড়ী যাইতেছেন; এবং নানারূপ ভাবভঙ্গীর সহিত নৃত্য করিতে করিতে এই গানটি ধরিলেন,—

(রাম প্রসাদী সুর)

"আয় দেখি ভাই! সাজাই গিয়ে।
যদি মনের মত দেখবি মায়ে॥
জবা ফুল আর বিল্বদলে, যে শোভা পায় মায়ের পায়ে।
তাহা মন জানে আর আমি জানি,
আর জানে রামপ্রসাদ ভেয়ে॥
একে মা হেম বরণা,　　হেমে জড়িত ভূষণ গায়ে
তাতে জবা ফুলে সাজাইলে, তুলনা যায় লজ্জা পেয়ে॥
অৰ্দ্ধ চন্দ্রে চমকিত,　　কুটিল কুন্তল চয়ে।
মায়ের অর্ঘ্য দিলে কি শোভা পায়,
সুধাও দেওয়ান মহাশয়ে" ॥

অনন্তর, জ্ঞানানন্দের বাড়ী গিয়া, উপস্থিত হই-লেন। এদিকে মহাষ্টমী পূজা সমাপন হইয়াছে, সকলে এদিক-ওদিকে গিয়াছে, মণ্ডপ আজও কাল-কার মত জনশূন্য। ভোলাদাস সময় পাইয়া পুনর্ব্বার গান, ধরিলেন।

(রাম প্রসাদী সুর)

"আর কি ভোলা তোর ভুলে ভোলে
এবার লম্ফ দিয়ে উঠব কোলে।
ধুলোমাখা দেখে যদি,　　ফেলিস আমায় পায়ে ঠেলে।
তবে বাবার কাছে বলে দিব,
ভোলা তোর আবদারের ছেলে॥

বাবা যদি নাই শুনে, তোর মোহিনী, মায়ায় ভুলে।
তবে মাথা খুঁড়ে মরবো,
নাহয় ডুবুবো গিয়ে গঙ্গাজলে ॥
কোলে হৈতে ফেলে দিলি ধূলোর মধ্যে সেই সকালে,
আবার এখনে তোর ঘৃণা হলো,
কোলে নিতে মলিন বলে !"

জগদম্বা। (সস্নেহে) বাবা! তোমার কোন চিন্তা নাই; আমার কার্ত্তিক গণেশও যেমন, তুমিও তেমন; তুমি এখন খেলা ধূলা কর, কিন্তু আমায় যেন কদাচ ভুলো না, আমি সন্ধ্যা বেলায় তোমার সকল ধূলা ধোয়াইয়া কোলে করিয়া ঘুম পাড়াব। তোমার ভয় কি, আমার ছেলের কি কোন অসুখ আছে, না বিপদ আছে ?

ভোলাদাস। "মা! একটু ভাল করে দাঁড়া, একবার মনের মত সাজাইয়া তোকে দেখিব।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে মায়ের নিকট গিয়া, জবা পুষ্পের সুদীর্ঘ মালা গাছটী সাতনহরী করিয়া মায়ের গলায় দিলেন এবং কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে কুটিল কুন্তলে সংলগ্ন করিয়া দুটি শতদল জবা পুষ্প দিলেন, কর্ণের কুণ্ডল স্থানে দুটি রক্ত করবী নিবেশিত করিলেন, মস্তকের উপরিভাগে একটি ত্রিপত্র বিল্বপত্র দিয়া তদুপরি একটি শতদল রক্তপদ্ম এবং তাহার উপর অক্ষত সংযুক্ত

দূর্ব্বাগুচ্ছ সংস্থাপিত করিলেন ও তাহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া, এক গাছা বকুল ফুলের মালা দিলেন, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে রক্তচন্দনের দ্বারা একটি বর্ত্তুল তিলক পরাইলেন, 'গলদেশস্থিত জবামালার উপরে এবং কর্ণদ্বয়ের নিম্নভাগে পাটল বর্ণ দুটি সহস্রদল পদ্ম দিয়া কর্ণ এবং স্কন্ধের মধ্যভাগে সংবৃত করিলেন, মায়ের দশকর কমলে দশটি সহস্র দল কমল সমর্পিত করিলেন, শাঁখার সম্মুখে দ্বিগুণিত বনমালা পরাইলেন, যুঁতি মালার দ্বারা দশবাহু সাজাইলেন এবং মায়ের পদকমল দুটি শতশত বিল্বপত্র যবা এবং পদ্ম দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন। এইরূপ আরও বকুল, মালতী, যুতি, কুন্দ, বন্দুক, বেলী, শেফালিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মনোমত সাজাইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং মনে মনে যেন কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে, সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"এখন যদি তোরা একবার দেখ্‌তিস!"

জগদম্বা। ভোলাদাস! ওকি বলিলে?

ভোলাদাস। মা! বাবা বলেছেন্ তুই সবই জানিস্ তবে আবার জিজ্ঞাসা করিস কেন?

জগদম্বা। তাহা দেবদেবই জানেন, কিন্তু আমি তোমার মুখেই শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভোলাদাস। তা' শুনবি শোন্; আমি বলিলাম কি, যে, তাহারা যদি এখন একবার আসিয়া তোকে দেখিত' তবেকি আর ঐরূপ করিতে পারিত?

জগদম্বা। (সস্নেহে ও আভিমুখ্যের সহিত) বৎস! এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কাহার সাধ্য যে আমার সন্তানের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবে! ভোলাদাস! তোমায় কে কি করিয়াছে, বল দেখি?

ভোলাদাস। না মা, আমায়, কেহ কিছু করে নাই। তবে কিনা, এই গ্রামে, জে, সি, এইচ "বোনার" নামে এক জন লোক আছে, তাহার বাগানে অসঙ্খ্য জবা ফুল দেখিয়া, তোর জন্যে আনিতে গিয়াছিলাম, এবং পরমানন্দে অনেকগুলি ফুল তুলিলাম। এমন সময়, সেই "বোনার্" দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আমায় বলিল, "কোন্ হ্যায়, হুঁয়া কোন ফুল্ তোড়্‌তা হ্যায়?" আমি বলিলাম "আমি ভোলাদাস, মায়ের জন্য কএকটি ফুল নিতে আসিয়াছি।" তখন "বোনার্জী" অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কিঃ, এই ফুল দিয়া পুতুল পূজা! তুমি জান, আমরা পুতুল মুতুল মানি না, পৌত্ত-লিকতার প্রশ্রয়ও দিই না? নহিলে কি, এ বাগানে আজকার দিনে এত ফুল থাকে? তুমি অতি অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছ, আর কদাচ তুলিও না, যাহা তুলিয়াছ তাহা দিয়া যাও, তোড়া করিয়া সাহেব বাড়ী দেওয়া

যাইবে, অবশিষ্টগুলি এই টেবিলে সাজান থাকিবে, তুমি অন্যত্র গিয়া পাগলামি কর।" তখন আমি বলিলাম,—বোনারজি! ওকথা বলিস্ না; মা আমারও মা, তোদেরও মা, মা পুতুল নয়। বোনার্জী! তুই কি পাগল হয়েছিস্! পুতুল কি কেহ কখনও মানে, না পূজা করে? মা যে আমার সঙ্গে কত কথা বলে, কত গান শুনে, আমার দিকে তাকাইয়া থাকে, আমায় কত ভাল বাসে, তাই মাকে মনের সাধে ফুল দিয়া সাজাইয়া থাকি, কৈ পুতুলতো আমি কোন বাড়ীতেই দেখিতে পাইলাম না? আমি কি কখন পুতুল সাজাই?" তখন সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার মা, ও তোমার মত উন্মত্তেরই মা, ও আমাদের মা নহে, আমাদের মাকে বা বাবাকে আমরা চন্দ্র সূর্য্য কুসুম ও ভক্তিবারি দ্বারা পূজা করিয়া থাকি।" তখন আমি বলিলাম, "না বোনারজী! আমার মাই তোদেরও মা, মা বলিয়াছে, যে, এ সংসারে সকলেই তার ছেলে, এইজন্য জগতে সকলেই তাহাকে "জগদম্বা" বলে। আর তোরা যে 'ভক্তি-ভক্তি, পূজা-পূজা, বলিস্ তাহাও আমি বুঝিনা, মায়ের আবার ভক্তি পূজা কি? আমি, মায়ের সংসারে থাকিয়া, মায়েরই কার্য্য করি। মাকে জবা ফুল বিল্বদলে সাজাইয়া দেখিতে বড় ভাল বাসি, তাই আমি যেখানে যা পাই, মাকে আনিয়া দিই, ইহাতে

আবার পূজা ভক্তি কি? যদি ইচ্ছা হয় তবে তোরাও আয়, জবাফুল বিল্বদল লইয়া আয়, মায়ের পা হইতে সর্ব্বশরীর জবাফুলে সাজাইয়া দেখিবি, এমন রূপ আর কখন দেখিস্ নাই!" কিন্তু, বোনার্জ্জী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, ওসব পাগলামি অন্যত্র কর্‌গে, এখানকার ফুল দিয়া কখনও পুতুল পূজা হইবে না. এই বলিয়া আমার হাতের ফুলগুলি স্পর্শ করিয়া ফেলিল, মাগো! উহারা এক রূপ ফিরিঙ্গী বিশেষ; সুতরাং উহারা স্পর্শ করিলে তদ্দ্বারা তোকে সাজান হয় না, তাই আমি তৎক্ষণাৎ ফুলগুলি পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিলাম। তাই তাহাদিগকে বলিলাম, "এখন যদি তোরা একবার আসিয়া, মাকে দেখিতিস্।"

জগদম্বা। (স্মিত মুখে) কেন বাবা, দেখিলে কি হইত?

ভোলাদাস। দেখিলে আমার মনে যেরূপ হইতেছে তাহাদের মনেও এইরূপই হইত; তাহা হইলে, আর কখনও ঐ প্রকার আচরণ করিবে না।

জগদম্বা। (স্মিতমুখে) তোমার মনে কি হইতেছে?

ভোলাদাস। (কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া) মাগো! তোর এই কনকময়ী তনুখানি নানাবিধ অলঙ্কার, বস্ত্র এবং দূর্ব্বাক্ষত বিল্বপত্র রক্তচন্দন ও পুষ্পাদির দ্বারা বিশেষতঃ জবা ফুলে দ্বারা মন ভরিয়া সাজাইতে

পারিলে হৃদয়ের মধ্যে যে ভাব হয়, তাহা যদি বলা যাইত, তবে সেই বোনারজীর দল যখন তোর ফুল আনিতে নিষেধ করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকেই বলিয়া বুঝাইতাম, কিন্তু মা! তাহা হয় না, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে পারি না, তাহা আমার হৃদয়েই জানে আর যদি কেহ আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তবে সে দেখিতে পারে, কিম্বা আমার হৃদয় আমার নয়ন লইয়া যদি কেহ তোকে দেখে তবে সে বুঝিতে পারে,—আর যাহারা তোর আমার মত মা-সম্বল ছেলে, তাহারাও বুঝিতে পারে, কিন্তু মা! তোর নাকি, মা বাবা, সমস্তই ফাঁকী, তাই তুই ইহা বুঝিতে পারিবি না। যদি আমার মত তোরও, এসংসারে মা ভিন্ন আর কেহই "আমার" বলিতে না থাকিত, কেবল মাই রক্ষক, মাই ভক্ষক, মাই পালক, এবং মাই গতি হইত, তবে তুই 'মা' কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিতিস্; মায়ের জন্যে মন কেমন করে তাহাও জানিতিস্, এবং সেই মাকে মনের সাধে সাজাইলে, কিরূপ দেখায়—কিরূপ মনে হয় তাহাও বুঝিতে পারিতিস্। কিন্তু, ভোলাদাসের তো সেরূপ নয়, তুই তো আমার ফাঁকীর মা নহিস্, কিম্বা কাব্য কবিত্বের মাও নহিস্, তুই আমার সত্য সত্য জ্বলন্ত জাগ্রৎ মা। তাহাতে আবার, এই ত্রিসং

সারে কেবল তুই ভিন্ন আমার "আমার" বলিতে আর কেহই নাই; মাগো! তুই ভিন্ন, আমাকে "আমার" বলে কোলে নীতে কেহই নাই। মা! তুই যেরূপ দাদা মহাশয়ের মেয়ে, তাহাতে তুই আমায় কিরূপ ভাবিস্ তা জানি না, কিন্তু আমি কেবল তোকেই ভরসা করিয়া থাকি। মা গো! আমি তোকে যখন না দেখিতে পাই তখন চারিদিকে অকূল সমুদ্র দেখি। মা! একমাত্র তুই কেবল ভোলাপাগলার মতি, ভোলাপাগলার গতি, তাই তোকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। ভালবাসি বলিয়াই এই সকল ফুল পাতা দিয়া তোকে মনের মত সাজাইয়া থাকি, এবং যেখানে ভাল ভাল খাদ্যবস্তু পাই তাই আনিয়া তোকে দিয়া থাকি। অতএব আমার মনে কি হয় তাহা তুই কিরূপে জানিতে পারবি? তোর যে মা নাই! মাগো! আমি তো তোর পেটের ছেলেই বটে, কিন্তু তোর যে লাল টুকটুকে পা দুখানি! উহা জবা ফুলে সাজাইয়া, ঐ মহিষের মনও উহাতে বিলীন হইয়া যায়। তাই বলিয়াছিলাম যে, এই সময় যদি বোনার্জির দল আসিয়া তোকে একবার দেখিত, তবে কি আর ঐরূপ কার্য্য করিত?"

এই বলিতে বলিতে, অশ্রু জলের ধারা ভোলাদাসের গণ্ডস্থল ভাসিয়া বক্ষঃ প্রদেশ পর্য্যন্ত আপ্লুত হইয়া

গেল, অশ্রুপূর্ণ সজল নয়ন স্থির হইয়া গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কিছুকাল এই ভাবে গিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, মা, তাই বলিয়াছিলাম যে, এখন যদি বানর্জির দল একবার তোকে দেখিত তবে কি এরূপ করিত?

কার্ত্তিক।—দাদা মহাশয়! আপনি অন্যমনা ছিলেন কি?

ভোলাদাস।—না ভাই! অন্যমনস্ক তো হই নাই, কেন, কি হইয়াছে?

কার্ত্তিক।—আপনার কথায়, যেন প্রকাশ হইল যে, দুরাত্মা মহিষাসুর মায়ের ছেলে নয়। কিন্তু বাস্তবিক ত মায়ের ছেলেই বটে? তবে ও নাকি নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত ও অশান্ত, তাই মা উহাকে শিক্ষা দিতেছেন, মা তো ক্রোধ করিয়া উহাকে মারিতেছেন না?

ভোলাদাস। ভাই! আমি সে ভাবে বলিনাই; সকলেই মায়ের ছেলে,—আমাদের ভাই, তাহা আমি অবগত আছি; তবে কিনা, যে পুত্র কখনই মাকে চিনিতে পারেনাই, মা আছে বলিয়াও জানেনা, প্রত্যুত, মাঁকেই অন্যভাবে বুঝিয়া বিদ্বেষ করিয়া থাকে, তাহারা আমাদের দৃষ্টিতে, মায়ের সন্তান বলিয়া পরিগণিত হয় না; তবে মা মনে মনে কি ভাবে, তাহা মাই জানে। এই দেখ,

এই দুর্ব্বৃত্ত মহিষাসুর মাকে চিনিতে পারেনাই; মাকে সাধারণ স্ত্রীলোক মনে করিয়া ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছে। আবার ঐ দেখ, ঐ বোনারুজ্জির দল। উহারাও মাকে না চিনিয়া না দেখিয়া, পুতুলজ্ঞানে ঘৃণা করিয়া থাকে; সুতরাং উহারা মায়ের সন্তান হইলেও মায়ের শত্রু বলিয়া গণ্য। ভাই! উহারা আর এক অদ্ভুত কথা বলে! তাহা কখনই শুনি নাই! উহারা বলে,—উহাদের নাকি স্বতন্ত্র আর একজন মাওনা, বাবাও না, আছে, আবার কবিত্বের ভাবে, তাহাকে মা বলিলেও হয়, বাবা বলিলেও হয়, তাহাকে নাকি চন্দ্র কুসুম, সূর্য্য কুসুম ও ভক্তিজল, প্রেম ফল দিয়া পূজা করে। ভাই! আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তুমি কিছু বলিতে পার কি?

কার্ত্তিক। এবিষয় মায়েরই নিকট জিজ্ঞাসা করুন, মায়ের অজ্ঞাত কোন তত্ত্বই নাই।

ভোলাদাস। হ্যা মা! বোনারুজ্জিদের ও কথার অর্থ কি!

জগদম্বা। (গম্ভীর ভাবে) বৎস! ও কথার প্রকৃত পক্ষে কোন অর্থই নাই, উহা একটা কথার কথা বা কবির কথা মাত্র। উহারা নিজের টেবিল এবং রমণীর কেশ কবরী সজ্জাকরার সময়ে, কখনও

"প্রদীপ কুসুম" বা 'খদ্যোত কুসুম' গ্রহণ করেনা, নিজের আহারের কালেও "স্নেহবারি পান", এবং "ভালবাসা খাদ্য" ভোজন করেননা; তখন সত্য সত্য "কুসুম" সত্য সত্য জল, ও সত্য সত্য অন্নই লয়। কিন্তু আমাকে আনিয়া দেওয়ার কালেই কেবল মুখে কাব্য কবিত্ব দ্বারা সমস্ত দেয়; তখন, চন্দ্র সূর্য্য কুসুম দিয়া সাজায় এবং ভক্তি বারির ভোগ দিয়া থাকে। ভোলাদাস! বাস্তবিক উহাদের প্রকৃত অনুরাগ নাই, তাই আমার সম্বন্ধে ঐ সকল উৎপ্রেক্ষা এবং রূপক কল্পনা করে। উৎপ্রেক্ষা বা রূপক কল্পনাই, আমার প্রতি অনুরাগ না থাকার, প্রমাণ করিয়া দেয়। যাহার প্রকৃত অনুরাগ থাকে, সে সরল ভাবে মন খুলিয়া সকল কথা বলে এবং সরল ভাবেই আচরণ করে, তখন উৎপ্রেক্ষা বা রূপকাদির ভাব মনের মধ্যে বিকাশ হইতেই অবকাশ পায় না। উৎপ্রেক্ষা বা রূপক কল্পনা প্রকৃত অনুরাগের আবরণ স্বরূপ, উহা থাকিতে প্রকৃতানুরাগ মনে আসিতে পায় না। যে ব্যক্তি আমাকে, ক্ষণস্থায়িনী গর্ব্ভধারিণীর ন্যায় সত্য-সত্যই প্রসবিত্রী মা বলিয়া ধারণা রাখে, তাহারই মাতৃ ভাবে আন্তরিক অনুরক্তি হয়, কিন্তু যে নানা প্রকার কল্পনা করিয়া কাব্য কবিত্বের অনুরোধে আমাকে "মা" বলে, তাহার প্রকৃত অনুরাগ নাই।

আবার পিতৃ অনুরাগ সম্বন্ধে ও এইরূপই জানিবে। কোন অর্থের কল্পনা না করিয়া যদি প্রকৃত পিতৃ-দৃষ্টিতেই দেবদেবকে দেখে, তবেই প্রকৃত পিতৃ অনুরক্তি হইয়া থাকে। ভোলাদাস! আমার পূজা সম্বন্ধেও ঐরূপই জানিবে। যাহারা আমার প্রকৃত অনুরাগীপুত্র তাহারা "পূজা—ভক্তি" আমার বলিয়া, পিতৃ দৃষ্টিতেই দেবদেবকে দেখে, তবেই প্রকৃতরূপে পিতৃভাবের অনুরক্তি হয়। ভোলাদাস! আমার পূজাদি সম্বন্ধে ও ঐরূপই জানিবে। যাহারা আমার প্রকৃত অনুরাগীপুত্র তাহারা " পূজা বা ভক্তি করা " মনে করিয়া আমার কিছু করে না, এবং কৃতজ্ঞতা পরিচয়ের নিমিত্তেও না, অথবা ভবিষ্যতে ফল লাভের জন্যেও না, কিন্তু তাহারা আমাকে জবা, পদ্ম, ও কুঞ্জ, কামিনী প্রভৃতি পুষ্প পত্রাদি দ্বারা যথেচ্ছায় সাজাইয়া পরমানন্দে উন্মত্ত হয়; এবং নয়নদ্বয়ের সফলতা মনে করিয়া অন্যান্য সকল প্রকার রূপলাবণ্য দর্শনে এককালে বিতৃষ্ণ হইয়া থাকে। আবার আমার মুখে, একএক প্রকার সুস্বাদু বস্তু সমর্পণ করিয়া, তাহারা নিজ রসনা পরিতৃপ্তি অপেক্ষায়ও যেন শতগুণে তৃপ্তি লাভ করে। এবং আমার দ্রব্য আহরণাদির নিমিত্ত যে ক্লেশ ও পরিশ্রম হয়, তাহাও ধন্য এবং সফল বলিয়া মনে করে, সুতরাং নানারূপ দ্রব্যাদির আয়োজন

করিয়া আমার পূজা করিয়া থাকে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে যথাযথ বিষয় ভোগ না করিতে পাইলে যেরূপ দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, আমার প্রিয়পুত্র হইলে, আমাকে বিষয় ভোগ করাইতে না পারিলেও সেইরূপ দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, এবং কোন মতে শান্তিলাভ করিতে পারে না; তাই আমার পূজাদি করে। বৎস! এইরূপ পূজাই আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। তদ্ব্যতীত কেবল মুখে মুখে কথার দ্বারা কবিত্ব প্রকাশ করিলে আমার পূজা বা উপাসনা করা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ,—এই সংসারে যাহারা আমার উপযুক্ত পুত্র, যেমন তুমি, তাহারা এই ত্রিভুবনকেই আমার সংসার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা জানে যে এই ত্রিভুবনে কেবল আমিই একমাত্র প্রসূতি ও একমাত্র কর্ত্রী, ব্রহ্মাবধি কীট পর্য্যন্ত সকলেই আমার সন্তান, সকলেই আমার অধীন, এই ত্রিভুবনই আমার সংসার গৃহ, সুতরাং ব্রহ্মাবধি সকলেই আমার পরিবারান্তর্গত একান্নভোগী ছেলে। অতএব এই ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতার একান্ন ভোগী সন্তানও যেরূপ আচরণ করে উঁহারাও আমার সম্বন্ধে, সেই সেই রূপ আচরণ করে। ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার একান্ন ভোগী পুত্রগণ যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, তৎসমস্তই পিতা মাতার

সংসারের কার্য্য বলিয়া মনে করে, এবং সেই পিতা মাতার সংসারের দ্রব্যের দ্বারাই তাঁহাদিগের পরিচেষ্টা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। পিতার অধিকার হইতে কর আদান করিয়া, পিতৃমাতৃ শুশ্রূষা করে, পিতার উদ্যান হইতে ফলমূলাদি আনিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, এবং অবশেষে স্বয়ং তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ করে। আমার উপযুক্ত পুত্রগণও সেইভাবেই সকল কার্য্য করে। উহারা যাহা কিছু করে, সমস্তই আমার সংসারেরকার্য্য মনে করিয়া থাকে। আমার রাজ্য হইতেই ভাল ভাল পুষ্প পত্রাদি আহরণ করিয়া আমার দেহ বিভূষিত করে, আমারই রাজ্যের ধূপ, গুগ্‌গুল, ও কর্পূরাদি গন্ধ দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক আমাকে আমোদিত করে এবং আমারই রাজ্যের সুস্বাদু ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়া আমার আহারের নিমিত্ত উপস্থিত করে, এবং আমার প্রসাদ হইলে ঐ সকল দ্রব্যাদি নিজেরা গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা জানে, যে, "পিতা মাতা যতদিন থাকেন ততদিন তাঁহাদেরই সংসার, তাঁহাদেরই গৃহ, পিতা মাতা জীবিত থাকিতে পুত্রের, কোন বস্তুতেই অধিকার জন্মে না, তবে পিতা মাতার ভোগাবশেষ যাহা থাকে, তাহাতে পুত্রেরই সম্পূর্ণ অধিকার। সুতরাং পিতা মাতার নিকট উপস্থিত না করিয়া নিজে ভোগ করিলে

চোরী করার পাপ হইয়া থাকে, কিম্বা পিতা মাতাকে, 'বাগানে গিয়া ফল পাড়িয়া খাও' বলিলেও পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইল না। অতএব আমি এবং দেবদেব যতদিন আছি ও আছেন, ততদিন আমাদেরই সংসার আমদেরই রাজ্য; তাহাদের কোন বস্তুতেই কোন রূপ অধিকার নাই।" ইহা বাস্তবিক ও সত্য, কিন্তু বৎস! আমার ভোগাবশেষে (প্রসাদে) তাহাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার। তাই সমস্ত বস্তুই আমার নিকট উপস্থিত না করিয়া নিজের উদরসাৎ করে না, কিম্বা আমাকে বৃক্ষের ফল পাড়িয়া খাইতেও বলে না, অথবা আমার দ্রব্য সকল চোরী করিয়া খাইয়া, আমাকে ধন্যবাদ দিয়াই ক্ষান্ত হয় না। আমার সমস্ত প্রকার শুশ্রূষাই উহারা এই ভাবে—এই নিয়মে করে। ভোলাদাস! তুমিও এই নিয়মেই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছ এবং করিবে; ইহাতে ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকারেই কল্যাণ হইয়া থাকে।

কিন্তু ইউরোপাদি দেশে "মিলিত পরিবারের" নিয়মটি নাই, তাহারা একটু বড় হইলেই একটী স্ত্রী সঙ্গে করিয়া, পিতা মাতা হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে, তখন পিতা মাতার কোন ধারই ধারে না; তখন কেবল প্রকাশিত স্থানে ধন্যবাদ দিয়াই পিতা মাতাকে চরিতার্থ করে। তুমি যে বোনারজির কথা বলিয়াছ,

উহারা এদেশীয় হইলেও, অদৃষ্টদোষে, ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন। সুতরাং উহারা ও মিলিত পরিবার ভাল বাসেনা, বাবা মায়ের কোন ধারই ধরে না, তাই আমাকে পৃথক করিয়া দিয়াছে, আমার কোন বস্তুই আর আমার নিকট উপস্থিত করেনা, নিজেরাই উদরাসাৎ করে। আমার দ্রব্য সকল চোরি করিয়া যথেচ্ছায় ভোগ করে এবং আমায় কেবল মুখে মুখে কাব্য কবিত্বের দান এবং প্রকাশ্য স্থানে ধন্যবাদ দিয়াই সমস্ত দায় পরিশোধ করে! আর বলে যে এই সংসারে আমি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি তাহা আমার ভোগের নিমিত্ত নহে, কিন্তু তাহাদিগেরই ভোগকরার জন্য। ভোলাদাস! তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও যে, উহারা কোন্ প্রমাণের দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই সকল বস্তু, কেবল উহাদেরই ভোগকরার নিমিত্ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি! বাস্তবিক আমারই ভোগের নিমিত্ত আমি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছি, এবং আমার প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে প্রসব করিয়া, প্রসাদ ভোগের নিমিত্তই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দান করিয়াছি। এই কথা স্মরণ রাখিয়া তুমি সমস্ত কার্য্য করিবে, এবং আমার অন্যান্য পুত্রগণকেও করিতে বলিবে। জে, সি, এইচ, বোসবৃজিদের কোন কথা কদাচ শুনিওনা।

এই বলিতে না বলিতেই অন্য লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং, এখন আর কোন কথা হইল না। ভোলাদাস জগদম্বার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য হইলেন, এবং মায়ের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সনৃত্যে মায়ের গুণ গান করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

(রামপ্রসাদী সুর)

"মায়ে বলেছে, মায়ের সংসার।
তবে ভোলা কেন বলে 'আমার' ॥
টাকা কড়ি বাগান, বাড়ী, সবই যদি হ'লরে মা'র।
তবে তুমি কেন ভেবে মর,
মিছা ব'লে 'আমার আমার' ॥
মায়ের আদেশ অনুসারে, করিতেছি হুকুম প্রচার।
আজ রাজেশ্বরীর মুলুক্ হ'ল (ভাইরে !),
(কেহ) বলোনা আর 'আমার আমারই ॥
মায়ের হুকুম না মানিলেই, দে'খতে পাবে মায়ের বিচার।
এবার ভোলা কিন্তু ব'লে খালাস,
এড়াইয়ে সংসারের ভার ॥"

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
দশমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এবার অষ্টমী তিথি ষাট দণ্ড ছিল, সুতরাং পরদিনেও চারি দণ্ড পর্য্যন্ত অষ্টমী। অতএব সন্ধিপূজা পৃথক্ দিনে হইল; পৃথিবীর সৌভাগ্যে এবার চারিদিনই জগদম্বার সন্দর্শন ঘটিল। আজ্ পূজার তিনদিন, আর একদিনমাত্র অবশিষ্ট আছে। আজ ভোলাদাসের মনটা বড় প্রফুল্ল নয়; কাল বাদে পরশ্বই, ভোলার "মা" অন্তর্হিতা হইবেন। পরশ্বই মাতৃহারা হইবেন বলিয়া, ভোলাদাসের, পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন অস্তোন্মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ম্লান-ম্লান পরিলক্ষিত হইতেছে। ভোলাদাসের সরল মুখচ্ছবি যেন কিছু ক্ষীণ হইয়াছে। আজ্ ভোলাদাস প্রাণ ভরিয়া মাকে দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন; মনে করিতেছেন "এবার খেদ মিটাইয়া এক বৎসরের মত মাকে দেখিয়া রাখি"। কিন্তু ভোলার মন পরিতৃপ্ত হয় না। যত অধিক আগ্রহ ও অনুরাগ সহকারে মাকে দেখেন, দর্শনের ইচ্ছাও ততই বলবতী হয়। মনের পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ্ ভোলার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত বাসনা সমস্ত অনুরাগ বাহ্য বিষয় হইতে গুটাইয়া আসিয়াছে, সমস্ত অনুরাগ যেন একত্রিত হইয়া কেবল

মায়ের দিকেই প্রধাবিত হইতেছে। তাই ভোলাদাস মায়ের সন্দর্শনে তৃপ্তির অন্তলাভ করিতে পারিতেছেন না। মাতৃদর্শনের মধুরতা যেন পলে পলেই বাড়িয়া উঠিতেছে। আজ্ ভোলাদাস যে বাড়ী যান, অন্যদিনের ন্যায়, শীঘ্র শীঘ্র ফিরিতে পারেন না; সর্ব্বত্রই দ্বিগুণ ত্রিগুণ সময় অতীত হইয়া যায়, তাই আজ্ জ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। ভক্তের ভক্তিমাখা পূজায় বড় আড়ম্বর থাকে না, সুতরাং সর্ব্বদা লোক জনেরও বড় সমাগম থাকে না; তাই আজ্ও জ্ঞানানন্দের মণ্ডপ সেইরূপ নির্জ্জন, আজ্ও মণ্ডপে কেবল ভোলাদাস আর "মা"। ভোলাদাস মায়ের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া, অচল নয়নে কিছুকাল পর্য্যন্ত মায়ের পানে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন; ক্রমে তাঁহার সরল নয়নদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, এবং নয়নদ্বয় ভাষাইয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তখন ভোলাদাসের বাহ্য জ্ঞান ও নাই, অন্তর্জ্ঞানও নাই, ভোলার মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয় এক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অন্তর্জ্জান আর বাহ্য জ্ঞানও এক হইয়া গিয়াছে। ভোলাদাস অন্তরে ও বাহিরে মাকেই দেখিতেছেন, মাভিন্ন আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টি গোচর হয় না। ভোলার নিকট, তখন অন্তরও নাই বাহিরও নাই, কেবল

মাই ভোলার মন, প্রাণ ও নয়ন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। বরফ, জল হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, আবার নিতান্ত অভিন্নও নহে; বরফের আকৃতি আর জলের আকৃতি এক নহে, বরফ জলে গলিয়া জল হইয়া যায়, বরফ গলিতে গলিতে, না ভিন্ন না অভিন্ন হইয়া জলে ভাসিতে থাকে। ভোলাদাসের ও সেইরূপ অবস্থা হইল। ভোলাদাস তখন মা হইতে ভিন্নও নহেন, একবারে অভিন্নও নহেন; ভোলাদাস ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবে মায়ের ক্রোড়ে গলিয়া গিয়াছেন। ভোলার নিজের "আমি" এবং মায়ের, কিছুমাত্র পার্থক্য বোধ নাই। আবার একবারে অপার্থক্য বোধ ও নাই। এই অবস্থায় থাকিয়া সাশ্রুনয়নে এই গানটী করিতে লাগিলেন,—

(রামপ্রসাদী সুর)

"আয়দেখি এখন আয় রসনে।
একবার ' মা-মা ' ! বলি প্রাণপণে—॥
(আমার) মন ডুবিল মায়ের ভাবে,
রূপে ডু'বল দুনয়নে।
এখন তুইও আসি ডুবিয়া থাক,
জগদম্বার নামজপনে॥
তোরাই তিন দল, ভোলার সম্বল,

"আমার" বলতে ত্রিভুবনে।
আয়! পূজা সমাপন করি,
তোদের তিনের সমর্পণে॥"

এই বলিয়া মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত অনিমেষ নেত্রে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, অনন্তর বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া, সবাষ্প গদ্‌গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে জগদম্বাকে বলিলেন,—

ভোলাদাস।—মাগো! তোকে দেখিতে পাইলেই যে, অমৃত সাগরে ডুব দেওয়া হয়, তাহা সর্ব্বদা অনুভব করিয়াও অনেক সময় তোকে ভুলে যাই কেন? মা, তুই ই কি ভুলাইয়ে দিস্? তোকে সর্ব্বদা আমি দেখিলে কি তোর কোন হানি আছে?

জগদম্বা।—বৎস! তুমি আমার কার্ত্তিক গণেশের ন্যায় প্রিয় সন্তান, কার্ত্তিক গণেশ যেরূপ আমাকে গর্ভধারিণী বলিয়া জানে, তুমিও সেইরূপ প্রকৃত গর্ভধারিণী মা বলিয়া আমাকে ধারণা করিও, তবেই তুমিও তাহাদের ন্যায় সর্ব্বদা আমার নিকটে থাকিতে পাইবে। আর কল্য যে কথাটী বলিয়াছি তাহা কদাচ ভুলিও না, এই ত্রিভুবনকে আমার সংসার বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা রাখিবে এবং তুমি যে আমার গর্ভজাত সন্তান ইহাও যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। এইরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইলে কদাচ তাহার ঐহিক পারত্রিক

কোন প্রকার ক্লেশ হইতে পারে না; অবশেষেও আমারই ক্রোড়ে বিলীন হইয়া যায়।

ভোলাদাস।—মাগো! তোকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইলে কোন দুঃখ থাকে না, তাহা বুঝি; কিন্তু তোর সংসারে কিরূপে কি কার্য্য করিতে হয়, তদ্দ্বারা কিরূপে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই।

জগদম্বা।—ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতার সংসারে যে নিয়মে কার্য্য করিতে হয়, আমার সংসার বুঝিতে পারিলেও সেই নিয়মেই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়; এবং ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার আজ্ঞানুসারে, তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিলে, যেমন সন্তানের কোন রূপ দায়িত্ব বর্ত্তিতে পারে না, সেইরূপ, আমার সংসার জানিয়া, আমার আজ্ঞানুসারে, আমার সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করিলেও, কোন কার্য্যের নিমিত্ত আমার সন্তানের কোনরূপ দায়িত্ব বর্ত্তে না। কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় হইলেই বিপরীত ফল ঘটে; অর্থাৎ ভাল মন্দ কর্ম্মের নিমিত্ত আমার সন্তানেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব হয়। ইহাও ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতার দৃষ্টান্তেই বুঝিবে।

মানব, যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী পিতামাতার সংসারে থাকে, তাঁহাদেরই শুশ্রূষার্থে আত্মোৎসর্গ করে,

তাঁহাদেরই আজ্ঞাবহ হইয়া, সকল প্রকার সাংসারিক কর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহাদের সংসার বলিয়াই ধারণা করে এবং আপনার কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি কিছুমাত্র না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল কার্য্যের ভালমন্দ কোন প্রকার ফলই তাহাকে সংস্পর্শ করে না; সুতরাং, সে তাহার নিমিত্ত কোনরূপ তিরস্কার বা পুরস্কার পাইতে পারে না; ভাল, মন্দ বা তিরস্কার পুরস্কার যাহা কিছু তাহা পিতা মাতারই হয়। কিন্তু যে সন্তান পিতামাতার সংসারে থাকে না, পিতামাতাকে পৃথক্ করিয়া দিয়া আপন স্বার্থের নিমিত্তই আত্ম বিসর্জ্জন করে, আপন স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্তই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এবং নিজেরই সংসার, নিজেই কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করে, সে নিজেই তাহার কার্য্যের ভালমন্দ ফল বা তিরস্কার পুরস্কার পাইয়া থাকে। যে মানব আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন না করিয়া এই ত্রিভুবনকে আমার সংসার বলিয়া সর্ব্বদা (কেবল মন্দ কার্য্যের সময় নহে) ধারণা করে, এবং আমারই শুশ্রূষার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমার আজ্ঞা ও অভিপ্রায় পালনের উদ্দেশেই সমস্ত সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করে, সেই আমার সুবুদ্ধি পুত্র, সে ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত কোনরূপ পাপ বা পুণ্য বা তন্নিমিত্ত তিরস্কার পুরস্কার পায় না। তাহার কোন ত্রাস বা ভাবনা, চিন্তা কিছুই থাকে না; কার্য্যের সিদ্ধি

অসিদ্ধি বা লাভালাভেও কিছু মাত্র প্রহৃষ্ট বা দুঃখিত হয় না, সে তাহার আপনার ভার আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া পরম শান্তি সুখে কালাতিপাত করে। এইরূপ ধারণা পরিপক্ক হইয়া, ক্রমে নিজের কর্তৃত্ব বোধ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন জীবের "আমিত্ব" ও বিনষ্ট হয়। তাহার কর্তৃত্ব যেমন আমাতে পর্য্যবসিত হয়, তাহার আমিত্ব ও সেইরূপ ক্রমে আমাতে মিশাইয়া যায়। জীব আমি হইয়া যায় সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইতে পারে।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মাগো! আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, তাই এক কথাই বারম্বার জিজ্ঞাসা করি, মা! তুই যাহা বলিলি তদ্দ্বারা, সংসারের কোন্ কার্য্যে কিরূপ চিন্তা করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারি নাই!

জগদম্বা।—বাবা! আমি যাহাকে বুঝাইব তাহার

কিছুই অবুদ্ধ থাকিবেনা, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বুঝাইয়া দিতেছি। পরন্তু কোন্ কার্য্যে কিরূপ চিন্তা করিতে হয়, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমার কার্য্য প্রণালী বলা বিশেষ আবশ্যক; অতএব প্রথমে তাহাই শুন ;—

বৎস ! এই ত্রিভুবন আমা হইতেই বিকশিত হইয়াছে, আমাদ্বারাই পরিরক্ষিত হইতেছে, এবং আমার দ্বারাই প্রতিসংহৃত হয়। এজন্য আমিই এই ত্রিভুবনের প্রসূতি, পালয়িত্রী এবং সংহার কর্ত্রী। আমি ব্যতীত আর কেহই ঐ সকল কার্য্য করিতে পারে না। উপনিষদে, এবং বেদের সংহিতায় আমি বারম্বার এই কথা বলিয়াছি, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সম্বিশন্তি আনন্দোব্রহ্মেতি" ইত্যাদি। আবার ব্রহ্মা, মহাকাল, এবং বেদ ব্যাসাদি ঋষিগণও নানাস্থানে আমার ঐ বাক্যের অনুবাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলেন,—"ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে-জগৎ। ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ! ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা ॥" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। মহাকাল বলেন,—"প্রসূতে সংসারং জননি ! জগতীংপালয়তিচ, সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতিচ" (তন্ত্র)।

এই অসীম সংসারে সর্ব্বদা যে কোন কার্য্য

হইতেছে, তৎসমস্তই, আমার উক্ত তিন প্রকার কার্য্যের অন্তর্গত; কতকগুলি কার্য্য আমার সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্তর্গত, কতকগুলি পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত, আর কতকগুলি সংহার ক্রিয়ার অন্তর্গত। এই তিন প্রকার ক্রিয়া ব্যতীত জগতে আর কোন ক্রিয়াই হইতেছে না। এই যে মনুষ্য, পশু, তির্য্যক, কীট, পতঙ্গ, ও বৃক্ষলতাদির সর্ব্বদা উৎপত্তি হইতেছে, ইহা আমারই সৃষ্টি ক্রিয়া। এবং উৎপত্তির সময় হইতে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত যে, যে, উপায় দ্বারা ঐ সকল সজীব ও নির্জীব পদার্থগুলি অবস্থিতি করিতেছে, তাহা আমারই পালন ক্রিয়া, এবং উহাদিগের যে মৃত্যু ঘটনা হইতেছে, তাহাও আমারই সংহার ক্রিয়া। প্রত্যেক প্রাণী বা অপ্রাণীর উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যকারণের যে যেরূপ ঘটনাবলী হয়, তাহাও ঐ সৃষ্টি ক্রিয়ারই অন্তর্গত। সৃষ্টি করার নিমিত্তই আমি ঐ সকল কার্য্যকারণের সংযোগাদি করিয়া থাকি। মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃত্যুসাধনের নিমিত্ত যে সকল ঘটনাবলী হয়, তাহাও আমার সংহার ক্রিয়ারই অন্তর্গত। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, এবং সংহার, এই তিন প্রকার সার্ব্বভৌম ক্রিয়ার অভ্যন্তরে থাকিয়া, আমিই সমস্ত কার্য্য করিতেছি। আমি সর্ব্বদা সমস্ত ক্রিয়ার অন্তরালে অবস্থিতি করি;

সমস্ত কার্য্যের নিয়ম, প্রণালী এবং পৌর্ব্বাপর্য্য আমারই হস্তে নিহিত। তাহা সাধনের নিমিত্ত আমিই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি, এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহার সুকৌশল সংস্থাপিত করি। সৃষ্টির চেষ্টাও আমি করিতেছি, পালনের চেষ্টাও আমিই করিতেছি, সংহারের চেষ্টাও আমিই করিতেছি। জীব ভ্রান্ত হইয়া, আমার ক্রিয়া, তাহাদের নিজের উপরে আরোপিত করে এবং সেই জন্যই নানাবিধ দুঃখ পাইয়া থাকে।

ক্রমে এবিষয় বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ;— স্ত্রী ও পুরুষের আভ্যন্তরিক এবং দৈহিক সম্মিলন না হইলে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না, এজন্য আমিই স্ত্রীপুরুষের প্রণয়-সাধক অনুরাগ এবং পরস্পর-সংযোগের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা জন্মাইয়া থাকি। এই ক্রিয়া কেবল মনুষ্য মধ্যেই আছে তাহা নহে; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং উদ্ভিজ্জাদি প্রত্যেক-জাতীয় প্রাণীর মধ্যেই আমি ঐরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকি। পশু প্রভৃতির যখন সন্তানোৎপত্তির সময় হয় তখনই ঋতু হয় এবং তখনই উহাদের স্ত্রী পুরুষের আন্তরিক সম্মিলন এবং দৈহিক সংযোগের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকি। পরে, আমার সৃষ্টি-কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেই, আবার উহারা যথেচ্ছায় বিচরণ করে। কীট পতঙ্গাদির মধ্যেও এইরূপেই সংযোগ করিয়া থাকি।

উদ্ভিজ্জের যখন ফল হইবার সময় হয়, তখন পুষ্পো-দ্গম হইয়া ঋতু হয় এবং আমিই সেই পুষ্প মধ্যবর্ত্তী স্ত্রী রেণু আর পুংরেণুর সংযোগের নিমিত্ত ক্রিয়া জন্মাইয়া উভয়কে সম্মিলিত করি। ঐ একই নিয়মে মনুষ্যের মধ্যেও ঐরূপ ঘটনা করিয়া থাকি। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বদাই আন্তরিক সম্মিলন থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; আন্তরিক সম্মিলনের দ্বারা স্ত্রী আর পুরুষের ঐক্যভাব হইয়া উভয়েরই আধ্যাত্মিক শক্তি গুলি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং একটী পূর্ণ আত্মা হইয়া যায়, এইরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মার পূর্ণতা হইতে পারে না। এই জন্যই আমি যজুর্ব্বেদে বলিয়াছি যে "অর্দ্ধা হবা তাবদ্ভবতি যাবন্নজায়াম্বিন্দতি, অথ জায়ামৃবিন্দতি পূর্ণোবাবতদা ভবতি"। অতএব, মনুষ্য স্ত্রী-পুরুষের আন্তরিক সম্মিলনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই ক্রিয়া হইয়া থাকে, যাহাকে সচরাচর "দাম্পত্য অনুরাগ" বা "প্রেম" বলে। কিন্তু পশ্বাদির আত্মা নিতান্ত নীচ, নিতান্ত অসম্পন্ন তাহার পূর্ণতা হওয়ার সম্ভাবনা নাই; এজন্য সর্ব্বদা তাহাদের প্রেম প্রীতি, বা অনুরাগের প্রয়োজন নাই, সুতরাং যখন প্রয়োজন, তখনই উহাদের ঐ ভাব ঘটাইয়া দিই। ইহাই স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি এবং তাহাদের পরস্পরে অনুরাগোৎপত্তির কারণ। এতদ্ব্যতীত, পুরুষের ভোগের নিমিত্ত

স্ত্রীর সৃষ্টি, বা স্ত্রীর ভোগের নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি, আমি কখনই করি নাই, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

এই প্রকৃত সৃষ্টি তত্ত্বে যাহার বিশ্বাস থাকে, সে কখনই আপনার ভোগ্য বস্তুরূপে দর্শন করিয়া স্ত্রীকে বেশ্যাবৎ ব্যবহার করিতে পারে না, কিম্বা ঐরূপ ভোগ্য বস্তুর ভাবে দেখিলে, যেসকল কুপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারাও কলুষিত হয় না, কিন্তু সে সর্ব্বদাই আমার সৃষ্টি তত্ত্ব স্মরণ রাখিয়া যথাকালে ভার্য্যাতে উপগত হয়, এবং অতি পবিত্র ভাবে তাহাকে দর্শন করিয়া থাকে, সে কখনও ভার্য্যার বশতাপন্ন হয় না, ভার্য্যা সম্বন্ধে কোন প্রকার কুকার্য্যেও সমাসক্ত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ,—উক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহার সেই অনুরাগ, বিষয়ানুরাগ মধ্যেও গণ্য হইতে পারে না, উহা আমারই অনুরাগ বলিয়া পরিগৃহীত হয়; কারণ উহা রাজস বা তামস অনুরাগ নহে, উহা সাত্ত্বিক অনুরাগ। বৎস! যে অনুরাগ ইন্দ্রিয়াদির ভোগ কামনা দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাই বিষয়ানুরাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহাকেই রাজস বা তামস অনুরাগ বলে। সেই অনুরাগের দ্বারাই জীব বিষয়ের সহিত আবদ্ধ হইয়া অধোগত হয়, এবং সেই অনুরাগ জনিত যে কার্য্য তাহারই ভাল মন্দের নিমিত্ত জীব সম্পূর্ণ দায়ী!

কিন্তু আমার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগকে সাত্ত্বিক অনুরাগ বলে, এবং আমার আজ্ঞা বা নিয়ম পরিপালন মনে করিয়া, যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা ঐ সাত্ত্বিক অনুরাগ মূলক, অথবা আমার অনুরাগ মূলক, সুতরাং আমার আজ্ঞা বা অভিপ্রায় পরিপালনের উদ্দেশে যদি স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মে, তাহা আমার অনুরাগ মূলক হইল। আবার আমার প্রতি অনুরাগ সত্ত্বগুণোদ্ভব পদার্থ, এনিমিত্ত আমারঅনুরাগ মূলক অনুরাগও সাত্ত্বিক অনুরাগ বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব আমার অনুরাগ মূলক যে, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, তাহাও সাত্ত্বিক অনুরাগের অন্তর্গত। ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে, যেমন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিও অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এবং সেই কার্য্যানুরাগ, তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-অনুরাগ মূলক বলিয়া, সেই পিতৃ-মাতৃ-অনুরাগের মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে; এ স্থলেও সেই রূপই জানিবে। যাহারা কেবল আমার আজ্ঞা বা নিয়ম পালনের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহাদের সেই অনুরাগ আমার অনুরাগ মূলক। আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলেই তাহারে স্ত্রীর প্রতিও অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার হ্রাস হইলেই স্ত্রীর অনুরাগেরও হ্রাস হইয়া যায়। অতএব আমার অনুরাগ মূলক যে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, তাহা

আমার অনুরাগের মধ্যেই পরিগণিত। এজন্য ঐরূপ ভাবে যদি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্তি হয়, তদ্দ্বারা আমার সহিতই ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে, নৈকট্য হইতে থাকে, কিন্তু বিষয়ের সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ হয় না।

যাহারা হতভাগ্য, তাহাদের মনে এই তত্ত্ব, স্থান পাইতে পারে না—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং উদ্ভিজ্জাদি নিখিল প্রাণীর মধ্যে আমার সৃষ্টি ক্রিয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখিয়াও তাহারা শিক্ষিত হয় না। তাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের ভোগের নিমিত্তই আমি স্ত্রীর সৃষ্টি করিয়াছি এবং স্ত্রীর ভোগের নিমিত্তই পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছি; আবার স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরে অনুরাগ বা প্রেমকেও ভোগেরই অঙ্গ বিশেষ বলিয়া বিশ্বাস করে; স্ত্রী পুরুষের সংযোগাদিব্যাপারও এই ভাব হইতেই নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; সুতরাং তাহারা অধোগত হইয়া নানা প্রকার কষ্টানুভব করে। এই বলিলাম স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার নিয়ম।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জগদম্বা। এখন পুত্র কন্যাদি রক্ষা এবং অন্যান্য গার্হস্থ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম বলিতেছি শুন,—পিতা মাতার দ্বারা, যে শিশু সন্তানের লালন পালনাদি কার্য্য হইয়া থাকে, তাহাও আমারই পালন কার্য্যের অন্তর্গত। আমিই পৃথক্ পৃথক্ পিতামাতার দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ শিশুর সংরক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া থাকি, মনুষ্যের নিজহইতে কখনই তাহা হয় না। ভোলাদাস! তুমি একবার পশু পতঙ্গাদির সন্তান প্রতিপালন ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাইবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলেই প্রাণপণে আপনাপন শিশু সন্তানের প্রতিপালন করে; কিন্তু সন্তানের দ্বারা কোনরূপ প্রত্যুপকার বাসনায় তাহারা এরূপ করে ইহা বলা যায় না। পুত্র কন্যা দ্বারা যে পিতামাতার কোন উপকার হইতে পারে, এজ্ঞানও তাঁহাদের নাই অথচ, আপনি না খাইয়া শিশুকে খাওয়ায়, আপনি মরিয়াও শিশুকে বাঁচায়। বৎস! ইহাকি তাহাদের নিজের কার্য্য? কখনই নহে, উহা আমার কার্য্য; আমি সর্ব্বদাই সকলের রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি,

আমিই পিতামাতার দ্বারা ঐ শিশু শাবকগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকি। অবোধ এবং অসমর্থ শিশুর সংরক্ষণের নিমিত্ত, আমিই উহাদের পিতা মাতার হৃদয়ে, অপরিমিত স্নেহ মমতা জন্মাইয়া দিই। পরে যখন ঐ শিশু গুলি আপনা হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তখন আমার সমর্পিত স্নেহ আবার আমিই তুলিয়া নিই। আবার আবশ্যক মতে তাহাদের সেই প্রসবের পূর্ব্বেই আমিই মমতার সঞ্চার করিয়া দিই। সেইরূপ, মনুষ্যগণ যে, আপনাপন শিশু সন্তান লালন পালন করে তাহাও আমারই কার্য্য। আমিই অবোধ, অসমর্থ, নিঃসহায়, নিঃসম্বল জীবের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত জননীর গর্ভে স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি। প্রসবের পরেও সেই জড় পিণ্ডবৎ জীবের সংরক্ষণের নিমিত্ত তাহার পিতা মাতার হৃদয়ে আমিই অতিশয় স্নেহ সঞ্চার করি, সেই স্নেহ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া, উহারা শিশু সন্তানের সংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। আমি মাতার দ্বারা উহার শারীরিক পরিচর্য্যা করাই, এবং আহার, শয্যাসন, ও বসনাদি সংগ্রহের নিমিত্ত, উহার পিতার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনাদি করাইয়া থাকি। এইরূপে ক্রমে ঐ শিশুটি একটু সমর্থ হইলেই, আবার আর একটি সন্তান জন্মাইয়া থাকি। আবার তাহার নিমিত্তও পিতা মাতাকে কার্য্যোপযুক্ত করি; এইরূপে

জীবের কর্ম্মচক্র চলিতে থাকে। ভোলাদাস! আমার এই পালন কার্য্যের রহস্য সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে। সন্তান সন্ততির শরীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং আহারাচ্ছাদনাদির নিমিত্ত মাতা পিতাকে যে কোন কর্ম্ম বা পরিচেষ্টা করিতে হয়, তৎ সমস্তই আমার কার্য্য বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা রাখিবে।

তৎপর তাহাদের নিজেরদেহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে, তাহাও আমারই সেই সার্ব্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। নিখিল প্রাণীর যথা নিয়মিত জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমিই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি, আমিই তাহার নিমিত্ত নানা প্রকার বৃত্তি, ব্যাপার ও কৌশলাদির উদ্ভাবন করিয়া, এক-এক বৃত্তি এবং এক-এক ব্যাপারে, এক-এক জনকে নিযুক্ত করিয়া থাকি। তদ্দ্বারা তাহাদের নিজের এবং স্ত্রী পুত্র কন্যাদির দেহ রক্ষা সাধন করি। বৎস! ভোলাদাস! যাহারা এবিষয়ে সন্দিহান হয়, তুমি বলিও, তাহারা যেন একবার এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তবেই তাহাদের বোধোদয় হইবে।

ভোলাদাস। মা! জগতের প্রতি তাকাইয়া তোর কি দেখিবে?

জগদম্বা। আমার সৃষ্টি রক্ষার কৌশল বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদের আত্মাভিমান বিদূরিত হইবে।

ভাবিয়া দেখ, মনুষ্য যদি একান্তই আত্মাভিমান করে, তবে না হয়, কেবল ধন ধান্যাদি উপার্জ্জন বিষয়েই তাহাদের নিজ কর্ত্তৃত্ব, নিজ প্রভুত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার; যদিচ তাহাও মনুষ্যের ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসই বটে, তথাপি তাহাই তুমি সত্য বলিয়া ধরিয়া লও; কিন্তু বল দেখি,— কেবল ধনোপার্জ্জনাদির দ্বারাই প্রাণীর জীবন রক্ষা হইতে পারে কি? যদি উপযুক্ত মতে ঋতু পরিবর্ত্তন ও জল বর্ষণাদি না হয়, তবে কেবল মাত্র কৃষকের চেষ্টার দ্বারাই ধান্য হইতে পারে কি? আর যদি ধান্যাদি শস্যই সমুৎপন্ন না হয়, তবে কেবল অর্থোপার্জ্জনের দ্বারাই জীবন রক্ষা হয় কি? না, তাহা কদাচ সম্ভবে না। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে কি কাহারও হাত আছে? মনুষ্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর আনয়ন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে কি? অথবা বৃষ্টির অবতারণা করিয়া শস্য রক্ষা করিতে পারে কি? কখনই না। তৎপর সহস্র বৃষ্টি বর্ষা হইলেও আমি যদি আপন শক্তি বিস্তারের দ্বারা শস্যাঙ্কুর উদ্ভিন্ন, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট না করি, তবে কোন মানবের এমন ক্ষমতা হয় কি, যে, নিজের শক্তি বা ইচ্ছার দ্বারা একটি বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারে? কখনই না। ঐ সকল ক্রিয়া আমার হস্তে নিহিত।

জগতের রক্ষার নিমিত্ত আমিই যথা সময়ে ঋতু পরিবর্ত্তন, জলবর্ষণ, তাপদান, এবং শস্যাদির সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া থাকি। লোকে একটু সামান্য চিন্তা করিলেই ইহা দেখিতে পারে। সেইরূপ, আপনাপন আহারাদি সংগ্রহের নিমিত্ত যে মনুষ্যগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করে, তাহাও তাহাদের নিজ হইতে হয় না; তাহাও আমার সেই সার্ব্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত, সুতরাং তাহা আমিই করাই। যে নিয়মানুসারে আমি শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতু প্রাদুর্ভূত করি, যে নিয়মানুসারে অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি, এবং অতি বৃষ্টির পর শুষ্কতার আবির্ভাব করি, যে নিয়মানুসারে আমি নির্ব্বাতের পর বায়ুপ্রবাহ এবং মহাবাত্যার পর মন্দ বায়ু পরিচালনা করি, যে নিয়মানুসারে আমি যথাকালে যথা সময়ে অসঙ্খ্যেয় পুষ্প, ফল, মূল ও লতা পত্রাদির সমুদ্গম করিয়া, নিখিল দেহের পরিপুষ্টি ও সংরক্ষণ করি, যে নিয়মানুসারে আমি পিতা মাতার হৃদয়ে অপরিমিত স্নেহ সঞ্চার করিয়া, সমস্ত জীব জন্তুর রক্ষা করিয়া থাকি, সেই সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারেই আমি নিখিল প্রাণীগণকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা, ব্যাপার ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া থাকি। আমিই বায়ুর দ্বারা মেঘমালা বহন করিয়া নিই, আবার মেঘের দ্বারা জল বর্ষণ করি, কর্ম্মকারের দ্বারা লাঙ্গল গড়ি, কৃষকের দ্বারা

কর্ষণ এবং সূর্য্যের দ্বারা তাপ বিকিরণ করি; আমিই স্থপতির দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ, তন্তুবায়ের দ্বারা বস্ত্র বয়ন, বণিকের দ্বারা বাণিজ্য, ভৃত্যের দ্বারা সেবা, প্রভুর দ্বারা রক্ষণ এবং ধার্ম্মিকের দ্বারা ধর্ম্ম বিতরণ ইত্যাদি নিখিল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমি যাহাকে যে পরিমাণে যে কার্য্যের উপযুক্ত মনে করি, তাহাকে সেই পরিমাণে সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া চেষ্টাযুক্ত করি, তবে তাহা সম্পন্ন হয়। এই সকল চেষ্টা ও ব্যাপারের দ্বারা উহাদের নিজ নিজ দেহ এবং আত্মা পরিরক্ষিত হয়, আবার অন্য দেহ রক্ষার ও বিশেষ বিশেষ সহায়তা হয়। এইরূপে আমার অদ্ভুত পালন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ভোলাদাস! মানবগণ, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে কোনরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারাই সন্তান সন্ততি রক্ষা, স্ত্রী রক্ষা, আত্মার রক্ষা এবং অন্যান্যের দেহ রক্ষা এই চারিটিফল সংসাধিত হয়; তন্মধ্যে যাহার স্ত্রী পুত্রাদি নাই, তাহার কর্ম্মদ্বারা কেবল আত্ম রক্ষা, আর অন্যান্যের রক্ষা কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংসারের সমস্ত কার্য্যই আমার সেই সার্ব্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। এই কথা-গুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে যখন

গাত্রোত্থান করিবে, তখন অন্ততঃ দুই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত, স্থিরচেতা হইয়া উক্ত ভাবটী মনোমধ্যে দৃঢ়ীকৃত করিবে' তৎপর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যখন যে কর্ম্মের আরম্ভ করিবে তখনই ঐ ভাবটি এক এক বার জাগাইয়া লইবে। তৎপর কার্য্যারম্ভ করিবে, এই ভাব বিস্মৃত হইয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবে না। আমার এইরূপ ক্রিয়া রহস্য, আমি শ্রুতিতে বারম্বার বলিয়াছি, "অহ মেবচ গাং গোভিস্তর্পয়ামি, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেন তর্পয়ামি হবির্হবিষা আয়ুরায়ুনা; ইত্যাদি" (আথর্ব্বণ শ্রুতি)। গীতাতেও আদ্যোপান্তই এই উপদেশ দিয়াছি। ঋষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও এই কথা বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে। তথা সংহৃতি রূপান্তেজগতোহস্য জগন্ময়ে। মহা বিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। মহা মোহাচ ভবতী মহাদেবী মহা সুরী। প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী। কালরাত্রির্ম্মহা রাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরীত্বংহ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা। লজ্জা পুষ্টি-স্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেবচ।" ইত্যাদি। আবার সমস্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া বলিয়াছিলেন * * যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু বৃত্তি রূপেণ সংস্থিতা * যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা * * যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু দয়া রূপেণ সংস্থিতা * * ইত্যাদি। অত-

এব আমার কর্ত্তৃত্বে বিস্মৃত হইয়া কখনই আত্মাভিমান করিও না।

বৎস! যে ব্যক্তি আত্মাভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মকেই আমার কর্ম্ম বলিয়া স্থিরতর ধারণা রাখে এবং সেই ভাবেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে যদি চব্বিশ ঘণ্টাও কেবল সংসারের কার্য্যই করে. তথাপি তাহাকে সংসারী বলিতে পারা যায় না; তাহার কোন কর্ম্মই সাংসারিক কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না; কারণ উহা তাহার নিজের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না; তাহা আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং আমার উপাসনা মধ্যেই পরিগণিত হয়! সে যে সন্তানোৎপত্তির ক্রিয়া করে তাহাও আমার উপাসনা, স্ত্রীকে ভালবাসে তাহাও আমার উপাসনা, শিশু সন্তত্তির লালন পালনাদি করে তাহাও আমার উপাসনা; কৃষি বাণিজ্যাদি করে তাহাও আমার উপাসনা, পরকীয় বিষয় কর্ম্ম (চাকরি) করে তাহাও আমার উপাসনা, সে যাহা করে তাহাই আমার উপাসনা! তাহাই আমার পূজা। কারণ সে আমার কার্য্য বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে; সুতরাং আমারই কার্য্য করিতেছে। অতএব ঐরূপ ব্যক্তি পৃথক রূপে আমার ধ্যান ধারণা বা পূজাদি না করিলেও কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। ঐরূপ কর্ম্মানু-

ষ্ঠানের নাম মিশ্রমার্গ; ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিনেরই বিমিশ্রণ আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতেইহাকে কর্ম্মযোগ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ঐরূপ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেই প্রকারান্তরে আমার ধ্যান ধারণাদি করা হয়। ঐরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, কাহারও কোনরূপ দায়িত্ব হইতে পারে না, তাহার কর্ম্মের ভাল মন্দের নিমিত্ত আমিই সর্ব্বদা দায়িনী থাকি; অথচ তাহার জীবন যাত্রাও অক্লেশে নিষ্পাদিত হয়। এই কথাই আমি ভগবদ্গীতায় শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছি।

কিন্তু যে ব্যক্তি অবিদ্যা বশগ হইয়া আমার কার্য্যকে তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া ধারণা করে, এবং সেই ভাবেই সমস্ত-কার্য্যানুষ্ঠান করে, অর্থাৎ আপনার ভোগ্য বস্তুবলিয়া স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়, আপনার ভোগ্যবস্তু বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণাদির নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনাদি করে, এবং আপনার ভবিষ্যৎ উপকারের আশায় "আমার আমার, বলিয়া সন্তান সন্ততি লালন পালনাদি করে, এবং আপনার সুখ হইবে, আপনার উন্নতি হইবে, আপনার প্রভুত্ব হইবে ইত্যাদি প্রত্যাশায় "আমার সংসার, আমার, গৃহস্থলী" ইত্যাদি ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার ঐহিক পারত্রিক

কোন প্রকার সুখের আশা নাই। তাহারই পক্ষে এই অনন্ত সংসার প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহারই ধারাবাহিক ক্রমে বারম্বার জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ, নরক এবং দুঃখ শোকাদি হইয়া থাকে। সে কদাচ আমাকে পাইতে পারে না দেখিতেও পায় না।

কিন্তু যে মানব আমার কার্য্য বলিয়া সংসার যাত্রার পরিচেষ্টা করে, তাহার সংসারে কোন প্রকার অভাব হইতে পারে না; আমিই তাহার সমস্ত অভাব বিমোচন করিয়া থাকি। তাহার নিজ দেহ কিম্বা স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গেরও কোনরূপ শোক, তাপ, রোগ, বা অকালমৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট হইতে পারে না। আমি আমার কার্ত্তিক গণেশের ন্যায় তাহাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া রক্ষা করিয়া থাকি। ইহাও আমি রূপান্তরে শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলাম, "সর্ব্ব কর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং॥ চেতসাসর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগ মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততংভব॥ মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। অথচেত্ত্ব মহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ "যাহারা সর্ব্বদা আপনার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি সমুদয়কে আমাতে ঢালিয়া দেয় এবং নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কার্য্য করিতেছে বলিয়াই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করে, তাহারা আমার প্রসাদাৎ লব্ধজ্ঞান হইয়া, অবশেষে শশ্বত ও অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকে। অর্জ্জুন! তুমি মৎপরায়ণ হইয়া, আমাকেই সমস্ত কর্ম্মের অধ্যক্ষ বা অধীশ্বর জানিয়া, আমাতেই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বভার মনে মনে বিন্যস্ত কর। বুদ্ধি যোগের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও, তাহা হইলে আমার প্রসাদাৎ সমস্ত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু তুমি যদি অভিমান পরবশে আপনাকেই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তাও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস কর এবং আমার এই উপদেশ গ্রহণ না কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইয়া বিনষ্ট হইবে।"

ফলপক্ষে, যে ব্যক্তি আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কর্ম্ম বা আমার পরিচর্য্যা করিতেছে বলিয়াই যাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার কোনরূপ শোক দুঃখ হওয়ার কারণ আদৌ থাকে না; কেন না, সংসারের আসক্তি বা ভোগানুরাগ বা ভোগাসক্তিই সকল প্রকার শোক দুঃখের মূল। যাহারা স্ত্রী পুত্র ও ধন ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা নানা প্রকার ভোগ কামনা করে তাহাদেরই ঐ সকল ভোগ্য বিষয়ের অন্যথা হইলে, অগত্যা দুঃখ শোকাদি হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ভোগবাসনাবশগ না হইয়া, কেবল মাত্র আমার কর্ম্ম বা আমার পরিচর্য্যার ভাবে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করে তাহাদের স্ত্রী পুত্র ধনাদির অন্যথা হইলেও শোক বা দুঃখ হইবে কেন? সে সর্ব্বদাই পরমানন্দ, পরমশান্তির উপভোগ করে। অতএব তুমি সকলকেই বলিবে, যদি এই সংসারেতে কেহ প্রকৃত সুখ শান্তিকামনা করে, তবে যেন সর্ব্বদাই আমার এই মহার্ঘ উপদেশ গুলি স্মরণ রাখে।

ইতি শ্রীশশধর তর্ক চূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে কর্ম্ম যোগোনাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস। মা! তুই যাহা বলিলি, একথা পূর্ব্বেও অনেক বার অনেককে বলিয়াছিস, এবং ঋষিগণও তোর সেই কথা অনুবাদ করিয়া সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন, সুতরাং তোর ঐ ক্রিয়া রহস্য অনেকেই অবগত আছে, কিন্তু প্রায় কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, তখন উহা অতীব সুকঠিন হইয়া পড়ে। কারণ পুত্র কলত্রাদি প্রত্যেক ভোগ্য বিষয়ের মধ্যেই তুই কিছু না কিছু সুখ মাত্রা নিহিত করিয়াছিস;

অতএব আমরা কার্য্যের প্রারম্ভে যদিও তোরই কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস বা সঙ্কল্প করিতে পারি, কিন্তু কার্য্য করার সময়ে, কিম্বা পরে, যখন তাহা হইতে এক এক প্রকার সুখানুভব হইতে থাকে, তখন তোর কথা বিস্মৃত হইয়া সুখের ভাবই মনের মধ্যে উপস্থিত হয়; সুতরাং তাহার প্রতিই অনুরাগ হয়, এবং পরিশেষে সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই এক একরূপ ক্রিয়া করিতে হয়; অতএব আত্মাভিমান ও তৎসঙ্গেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু, মা! তুই যদি বিষয়ের মধ্যে কোনরূপ সুখ-মাত্রা নিহিত করিয়া না দিতিস, তাহা হইলে আর জীবের বিষয়ানুরাগ হইত না, আত্মাভিমান ও হইত না; তবে তোর কর্ম্ম বলিয়াই সকলে সকল কর্ম্ম করিত। অথবা, সুখ দিয়েছিলি দিয়েছিলি—যদি সুখের অনুরাগ না দিতিস, তবে আত্মাভিমান ও হইত না; সুতরাং তোর কর্ম্ম বলিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান হইত। কিন্তু মা! তাহাতো তুই করিস নাই; তবে তোর কথা কার্য্যে পরিণত করিব কিরূপে? আবার আর এক কথাও জানিতে ইচ্ছা; মা! তোর এই উপদেশ পালন করা যাহার ভাগ্যে ঘটে, তাহার কি শ্রবণ মাত্রে, এক দিনেই ঘটে?

জগদম্বা।—না বাবা, তাহা কখনই নহে, হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সংস্কার একদিনেই স্খলিত হয় না। জীব

চিরদিন হইতে “আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধন, আমার সংসার, আমার নিমিত্তই সকল, আমি স্বাধীন আমিই সকল করি” এইরূপ ধারণা, বিশ্বাস বা সংস্কারের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে। ঐরূপ সংস্কার রাশির দ্বারাই তাহার মন গঠিত হইয়াছে; তাহা কি একদিনেই বিনষ্ট হইতে পারে? তাহা কদাচ নহে, কিন্তু আমার এই তত্ত্বোপদেশানুসারে বহুদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে, সুদৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা যখন এইরূপ সংস্কারই বলবান্ হইয়া দাঁড়ায়, তখনই ঐ চির-সঞ্চিত কুসংস্কার বা মিথ্যা সংস্কার বিদূরিত হয়। অতএব তীব্র যত্ন সহকারে ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার অভ্যাস করা আবশ্যক।

এখন বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি শুন। কেবল উপদেশের দ্বারা জীবের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন, তাহা সত্য; কিন্তু এইজন্য উপায়ান্তর পরিকল্পিত হইয়াছে। সে উপায় এমন সুকৌশলযুক্ত, যে, তদ্দ্বারা বিষয়ের ভোগও অনায়াসে সম্পন্ন হয়, আবার তৎসঙ্গে সঙ্গে বিষয় বাসনাও নিবৃত্তি হইয়া, আমার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই অদ্ভুত কৌশল তোমাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি সকলকে ইহা জানাইবে, তাহা হইলেই তাহারা কৃত-

কার্য্য হইতে পারিবে। ভোলাদাস! এসংসারে যত প্রকার ভোগ্য বিষয় আছে তৎ সমস্তই আমাতে সমর্পণ করিলে, সকল প্রকার বিষয় কামনা নিবৃত্ত হইয়া যায়; সুতরাং সমস্ত বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করাই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির মুখ্যতম কৌশল। জ্ঞানিগণ ইহাকে "উপাসনাযোগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক ইহাও সেই কর্ম্মযোগেরই রূপান্তর মাত্র, এজন্য ইহাকে দ্বিতীয় প্রকার কর্ম্মযোগই বলে। এই কর্ম্মযোগেও জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্ম এই তিনের বিমিশ্রণ আছে, এ নিমিত্ত ইহাকেও মিশ্রমার্গ বলে। বৎস! বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির পক্ষে এই উপাসনা যোগের মত সুকৌশল আর সম্ভবে না। ইহার নিয়ম ও বলা যাইতেছে,—

প্রথমে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে, একমাত্র আমরাই সংসারগৃহ, আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধাত্রী, এবং এসংসারে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই আমার সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় এই তিন ক্রিয়ার অন্তর্গত। আপন অভিপ্রায় বা কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমিই এই নিখিল প্রাণিগণের দ্বারা নিখিল কর্ম্ম কলাপ করাইতেছি। এসংসারের প্রত্যেক জীব কেবল আমারই কর্ম্ম করিছে, নিজের নিমিত্ত কিছুই কেহ করিতেছে না এইরূপ ধারণাটি

সুদৃঢ় করার চেষ্টা করিতে থাকিবে, সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা এইরূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে থাকিবে, অমনি তৎ সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিতে থাকিবে, তবেই অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। আর যদি ও রূপ চিন্তা করিতে প্রথমে না পারে তবে অগত্যা প্রথমে কেবল অর্চ্চনাই করিতে থাকিবে, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। ইহাও শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছি,—“অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি সৎকর্ম্মপরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ (ভঃ গীঃ)।

মনুষ্য দশটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দশ প্রকার বিষয়ের ভোগ করিয়া থাকে, চক্ষুর দ্বারা নানা প্রকার সুদৃশ্য বস্তু দেখে, কর্ণ দ্বারা সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, রসনা দ্বারা বিবিধ রসাস্বাদ করে, নাসিকা দ্বারা সুরভি ঘ্রাণ গ্রহণ করে, চর্ম্মের দ্বারা শীতোষ্ণাদি সংস্পর্শ করে, এবং হস্ত, পদ, বাক, উপস্থ ও পায়ুর দ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, বচন, মৈথুন ও মল মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত্ব জীবের আর কোন ক্রিয়াও নাই, আর কোন বিষয় ও নাই। তন্মধ্যে পায়ু ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম বা বিষয়ে অর্থাৎ মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন কার্য্যে কাহারও অনুরাগ বা আসক্তি জন্মিতে পারে না। তদ্ব্যতীত আর নয়টী বিষয়ের উপরেই জীব, অনুরক্ত ও আসক্ত

হইয়া বিলিপ্ত হয়। এই নয় প্রকার বিষয় ভোগের নিমিত্তই জীব সর্ব্বদা লালায়িত। যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে তৎসমস্তই এই নয় প্রকার বিষয়ের অন্তর্গত; এই নয় প্রকার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি করিতে পারিলেই। সমস্ত বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া যায়; অতএব এই নয় প্রকার বিষয়ের দ্বারাই আমার অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার ভাবের সঙ্গে মাখাইয়া যথা-ভিলষিত বিষয় ভোগও হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয় এবং আমার প্রতিই অনুরাগ বা ভক্তি বৃদ্ধিও হয়।

এইরূপ কথোপকথনে ক্রমে অনেক সময় অতীত হইয়া গেল, আজ মায়ের মহার্ঘ ও অদ্ভুত উপদেশাবলী শ্রবণে বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া ভোলাদাস মায়ের আহারের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এখন হঠাৎ বেলার দিকে দৃষ্টিপাত হইল, দেখিলেন দুপ্রহর অতীত হযয়াছে! এখন জ্ঞানানন্দের ভোগ নিবেদনের সময় হইয়া আসিল, কিন্তু তাঁহার ভিক্ষা লব্ধ ভোগ মাকে দেওয়া হয় নাই! তখন ঈষৎ ব্যস্তভাবে মাকে বলিলেন,—

ভোলাদাস।—মা! তোর বড় ক্ষুধা হইয়াছে! বেলা প্রায় একটা অতীত হইল। মাগো! আমি তোর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে তোর আহার ভুলিয়া

গিয়াছি, এখন আহার করিয়া নে, তৎপরে অন্য কথা শুনিব।" (এই বলিয়া ভিক্ষালব্ধ ফল মূলাদি মায়ের নিকট ধরিলেন।

জগদম্বা।—বৎস! তুমি যে, দুঃসহ পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা আমার নিমিত্ত এই সকল ফলমূলাদি সংগ্রহ করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে, এক্ষণে সাক্ষাতে উপস্থিত করাতে আমার তৃপ্তিও হইয়াছে, এখন তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর, তবেই আমার ভোজনের শেষ হইবে।

ভোলাদাস। মা! আজ আর তাহা হইবে না, আজ কেবল দেখার খাওয়ায় চলিবে না; আজ আমার সাক্ষাতে এই সকল ফল মূল খাইতে হইবে।

জগদম্বা। আমার কার্ত্তিক গণেশ এবং তুমি খাইলেই আমার খাওয়া হইবে, অতএব তোমরাই আমার সাক্ষাতে আমার প্রসাদ খাও, আমি দেখি।

ভোলাদাস। "আজ সে কথা শুনিব না, আজ তুই আমার সাক্ষাতে না খাইলে আমিও খাইব না, আজ আমি তোর সঙ্গে বসিয়া খাইব" এই বলিয়া অভিমান সহ অধোমুখে বসিয়া থাকিলেন। ভোলাদাস কা'ল সেই দুপ্রহরের সময়ে, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন, আর আহার করেন নাই, আজও আড়াই প্রহর অতীত প্রায়, সুতরাং ভোলাদাসের মুখছবি ম্লান হই-

য়াছে, শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে, জগদম্বা ভোলাদাসের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন।

জগদম্বা। "বৎস! আমার প্রসাদ করা হইয়াছে, ক্ষুধায় তোমার মুখ খানি ম্লান হইয়াছে, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর।" ভোলাদাস অধোবক্ত্র হইয়া থাকিলেন। তখন মা প্রিয় তনয়ের অভিপ্রায় পূরণে অঙ্গীকার করিলেন, ভোলাদাসও পরমানন্দে অভিষিক্ত হইয়া, সংগৃহীত ফল মূলাদি মায়ের নিকটে ধরিলেন, মা আসীনা হইয়া কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, এবং ভোলাদাসের সহিত সেই সকল ফল মূলাদি ভোজন করিলেন! ভোজন সমাপ্ত হইল, এদিকে জ্ঞানানন্দের ভোগ নিবেদনের উদ্যোগ হইতে লাগিল, ভোগ নিবেদন হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজনাদি আরম্ভ হইল। নানারূপ গোলযোগ ও লোক জনের কোলাহলে আজ আর কথা হইল না। ভোলাদাস মায়ের গুণগানাদি করিতে করিতে এ বাড়ী সে বাড়ী মাকে দেখিয়া শুনিয়া অবশিষ্ট বেলা এবং সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে প্রক্রমোনাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

-০‡০-

অদ্য মহানবমী পূজা, মহোৎসবের শেষ দিন। আজ পূজা সমাপন ও দক্ষিণান্ত হইবে। পৃথিবীর সৌভাগ্যে এবার অষ্টমী তিথি ষাট হইয়া ছিল, তাই জগদম্বা এবার চারি দিন পর্য্যন্ত ভক্তের ঘরে বিরাজ করিয়া পৃথিবীর শোক, তাপ; মোহ, অপনোদন করিলেন। আগামী কল্য সমস্তই ফুরাইবে, পৃথিবী অন্ধকারময়ী করিয়া জগদম্বা অন্তর্হিতা হইবেন। তাই আজ সকলেই অতিরিক্ত আগ্রহ সহকারে জগদম্বাকে দেখিতেছেন। কাল হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত মাকে দেখিতে পাইবেন না, এজন্য, বোধ হয় যেন আজ, একদিনের মধ্যেই মায়ের এক বৎসরের দর্শন সংগ্রহ করিয়া সকলে নয়ন মধ্যে পূরিয়া রাখিতেছে। আজ জগদম্বার দর্শক বৃন্দের নয়ন পানে তাকাইলেই বোধ হয় যেন, চক্ষুর পরলে পরলে, একটির পর আর একটি করিয়া, জগদম্বার এক একটি ভাব, আর এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাজাইয়া রাখিতেছে। কিন্তু তথাপি প্রাণ ভরে না প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না। যে যত অধিক নিবিষ্ট হইয়া দেখে, দর্শনেচ্ছাও তাহার ততই বলবতী হয়,

আজকার দিনটি যেন শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইতেছে,—ঘটিকা যেন দশ পলে পরিসমাপ্ত হইতেছে এবং প্রহর যেন ঘটিকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আজ ভোলা দাসের প্রাণ আরও ব্যাকুল! ভোলাদাস এক এক বাড়ীতে মাকে দেখিতে গিয়া, সমস্ত ভুলিয়া যাইতেছেন! দিন কোন্ পথে অতিবাহিত হইতেছে তাহা জানেন না! আহার, নিদ্রা, পিপাসাদি সমস্তই বিস্মৃত। ভোলার মন মায়ের ভাবে উন্মত্ত, নয়নদ্বয় মায়ের অনুপম রূপেই নিমগ্ন; ভোলা যে দিকে তাকান সেই দিকেই মাকে দেখেন! ভোলার নয়ন মা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না। মুখেও মায়েরই কথা! মায়ের গুণ গান ব্যতীত আর কিছুই ভোলার মুখে শুনিতে পাইবে না. কিন্তু মায়ের সহিত কথোপকথন কেবল জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই হয়। কারণ অন্য সকল বাড়ীতেই অতিশয় ধূম ধামের পূজা সর্ব্বদাই লোক জনের কলরব ও ভীড় ভাড় থাকে, কিন্তু জ্ঞানানন্দের সাত্ত্বিকী পূজা. তাহাতে বাহ্য আগড়ম বাগড়ম বড় কিছু নাই; সুতরাং অনেকটা নির্জ্জন; জগদম্বার পূর্ণ প্রভাও জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই পরিলক্ষিত হয়; এজন্য জ্ঞানানন্দের বাড়ী ভোলার কথোপকথনের স্থান। আজ বেলা তিনটার সময়ে ভোলাদাস জ্ঞানানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত। এদিকে

অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজন ও দুঃখী দরিদ্রাদির প্রসাদ পাওয়া মিটিয়া গিয়াছে; জ্ঞানানন্দ ভোলাদাসেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন; ভোলাদাসই তাঁহার মহাযজ্ঞের মুখ্যতম ব্রাহ্মণ, ভোলাদাস প্রসাদ গ্রহণ না করিলে জ্ঞানানন্দ আহার করেন না। ভোলাদাস আসিয়া জগদম্বাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হওয়া মাত্রেই, জ্ঞানানন্দ হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ভোলাদাসকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, এবং পরমানন্দের সহিত উভয়েই জগদম্বার প্রসাদামৃত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ব দিবস অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞানানন্দ কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত শয়ন করিলেন, অন্যান্য সকলেও সেই কারণেই শয়িত, সুতরাং এখন কিছু কালের নিমিত্ত মণ্ডপ ঘর নির্জ্জন। যদিও অন্যান্য লোক জন জগদম্বার দর্শনে অজস্রই গতায়াত করিতেছে, কিন্তু তাহারা বাহির হইতেই মাকে দেখিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং মণ্ডপে কোন গোলযোগই নাই। তখন ভোলাদাস মায়ের নিকট উপবিষ্ট হইয়া গত দিনের সেই অর্দ্ধালোচিত বিষয়টি উপস্থিত করিলেন।

ভোলাদাস। মাগো! কা'লকার সেই কথাটি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা রহিয়াছে; তুই কা'ল বলিয়াছিস যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য

বিষয়ের দ্বারাই তোর পূজা করিতে হয়, কিন্তু মা! কোন্ বিষয়ের দ্বারা, কিরূপে তোর পূজা করিতে হয়, কিরূপেই বা তদ্দ্বারা বিষয়াসক্তি বিদূরিত হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের উপভোগই বা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তোর প্রতি অনুরাগই বা কিরূপে তদ্দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আত্মাভিমান নিবৃত্তিই বা কিরূপে হয়, ইত্যাদি গূঢ় রহস্য আমি কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারি নাই; মা! তুই একবার ভাল করিয়া বল, তাহা হইলে সেই রূপই চেষ্টা করিয়া দেখিব। মাগো! পরিপূর্ণ বিষয়ানুরাগ, এবং পরিপূর্ণ সুখ তৃষ্ণা থাকিলেও, জীব কিরূপে আপন মমতা আপন কর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত হইবে, কিরূপে তোর সংসারের কার্য্য বলিয়া সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সকল দায় এড়াইবে এবং তোর নিকটে থাকিবে, সেই অদ্ভুত রহস্য না জানিতে পারিলে, আমার শান্তি হইতেছে না, মা! আজ সেই বিষয়টি বলিতে হইবে।

জগদম্বা। বৎস! একথা অতি রমণীয় বটে; কিন্তু তুমি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ করিও; নচেৎ ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবে না।

সংসারের সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুর দ্বারা আমার সেবা করিলেই, জীবের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং সেই বিষয়গুলিও নয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের

ভোগ্য বলিয়া নয় ভাগেই বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন তাহার বিশেষ বিবরণ শুন।

প্রথমে, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ;—সংসারের প্রত্যেক লোকেই আপনাপন পুত্র কলত্রাদিকে আত্ম সম স্নেহ করিয়া থাকে এবং আপনি যাহা ভালবাসে, সেই সকল ভোগ্য বস্তুর দ্বারাই স্ত্রীপুত্রাদির পরিচর্য্যা করে। এমন কি, অনেক স্থলে, যদি দ্রব্যাদির ত্রুটি থাকে, তবে স্বয়ং ভোগ না করিয়াও, নিজের প্রিয় বস্তুর দ্বারা, স্ত্রীপুত্রাদিকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, তাহা কেন করে, তদ্দ্বারা তাহাদের নিজের কি ফল সাধিত হয়, তাহা তুমি অবগত আছ ?

ভোলাদাস। মা ! এ কথা জিজ্ঞাসিলি কেন ? ইহাতো সকলেই জানে ! স্ত্রী পুত্রাদিকে আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার বিষয় ভোগ করাইতে পারিলে, নিজেরই বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ হয়—নিজের সুখ বোধ হয়,—নিজেই যেন ভোগ করিতেছি এইরূপ মনে হয়। এজন্য সকলেই তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রিয়দ্রব্য ভোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করে। স্ত্রী বা পুত্রটীকে যদি নানা প্রকার বেশ ভূষায় সজ্জিত করা যায়, তবেই নিজের বেশ ভূষা করার সমান ফল হইয়া থাকে, ঐ বেশ ভূষা, যেন, আমি নিজেই করিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া পরম সুখের অনুভূতি হয়। আপনার প্রিয়

নানাপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য, যদি স্ত্রী পুত্রাদিকে আহার করান যায়, তবে মনে হয়, যেন, আমি নিজেই ঐ সকল দ্রব্য আহার করিলাম ; সুতরাং নিজের আহার করার ন্যায়ই তৃপ্তি সুখের অনুভব হয়। অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ হয়।

জগদম্বা।—স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারে বিষয় ভোগ করিলে, নিজের পরিতৃপ্তি ও সুখবোধ হয় কেন ?

ভোলাদাস। তাহা আমি বলিতে পারি না, ওরূপ হয় কেন তাহা, মা, তুইই জানিস, তুইই তাহা বুঝাইয়াদে।

জগদম্বা।—স্ত্রী পুত্রাদির উপরে আত্মাভিমানই ইহার একমাত্র কারণ ; লোকে স্ত্রী ও পুত্রাদিকে আপনার আত্মা হইতে বড় পৃথক্ ভাবে দেখে না ; তাই স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রিয় বিষয়ের ভোগ করাইতে পারিলে, নিজেরই ভোগ করা হইল বলিয়া মনে করে এবং নিজের ভোগের ন্যায়ই তৃপ্তি-সুখের অনুভব করে। আবার যখন এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটে, যখন স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আত্মাভিমান থাকে না, তখন আর এরূপ তৃপ্তি ও হয় না। এখন কারণ বুঝিতে পারিলে ?

ভোলাদাস।—হ্যাঁ মা, বুঝিলাম ; এখন অন্য কথা বল !

জগদম্বা।—আমার প্রতি যাহার ঐকান্তিক অনুরক্তি থাকে, যে আমাকে অকল্পিত-মাতৃভাবে দৃষ্টি করে, তাহারও আত্মার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, সুতরাং তাহার নিজের প্রিয়তম ভোগ্য দ্রব্য সমূহ, আমাকে ভোগ করাইয়াই, নিজের ভোগ-সুখ অনুভব করিতে পারে। বস্ত্র, ভূষণ, ও গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা আমাকে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেই বস্ত্র-ভূষণাদির ব্যবহার-জনিত সুখের অনুভব করে। চর্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয়াদি নানাবিধ দ্রব্য, আমাকে সমর্পণ করিয়া, নিজেই ভোজন সুখের সুখী হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, ক্ষণিক মাতা, পিতা, বা পুত্র কলত্রাদির পরিপুষ্টি এবং বিষয় ভোগের দ্বারা যেমন নিজের, সেই অধ্যারোপিত ভোগ সুখ ভিন্ন, আত্মগত ভোগ সুখ কিছু মাত্রই নাই, আমার অর্চ্চনায় সেইরূপ নহে; প্রকৃত শ্রদ্ধা বা অনুরাগ সহকারে আমার অর্চ্চনা করিলে, সেই অধ্যারোপিত সুখও হয়, আবার নিজের ভোগেরও বঞ্চনা হইতে পারে না; আবার স্ত্রী পুত্রাদির ভোগ জনিত সেই আধ্যারোপিত সুখও হইতে পারে। কারণ এমন অনেক উপহার আছে, যাহা, আমার সঙ্গে সঙ্গে দাতা নিজে ও ভোগ করিয়া ভোগানুরাগ চরিতার্থ করে, এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গে ও ভোগ করিতে পারে। নানা প্রকারে সুসজ্জিত,

স্বর্ণ রজতাদি খচিত, নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্রিত মণ্ডপালয়ে আমাকে সংস্থাপিত করিয়া ভক্ত ও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত আমার নিকটেই সর্ব্বদা থাকে ; অতএব আমাকে উত্তম গৃহে বাস করাইয়া, যে অনুপম তৃপ্তি সুখ হয় তাহাও ভক্তের ঘটে ; আবার নিজেও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সেই গৃহের বসতি সুখ উপভোগ করে। আবার নানা প্রকার সুগন্ধি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা আমার বেশ ভূষাদি করাইয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখেরও অনুভব করে, আবার নিজের এবং স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারা ও যে ঐ সকল দ্রব্যের ঘ্রাণাদি পরি গৃহীত হয় না, তাহাও নহে। তৎপর, আমাকে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য নিবেদন করিয়া, অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখেরও অনুভব করে, আবার আমার প্রসাদ গ্রহণের দ্বারা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত নিজ রসনাও চরিতার্থ হয়। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক উপহারেই ত্রিবিধ বা ত্রিগুণিত ভোগ সুখের উপভোগ করিয়া, বিষয় ভোগের অনুরাগ সফল করিতে পারে। কিন্তু আমাকে না দিয়া ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রাদিকে ভোগ করাইয়া, কেবল সেই অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখেরই উপভোগ হয়, তৎসঙ্গে নিজের ভোগ হওয়া, কদাচিৎ কোন বিষয়েই সম্ভবে। আর যদি কেবল নিজেই ভোগ করে, তাহা হইলেও পিতা মাতা প্রভৃতির ভোগ-জনিত অধ্যারোপিত-

সুখের ভোগ ঘটিল না। অতএব আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত, আর কোন প্রকারেও, উক্ত ত্রিবিধ সুখভোগ হয় না, কেবল আমাকে নিখিল ভোগ্য বস্তু সমর্পণ করিলেই উক্ত উভয় প্রকারে ভোগানুরাগ চরিতার্থ হইতে পারে। এই হইল প্রকৃত ঘটনা। এখন, এই উভয়বিধ ভোগ-প্রণালীর মধ্যে (আমাকে কোন বিষয় না দিয়া, কেবল নিজেই স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ভোগ করা, এবং আমাকে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ ভোগ করা, এতদুভয়ের মধ্যে) যে বিশেষ রহস্য আছে তাহা শ্রবণ কর।

আমাকে ভোগ করাইয়া, আমার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করা, আর আমাকে না দিয়া কেবল নিজে নিজে ভোগ করা, এতদুভয়ের মধ্যে, ফলের বিশেষ বিভিন্নতা আছে! প্রথম প্রণালীর ভোগে, তাহার বিষয়ানুরাগ, ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, আমার অনুরাগে পরিণত হইবে, এবং অবশেষে, আমাকেই প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আর দ্বিতীয় প্রকার ভোগ প্রণালীর অনুসরণ করিলে, বিষয়ানু-রাগ-বহ্নি, ক্রমেই উদ্দিখ ও অশমনীয় হইয়া জীবকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, নানা প্রকার পাপ কর্ম্মে বিনিযুক্ত করিবে এবং আমা হইতে বহু দূরবর্ত্তী করিয়া তুলিবে। ইহার হেতু বলিতেছি শ্রবণ কর,—

আমাকে বিষয় ভোগ করাইয়া যে অধ্যারোপিত

তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে, তাহা বিষয়ানুরাগ-জনিত হইলেও, আমার অনুরাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমার প্রতি অনুরাগ না থাকিলে, আমাকে ভোগ করাইয়া কাহারও অণুমাত্র তৃপ্তি সুখ হইতে পারে না। যাহার যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগ থাকিবে, সে সেই পরিমাণেই তৃপ্তি সুখ পাইবে, অতএব আমার প্রতি অনুরাগই প্রবলতম কারণ হইল এবং বিষয়ানুরাগ কিছু অন্তরাল স্থিত, বা ব্যবহিত, কারণ হইল। ভাবিয়া দেখ, পুত্র বৎসল ব্যক্তি যে, পুত্রকে নানাবিধ দ্রব্য আহার করাইয়া তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে, পুত্র বৎসলতা বা পুত্রানুরাগই তাহার মুখ্যতম কারণ এবং বিষয়ানুরাগ তাহার ব্যবহিত কারণ।

আবার ইহাও জানিবে যে, আমার প্রতি ভক্তি বা অনুরক্তি, যেমন আমার ভোগ জনিত তৃপ্তি সখের কারণ, আবার সেই তৃপ্তি সুখও তেমন আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ। আমার প্রতি অনুরাগেব দ্বারা আমাকে নানাবিধ বিষয় ভোগ করাইয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখ অনুভব করে, আবার, তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করে বলিয়াই ক্রমে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহারা বৃক্ষ ও বীজের ন্যায় উভয়েই উভয়ের কার্য্য ও কারণ রূপে নিবদ্ধ।

এতদ্দ্বারা এই নিশ্চয় হইল যে, আমাকে ভোগ

করাইয়া নিজে ভোগ করিলে, উহার বিষয়ানুরাগ ক্রমে খর্ব্ব ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, অনুরাগ পূর্ণহৃদয়ে আমাকে নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তুর ভোগ করাইয়া, তৃপ্তি লাভ করিতে করিতে যেমন আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাহার অনুপম রসাস্বাদও হয়। সেই রস এত মধুর, এত প্রিয় যে, এই ত্রিভুবনেও এমন কোন মধুর রস নাই যদ্দ্বারা তাহার তুলনা করা যায়; অতএব যখন সেই অনুপম অমৃত রসের স্বাদ গ্রহণ হয়, তখন বিষয় রসের স্বাদ, ক্রমেই ঘৃণিত ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, অগত্যাই বিষয়ানুরাগ কমিতে থাকে। এইরূপে, আমার অনুরাগটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, অবশেষে, বিষয়ানুরাগ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেই জীব কৃতার্থ হইল।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে ভোগানুরাগ নিবৃত্তি প্রকার দর্শনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জগদম্বা। আবার আমার প্রসাদ আহার করিয়া এবং আমাতে সমর্পিত পুষ্প, চন্দন, ধূপ, গুগ্‌-গুলাদির ঘ্রাণাদি লইয়া, যে, ঘ্রাণ, রসনা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সুখ উপভোগ করে, তদ্দারাও বিষয়ানুরাগের ক্ষয় এবং আমার অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকে ; অবশেষে, আমার সহিত একাত্মতা হইয়া, বিষয়ানুরাগ এককালেই বিনষ্ট হয়, জীব কৃতকার্য্য হয়।

ভোলাদাস। হা মা! তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? তোকে ভোগ করাইয়া, যে তৃপ্তি সুখ লাভ হয়, তাহার মূল কারণ তোর প্রতি অনু-রাগ, সুতরাং, তাহার বৃদ্ধি হইলে বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা বুঝিলাম ;—কিন্তু আপনি তোর প্রসাদ ভোগ করিয়া, আপনি রসনাদি চরিতার্থ করিয়া, তদ্দারা, বিষয়ানুরাগের বৃদ্ধি ভিন্ন, তাহার নিবৃত্তি কিরূপে হইতে পারে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

জগদম্বা।—বৎস! ইহা অতি আশ্চর্য্য রহস্যই বটে; কিন্তু বিষয়টি সত্য তাহাতে সংশয় নাই। আমার প্রসাদাদির দ্বারা রসনাদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় এবং বিষয়ভোগও করা হয় তাঁহা সত্য, কিন্তু তথাপি ভাবের তারতম্যে বিপরীত ফল সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণ ভোগ্য বস্তুর দ্বারা যখন ইন্দ্রিয় সমূহকে চরিতার্থ করে তখন, সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা, ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যেই দ্রব্যাদির আহরণ করে, সুতরাং তদ্দ্বারা বিষয়ানুরাগানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে থাকে; কিন্তু আমার প্রকৃতানুরাগী ভক্ত হইলে, ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদ করা তাহার উদ্দেশ্য থাকে না এবং ভোগ কালেও, কেবল ভোগ্য দ্রব্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করে তাহা নহে। সে আমারই নিমিত্ত নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্যেরআহরণ করে, সুতরাং তাহার দ্রব্যাহরণের কারণ বিষয়ানুরাগ নহে, কিন্তু আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ। অতএব তাহার দ্রব্যাহরণ করাও আমার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশক; সুতরাং উহা বিষয়ানুরাগের নিবর্ত্তক, এবং আমারই অর্চ্চনা বা উপাসনা বিশেষ বলিয়া গণ্য। তৎপর সে যে, উক্ত ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদ করে, তাঁহা আমার প্রসাদ রসাস্বাদের অন্তরালেই অবস্থিতি করে। ক্ষীররস বিমিশ্রিত শর্ক-

রোদকের আস্বাদ কালে, যেমন মিষ্ট রসের অন্তর্গত অম্লরস থাকে, আমার প্রসাদ গ্রহণ কালেও তেমনি, আমার প্রসাদামৃত রসের অন্তর্গতই দ্রব্যের রস থাকে। অবশ্যই, শর্করোদক আর অম্লরসের ন্যায় আমার প্রসাদ আর ভোগ্য দ্রব্য পৃথক্ বস্তু নহে তাহা সত্য, কিন্তু ভক্ত, হৃদয়ের ভাবের দ্বারা আমার প্রসাদকে সাধারণ দ্রব্য হইতে পৃথক্ করিয়া লয়। সে যখন ভোগ করে, তখন আমার প্রসাদ বলিয়াই ভোগ করে, ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদকেই প্রসাদের রসাস্বাদ বলিয়া মনে করে, তাহার রসনায়, প্রসাদ রসের অন্তর্নিহিত হইয়া দ্রব্যের রস অনুভূত হয়, সে আমার প্রসাদেরই রসাস্বাদের দ্বারা আত্মা, অন্তরিন্দ্রিয়, বাহ্যেন্দ্রিয় এবং দেহকে চরিতার্থ মনে করে। সে যে তৃপ্তিলাভ করে, তাহাও আমার প্রসাদ গ্রহণেরই তৃপ্তি; বস্তুর রস জনিত তৃপ্তি তাহার অন্তরালে থাকে, ইহা তুমি স্বয়ংই বিশেষ রূপে অবগত আছ। অতএব এইরূপ ভোগ, "বিষয়ের ভোগ" হইলেও, "বিষয়-ভোগ" মধ্যে পরিগণিত হয় না, উহা আমার "প্রসাদ-ভোগ" বলিয়াই আমি গণ্য করিয়া থাকি! সুতরাং এইরূপ বিষয় ভোগের দ্বারা আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া, বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইতে থাকে।

এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই, আমার সুপুত্র ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, "অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্দেবায়ানিবেদিতম্," "যে ভক্ষ্য দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করা হয় না, তাহা বিষ্ঠা স্বরূপে গণ্য, আর পেয়দ্রব্য নিবেদিত না হইলে মূত্র বলিয়া পরিগণিত হয়" এবং "বিষয়াকৃষ্ট চিত্তস্য যন্মহৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তুনাং ভগবত্যৈসমর্পণম্" "যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ের দ্বারা সমাকৃষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত, উপযুক্ত মহৌষধ বলিতেছি,—ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে তৎ সমস্তের দ্বারাই জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে, তবেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইবে।" আবার ভগবদ্গীতাতেও শ্রীমান অর্জ্জুন কে আমি রূপান্তরে বলিয়াছি; "ভুঞ্জন্তে কিল্বিষং পাপং যে পচন্ত্যাত্ম কারণাৎ" "যাহারা আপনার উদর পূর্ত্তি উদ্দেশে পাকাদি করে, সেই পাপ বৃত্তি পুরুষগণ সাক্ষাৎ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। কিন্তু দেবার্থে পাকাদি করিলে তাহাকে অমৃত বলে।" এবং "অভ্যাসেপ্য সমর্থোসি মৎকর্ম্ম পরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি" "যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্মপরায়ণ হও। সর্ব্বদা যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিলে,

সেই কর্ম্ম দ্বারাই জীব বিষয়ানুরাগ হইতে বিমুক্ত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে।" এইরূপ সর্ব্বত্রই কথিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে ভোগ্য সমর্পণং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জগদম্বা।—এইক্ষণে ভোগ্য বস্তু সমর্পণের প্রণালী বলিতেছি,—প্রথমে, বাগিন্দ্রিয়ের ভোগ্য বাক্যসমর্পণের নিয়ম শ্রবণ কর।—বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি সর্ব্বদা আমার গুণ কীর্ত্তন এবং স্তোত্রাদি করে, তবেই আমাকে বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণ করা হইল। এইরূপ করিলে, বাগিন্দ্রিয় ও চরিতার্থ হয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের অনুরাগটি, আমার অনুরাগেই বিমিশ্রিত হইয়া, বিনষ্ট-প্রায় ক্ষীণাবস্থায়, আমার অনুরাগের অন্তরালে অবস্থিতি করে, অবশেষে, উহা আমার অনুরাগে

পরিণত হয়। কারণ আমার গুণালাপ বা আমার স্তব স্তোত্রাদির নিমিত্ত যে বাগিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয়, তাহার মুখ্য কারণ আমার প্রতি অনুরাগ, বাগিন্দ্রিয় চরিতার্থ করার অনুরাগ তাঁহার গৌণতম কারণ। স্নেহ রসে পুলকিত হইয়া পুত্রকে, "বাবা" 'বাছা' "ধন" প্রভৃতি স্নেহাক্ত বাক্যালাপ কালে, যেমন পুত্রানুরাগই মুখ্য রূপে হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, এবং বাক্ প্রবৃত্তির অনুরাগ অলক্ষিত ভাবে থাকে, তাহার উপলব্ধিও হয় না; আমার স্তোত্র আমার গুণ কীর্ত্তন এবং আমার সম্বোধনাদি কালেও, সেইরূপই জানিবে, তখনও ঐ বাক্যাবলী প্রয়োগে যে সুখ বা পরিতৃপ্তি জন্মে, তাহা বিষয় সুখ হইলেও আমার ভাব বিমিশ্রিত থাকাতে আমার সম্বন্ধীয় তৃপ্তি সুখের মধ্যেই পরিগণিত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

ভোলাদাস।—মা, তুই যাহা বলিস, বুঝিলাম, কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে, আরও কতশত কথা বলিতে হয়, সর্ব্বদাই কেবল তোর কথালাপ করিলে চলে না, অতএব সেই সকল কথা, কিরূপে তোকে সমর্পণ করিবে, তাহা বলিয়া দে।

জগবম্বা।—ভোলাদাস! সে সকল কথাও আমাতেই সমর্পিত হইতে পারে। সংসারকে যে ব্যক্তি আমার

সংসার বলিয়া স্থিরতর বিশ্বাস রাখে, তাহার সংসার বিষয়ক কথা ও আমার সম্বন্ধীয় কথার মধ্যে গণ্য, কারণ আমার সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করা মানসেই ঐ সকল বাক্যালাপের প্রবৃত্তি হয়, অতএব তাহাও আমার উপাসনাক্রিয়ারই অন্তর্গত হইবে এবং তাহাও বিষয়ানুরাগ নিবর্ত্তক হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ-বর্দ্ধক হয়।

কিন্তু আমার গুণসঙ্কীর্ত্তন এবং বাক্যালাপের ও আবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে, তাহার অন্যথা হইলে প্রকৃতফল লাভ হইতে পারেনা। অতএব তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর ;—বিষয়ের প্রভেদে বাক্য প্রয়োগ, প্রথমে, তিন ভাগে বিভক্ত। তামস বাক্য প্রয়োগ, রাজস বাক্য প্রয়োগ এবং সাত্ত্বিক বাক্য প্রয়োগ। "তামস ভাব" বা তামস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে 'তামস বাক্য' বলে। "রাজস ভাব" প্রকাশক বাক্যকে "রাজস বাক্য" এবং 'সাত্ত্বিক ভাব' প্রকাশক বাক্যকে 'সাত্ত্বিক বাক্য' বলে। ভয়ানক, রৌদ্র, এবং বীভৎস রস সম্মিশ্রিত ভাবকে "তামস ভাব" বলে। শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, ও হাস্যরস সম্মিশ্রিত ভাবকে "রাজস ভাব" এবং করুণ আর শান্তি রস বিমিশ্রিত ভাবকে "সাত্ত্বিক ভাব" বলে। অতএব ভয়ানক রৌদ্র এবং বীভৎস ভাব প্রকাশক বাক্যই তামস বাক্য;

শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত এবং হাস্যরস প্রকাশক বাক্যই রাজস বাক্য; আর করুণ এবং শান্তরস প্রকাশক বাক্যই সাত্ত্বিক বাক্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

আবার লোকের প্রকৃতি ও সাত্ত্বাদি গুণভেদে; প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত, তৎপর, তাহার এক এক প্রকারের অবান্তরে আবার নানাবিধ প্রভেদ আছে। যথা,—'তামস প্রকৃতি' 'রাজস-প্রকৃতি' এবং 'সাত্ত্বিক-প্রকৃতি'। সত্ত্ব এবং রজোগুণ সামান্য মাত্রায় থাকিয়া, যাহাদের তমোগুণের প্রবলতা থাকে, তাহাদিগকে 'তামস-প্রকৃতি' বলে; সত্ত্ব আর তমোগুণের অল্পতা এবং রজোগুণের অত্যন্ত প্রবলতা থাকিলে "রাজস-প্রকৃতি" বলে, আর রজ এবং তমোগুণের অত্যন্ত অল্পতা এবং সত্ত্বগুণের প্রবলতা থাকিলে "সাত্ত্বিক-প্রকৃতি" বলে। ইহারই আবার পরিমাণের তারতম্যে মানুষের অসংখ্য প্রকার প্রকৃতি-ভেদ দেখিতে পাও।

এই প্রকৃতির প্রভেদে, বিষয়রসাস্বাদের পার্থক্য হইয়া থাকে, একই বিষয় সকল প্রকৃতির লোকে সমভাবে ভালবাসে না। যাহা রাজস প্রকৃতির প্রিয় তাহা তামস এবং সাত্ত্বিকের অপ্রিয়, আবার যাহা সাত্ত্বিকের প্রিয় তাহা রাজস তামসের অপ্রিয়। কিন্তু তামস ব্যক্তির তামস বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে। আর রাজস ব্যক্তির প্রিয়

রাজস বিষয় এবং সাত্ত্বিক বিষয় সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয়। বৎস! আমি রূপান্তরে ভগবদ্গীতার সপ্তদশাধ্যায়ে, "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সাস্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈবতামসী চেতিতাং শৃনু। সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত! শ্রদ্ধাময়োয়ং পুরুষোযোযচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বিস্তার ক্রমে এ বিষয় বলিয়াছি। তদ্ব্যতীত, সাধারণ অনুভবের দ্বারায়ও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অতএব, ভয়ানক, রৌদ্র, এবং বীভৎস, এই তিন রসই তামস প্রকৃতির প্রিয়তম হয়। শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত এবং হাস্যরস, রাজস প্রকৃতির প্রিয়তম হয়; আর করুণ এবং শান্তিরস সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রিয়তম হয়। এইরূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও যথাযোগ্য যোজনা করিয়া লইবে। এই গেল বস্তুরহস্য, এখন আমাকে অর্পণ করার প্রণালী শুন।

উপাসকদের মধ্যে, যে, যে গুণের প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক, সে, সেই গুণ বিমিশ্রিত বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসনা করিবে। কারণ সেই গুণযুক্ত বিষয়ই তাহার প্রিয়তম। প্রকৃতির বিপরীত-গুণযুক্ত বিষয় হইলে, তাহা অন্যের প্রিয় হইলেও, তদ্দ্বারা আমার সেবা করিবে না, কারণ সেই দ্রব্য তাহার নিজের অপ্রিয়। যাহা নিজের প্রিয় বিষয় নহে, তাহা অন্যের

প্রিয়তম হইলেও তদ্দ্বারা আমার সেবা করিলে কিছুমাত্র ইষ্ট ফল সাধিত হয় না, তদ্দ্বারা বিষয়ানু-রাগের কিছুমাত্র হ্রাস কিম্বা আমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাদি কিছুই হইতে পারে না, কেবল বৃথা অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম মাত্রই হয়। এইজন্যই আমার পুত্রগণ বলিয়াছেন "কালিকামাত্মবৎ পশ্যেৎ তথা সেবেত চাত্মবৎ" "কালিকাকে আপনার প্রকৃতির অনুরূপে চিন্তা করিবে, এবং আপনার মতই সেবা করিবে।" আবার ভাগবতেও, আমি রূপান্তরে (বিষ্ণুরূপে) বলিয়াছি যে, "যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয় মাত্মনঃ। তত্ত ন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্প্যতে।" "যাহা সকলের প্রিয় তাহা আমাকে নিবেদন করিবে এবং যাহা নিজের প্রিয়তম বস্তু; সর্ব্ব সাধারণের অপ্রিয় হইলেও, তাহাই আমাকে দিবে। কারণ তদ্দ্বারাই অনন্ত ফল লাভ করিতে পারে"। আবার বিষ্ণুসংহিতায়ও লিখিত আছে যে, "নাভক্ষ্যং দদ্যান্নৈ-বেদ্যং" "যাহা নিজের ভক্ষণীয় নহে এরূপ নৈবেদ্য (উপচার) দিবে না, অর্থাৎ যাহা নিজের ভক্ষণীয় তাহাই দিবে।

এখন ফলকথা এই হইল যে, যে ব্যক্তি তমঃ-প্রকৃতিক লোক সে, বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ার্পণ কালে, আমার বীভৎস, ভয়ানক এবং রৌদ্র রসের প্রকাশক

যে সকল কর্ম্ম আছে তাহারই কীর্ত্তন ও আলোচন করিবে এবং সেই ভাবেই স্তব স্তোত্রাদি করিবে। যে ব্যক্তি রজঃ-প্রকৃতিক সে আমার, শৃঙ্গার রস বীর রস ও হাস্যরস প্রকাশক কর্ম্মের কীর্ত্তন ও আলোচনাদি করিবে। আর যিনি সত্ত্ব প্রকৃতিক তিনি আমার করুণ এবং শান্তরস প্রকাশক কর্ম্মের কীর্ত্তনাদি করিবেন। এজন্যই প্রিয়পুত্র শ্রীমান্ বেদব্যাসাদি মহর্ষিগণ, সকল প্রকার লোকের উপকার মানসে, আমার তামসাদি সকল প্রকার ক্রীড়া কর্ম্মাদিগুলিই লিপিবদ্ধ করিয়া মহাভারত এবং ষটত্রিংশৎ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এইরূপ নিয়মের অন্যথা করিলে বিপরীত ফললাভ হয়। যদি কোন তামস প্রকৃতিক মানব আমার শান্ত, করুণ, ও বীরাদি সাত্ত্বিক-রাজস রস প্রকাশক বিষয়ের কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে; তবে তাহার বাগিন্দ্রিয় জনিত তৃপ্তি সুখও হয় না, কিম্বা তদ্বিষয়ে অনুরাগও পরি-সমাপ্ত হয় না, এবং তাহার আপন প্রকৃতির অনুমোদিত, সেই বীভৎস্যাদি রস প্রকাশক বিষয়ের আলোচনার অনুরাগও হৃদয় মধ্যেই সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং সেই অনুরাগ বশবর্ত্তী হইয়া সে, অন্য সময়ে, অসদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, তবেই অধোগতি হইল। কিন্তু সে যদি আমার

বীভৎস ও রৌদ্র রসাদি প্রকাশক গুণানুবাদ করে, তবে তাহার বাগিন্দ্রিয় জনিত তৃপ্তি সুখ আর আমার গুণানুবাদের তৃপ্তিসুখ, এতদুভয়ই হইল। এবং আমার প্রতি একান্ত অনুরাগ পূর্ব্বক যদি ঐরূপ গুণানুবাদ করে তবে বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ানুরাগও আমার অনুরাগের অন্তরালে পড়িবে; বাগিন্দ্রিয়ের চরিতার্থ জনিত, সুখও, আমার গুণানুবাদ জনিত তৃপ্তি সুখের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং উহার ঐ বীভৎসাদি রস ঘটিত বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও, আমার উপাসনা মধ্যে পরিগণিত হইবে, এবং উহা বাগিন্দ্রিয় পরিচালনার ফল না জন্মাইয়া আমার উপাসনার ফলই জন্মাইবে, আবার আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিও করিবে। সেই অবস্থায় হৃদয়ের তমোভাব ক্ষীণ হইয়া রজোভাব প্রাদুর্ভূত হইবে। তখন আবার, রজঃ প্রকৃতির অনুমোদিত, আমার শৃঙ্গার রসাদি প্রকাশক ক্রীড়া কর্ম্মের কীর্ত্তনাদি করিবে। পরে আবার উক্ত নিয়মানুসারেই উন্নীত হইয়া সত্ত্বগুণের প্রকৃতি হইবে, তখন আমার করুণ এবং শান্তরসোদ্দীপক ক্রীড়াদির কীর্ত্তন করিতে থাকিবে। পরে উক্ত নিয়মানুসারে, তাহাতেও উন্নতি লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন সমস্ত অনুরাগ বিনষ্ট হইয়া কেবল আমার প্রতি অহেতুক অনুরাগ মাত্র বিরাজিত

থাকিবে; তবেই জীব কৃতকার্য্য হইল। এইরূপে বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসনা করিতে হয়।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
উপাসনাযোগে বাগিন্দ্রিয় বিষয় নিবেদন
প্রক্রিয়া কথনং নাম সপ্তদশঃ
পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস। মা গো! তোর একটা কথায় বে অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম! মা, তুই এখন বলিলি যে, আদিরস ঘটিত তোর যে সকল ক্রীড়া কর্ম্মাদি আছে, তাহা রজোগুণ প্রকৃতিক লোকের কীর্ত্তনীয়, কিন্তু অথর্ব্ববেদে, তন্ত্র শাস্ত্রে এবং কোন কোন পুরাণ শাস্ত্রে যে, তোর ঐরূপ ক্রীড়া কর্ম্মাদি আছে, তাহাতো কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতিক লোকেরই আলোচনীয়, এবং কীর্ত্তনীয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে তোর কোন্ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব।

জগদম্বা। বৎস! স্থির হও, শাস্ত্রে কখনও মিথ্যা কথা থাকে না, শাস্ত্রের সমস্তই সত্য। তন্ত্র এবং তন্ত্রানুসারি-পুরাণাদিতে, আদিরসের ন্যায় প্রতীয়মান যে সকল বিষয় আছে, তাহা আদিরস নহে এবং সেই সকল ক্রীড়া কর্ম্মাদিও আদিরস প্রকাশক নহে; তাহা শান্ত রস প্রকাশক। যাহারা নিতান্ত অন্ধ, নিতান্ত জড়বুদ্ধি, তাহারা উহার গূঢ়মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া, কেহ শৃঙ্গার রস, কেহ বীভৎস রস, কেহ বা ভয়ানক রসাদির বিষয় বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি। কিন্তু, এ বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম ও দুর্ভেদ্য, সুতরাং ইহা বুঝাইতে হইলে বিস্তার পূর্ব্বক বলা আবশ্যক, এবং অনেক বিষয় অবতারণা করিতে হয়, কিন্তু তাহার এখন সম্ভাবনা নাই, স্থানান্তরেই ইহা জানিতে পাইবে।

ভোলাদাস। মাগো! তন্ত্রে যেসকল বিষয় লিখিত আছে তাহা যদি আদিরস ঘটিত না হয়, তবে কোন্ ক্রীড়া আদিরস ঘটিত তাহা বুঝাইয়া দে।

জগদম্বা। আমি এবং দেবদেব সম্বন্ধে, কিম্বা আমাদেরই রূপান্তর বিষ্ণু এবং লক্ষ্ম্যাদি সম্বন্ধে, আদি-রসের ন্যায় প্রতীয়মান যে সকল ক্রীড়াদি লিখিত আছে তৎসমস্তই শান্তিরস বলিয়া জানিবে। আর আমার কৃষ্ণাবতারে, গোপীগণের সহিত যে সকল ক্রীড়াদি

লিখিত আছে, তাহাই আদিরস ঘটিত বলিয়া জানিবে। এখন হস্তেন্দ্রিয়ের বিষয় সমর্পণের প্রণালী শ্রবণ কর।

হস্ত এবং পদেন্দ্রিয়ের দ্বারা দুই প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এক,—স্বতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া, দ্বিতীয়—পরতঃ প্রবৃত্তা-ক্রিয়া। কেবল মাত্র হস্ত ও পদেন্দ্রিয়ের পরিচালনাদি জনিত তৃপ্তি লাভার্থে যে হস্ত পদের ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহাই হস্ত পদের স্বতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া। আর অন্য ইন্দ্রিয় বৃত্তি-চরিতার্থতার নিমিত্ত যে হস্ত পদের ক্রিয়া করা হয় তাহাই পরতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া। কেবল আমাদের নিমিত্ত অন্যের সহিত নিযুদ্ধ করা (হাতাহাতী ও বল প্রকাশ করা) এবং ধাবনাদি করাই হস্ত পদের স্বতঃপ্রবৃত্তক্রিয়া। এইরূপ ক্রিয়া কেবল হস্ত আর চরণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভার্থেই অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে হস্ত পদের যত প্রকার ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই পরতঃ-প্রবৃত্তাক্রিয়া! সচরাচর হস্ত পদের যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, তৎসমস্তই পরতঃ প্রবৃত্তাক্রিয়া। কারণ রসনা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদির পরিতৃপ্তির নিমিত্তই প্রত্যেক মনুষ্য সর্ব্বদা হস্ত পদের পরিচালনা করিয়া থাকে। অতএব যে সকল ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার নিমিত্ত হস্ত পদের ক্রিয়া হইবে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের

প্রবৃত্তি যদি, পূর্ব্বোক্তমতে, আমার উপাসনার্থে বিকসিত হয়, তবে সেই হস্ত পদের ক্রিয়াও আমার উপাসনারই অন্তর্গত হইবে, আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি যদি আত্মার্থেই বিকসিত হয় তবে সেই হস্ত পদের ক্রিয়াও আত্মার্থেই পরিগণিত হইবে। মনে কর, আমাকে দর্শন করিয়া নয়নেন্দ্রিয় চরিতার্থ করা মানসে কেহ কোন স্থানে যাইতেছে, কিম্বা নানাবিধ পুষ্প পত্রাদির দ্বারা আমাকে সাজাইয়া দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত হস্তের দ্বারা পুষ্পাহরণাদিকার্য্য করিতেছে। এখন উহার নয়নেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি আমার প্রতি অনুরাগ মূলক হইল অতএব উহার হস্তেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও আমার অনুরাগ হইতেই প্রবৃত্ত হইল; আবার সাধারণ কোন বিষয় দর্শন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যদি গমন করে, কিম্বা নিজ নাসিকা চরিতার্থতার নিমিত্ত যদি পুষ্পাদি আহরণ করে, তবে সেই দর্শন প্রবৃত্তি এবং ঘ্রাণ প্রবৃত্তি উভয়ই বিষয়ানুরাগ মূলক হইল, সুতরাং তাহার ঐ চরণেন্দ্রিয় এবং হস্তেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিও বিষয়ানুরাগ মূলক; অতএব ঐ সকল ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের সমর্পণ প্রণালী বলিলেই হস্তপদের বিষয় সমর্পণ প্রণালী বলা হইবে, সুতরাং পৃথক্‌ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই।

তৎপর, হস্ত পদের স্বতঃ-প্রবৃত্ত-ক্রিয়া যাহা হয় তাহা অতি সামান্য, তদ্দ্বারা কোন ক্ষতি বৃদ্ধির আশঙ্কা নাই, সুতরাং তদ্বিষয়েও বাক্য বিস্তার অনাবশ্যক। এখন উপস্থেন্দ্রিয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি।

ভোলাদাস! সৃষ্টির সময়ে, সৃষ্টি বিস্তার আমারই অভিপ্রেত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং যথা সময়ে ঋতুচর্য্যা করিলে আমারই অভিমত কার্য্য করা হইল; এই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ঋতুচর্য্যা করিবে। তাহা হইলে উহার ইন্দ্রিয়জনিত তৃপ্তিটা, আমার অভিমত ক্রিয়া করিল বলিয়া যে পরিতৃপ্তি জন্মিবে, তাহারই অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে। ক্রমে সেই সুখেরই প্রবলতা হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সুখ ক্ষীণ ও অনুভূত হইবে। এবং ঐন্দ্রিয়িক সুখের অনুরাগও আমার প্রতি অনুরাগের অন্তর্নিহিত হইয়া পড়িবে। অবশেষে কেবল আমার অনুরাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, ইন্দ্রিয়ানুরাগ এক কালে বিনিবৃত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত, উপস্থেন্দ্রিয় ভোগ বাসনা নিবৃত্তির আর একপ্রকার উপায় ও পরিকল্পিত আছে—যাহা তন্ত্র শাস্ত্রে, বীরাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছি; কিন্তু তাহা অতীব গুরুতর বিষয়, এবং অতি উচ্চতম লোকেরই অনুষ্ঠেয়। সাধারণ লোকে তাহার গূঢ় রহস্যে দন্তবেধ করিতেও পারে না, সুতরাং

সেই অনুষ্ঠান করিতেও পারে না, করিতে গেলে কেবল পশুর ন্যায় রিপু চরিতার্থ করিয়া অধঃপতিতই হয়, সুতরাং সে বিষয় এখন বলিব না; তুমি শীঘ্রই অন্য স্থানে, তাহা শুনিতে পাইবে। এখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় নিবেদনের প্রণালী শুন।

নয়নেন্দ্রিয়ের দর্শনীয় বিষয়ের সহিত, যদি আমার ভাব এবং আমার অনুরাগ বিমিশ্রিত থাকে তবেই নয়নের বিষয় আমাতে সমর্পিত হইয়া, দর্শনানুরাগ নিবৃত্ত হয় এবং আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তাহার এই প্রণালী,—রঙ্গ বিরঙ্গের গৃহ, উদ্যান বিচিত্র শয্যাসন, বিচিত্র পরিচ্ছদ ও বিচিত্র ভূষণ মনোহর রূপ লাবণ্যাদিযুক্ত আকৃতি ইত্যাদি যে যে দৃশ্য বিষয়ে লোকে অনুরক্ত হয় তৎসমস্তই আমাতে সমর্পিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি বিচিত্র ভবন ও বিচিত্র উদ্যানাদির অনুরাগী, সে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, আমার নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে, এবং আমার পূজার্থে, আমার দর্শনার্থে, আমার আঘ্রাণার্থে মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করিবে, তৎপর সেই গৃহ এবং সেই উদ্যানাদিকে যথাভিমত পরিসজ্জিত করিবে, তবেই তাহার দর্শনানুরাগ চরিতার্থ হইতে পারে। কারণ ঐ গৃহ ও উদ্যানাদি আমার জন্যেই বিরচিত হইলেও, আমি তাহা অন্য

কোন খানে তুলিয়া লইয়া যাই না, কিম্বা "ইহা আমার, ইহা রামদাসের নহে; রামদাস যেন ইহা কোনরূপে ব্যবহার করে না" এইরূপ বিজ্ঞাপনাদিও দিই না; সুতরাং উহা আমার সামগ্রী হইলেও কর্ত্তা যদি আমাকে প্রকৃত জননী বলিয়া বিশ্বাস করে এবং প্রকৃত অনুরাগী হয়, তবে উহা সন্দর্শন করিয়া, তাহার নিজ গৃহ এবং নিজের বিচিত্র উদ্যানাদি দর্শনের পরিতৃপ্ত হইতে কোন বাধাই নাই। জননীর দ্রব্য হইলেই পুত্রের নিজবৎ বোধ হইতে পারে; জননীর অনুরাগী পুত্র, নিশ্চয়ই জননীর সুখে সুখানুভব করিবে। তৎপর যাহারা বস্ত্র ভূষণাদির অনুরাগী তাহারা নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ, ও গন্ধ, পুষ্প, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও বিচিত্র মাল্যাদি দ্বারা আমাকেই সাজাইয়া তাহার মধুরতা নয়নসাৎ করিবে, আমারই এক এক আকৃতির মনোহর প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া, তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে। ক্ষণস্থায়ী মাতা, পিতা বা পুত্র ভার্য্যাদিকে মনেরমত সাজাইয়া যেমন চাক্ষুষ আনন্দের অনুভব করে, নিজের ভোগ স্পৃহাও যেমন তদ্দ্বারাই চরিতার্থ হয়, আমাকে সাজাইলেও সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ হইবে। আমার প্রতি আপন ভাব থাকা নিবন্ধন

আমাকে সাজাইলেই,—আমার রূপ মাধুর্য্য দেখিলেই, নিজের সজ্জীকৃত হওয়ার সুখ, লাভ করিতে পারিবে, সুতরাং নিজের ভোগ স্পৃহাও চরিতার্থ হইবে। কিন্তু ইহাতে তাহার আত্মার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই; কারণ এইরূপ সন্দর্শনে যদিচ পার্থিব রূপই পরিদৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি আমি উহাতে সম্মিলিত থাকি বলিয়া, উহা আমার সেই অলৌকিক রূপ, আমার সেই কৈলাসপুরী এবং কৈলাসের উদ্যান দর্শনের সমান ফলদায়ক হইবে এবং পার্থিব রূপাদির ভাব অন্তরালে রাখিয়া আমার ভাবই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সুতরাং উহা পার্থিব রূপ দেখার মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, আমার রূপ দর্শনের মধ্যেই গণ্য হইবে। আমার পার্থিব রূপ দর্শনের তৃপ্ত সুখটাও আমার সেই অলৌকিকরূপ সন্দর্শন জনিত সুখের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে, পার্থিব রূপ দর্শনের অনুরাগও আমার অনুরাগের অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে; সুতরাং তাহার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া আমার অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইবে।

ইহার বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও বলা যাইতেছে।

ভোলাদাস। পূর্ব্বোক্ত বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় যেমন গুণ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় ও তেমন, প্রথমতঃ, তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—তামস-

শ্যদৃ, রাজস দৃশ্য এবং সাত্ত্বিক দৃশ্য। যেরূপ দৃশ্য নয়নগোচর হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি এবং শান্ত-করুণরসের পরিদীপনা হয়, নয়ন সুশীতল হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দৃশ্য। যেরূপ দৃশ্য দেখিলে হৃদয়ে অভিমান, ক্রোধ ও দম্ভাদির ভাব পরিদীপিত হইয়া বীর রসাদির পরিস্ফূর্ত্তি হয় এবং যে দৃশ্য নয়নের উত্তেজনা কারক তাহাই রাজসদৃশ্য। আর যে দৃশ্য নয়নসাৎ হইতে বিহ্বলতা, প্রমাদাদির ভাব উদ্দীপিত হয় এবং বীভৎসাদি রসের আবির্ভাব হয়, যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের শিথিলতা সম্পাদন করে, তাহা তামস দৃশ্য। এই ত্রিবিধ দৃশ্যের মধ্যে, যে, যে প্রকৃতির লোক সে সেইরূপ দৃশ্যের দ্বারাই আমার পরিচর্য্যা করিবে। তামস প্রকৃতির লোক তামস দৃশ্যের দ্বারা, রাজস প্রকৃতির লোক রাজস-দৃশ্যের দ্বারা, এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্ত্বিক দৃশ্যের দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিবে। কারণ যে, যে প্রকৃতির লোক, সে সেই প্রকৃতির বিষয়ই অধিকতর ভালবাসে, বিপরীত প্রকৃতির বস্তু কেহই ভাল মনে করে না। যাহা ভালবাসে না, তাহা আমাকে দিলে হানি ভিন্ন কোন উপকার নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে বিষয় বা যে বস্তু যাহার প্রিয়তম, তদ্দ্বারাই আমার পরিচর্য্যা করিবে,

তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে; ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে নয়নেন্দ্রিয়াদি বিষয় সমর্পণোপায় দর্শনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস। মাগো! যদি সমস্ত প্রকার দৃশ্যাবলীর দ্বারা তোরই পরিচর্য্যা করিল, তবে তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার এবং নিজের কি উপায় হইবে, পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদের রূপ লাবণ্যাদি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে নাকি? যদি করে, তবেই তো বিষয়াসক্তি হইবে; সুতরাং আত্মাভিমান আসিয়া আক্রমণ করিবে। আর স্ত্রী পুত্রাদিকে, ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা, পালন না করিলেই বা কিরূপে সংসারাশ্রমে থাকা যায়। এই সংশয় নিরাস করিয়া দে।

জগদম্বা।—ও! না—না, তাহা অবশ্যই করিবে, স্ত্রী পুত্রাদিকে যথাযোগ্য ভূষণ পরিচ্ছদাদির দ্বারা সুসজ্জিত

করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাহাতেও, আমার ভাবটি বিমিশ্রিত থাকিলে, অণুমাত্র অনিষ্ট হইতে পারে না। বৎস! আমি এমন সুকৌশল করিয়া রাখিয়াছি যে, মানব, ইচ্ছা করিলে, সমস্ত কার্য্যই আমার সংস্রব রাখিয়া, নিষ্পন্ন করিতে পারে। আমি এইরূপ বিধি করিয়াছি যে, "পবিত্রবাসাঃ পূতাত্মা শুক্লযজ্ঞোপবীতকঃ। শুক্লোষ্ণীষো বদ্ধ শিখোবভূত্বা সর্ব্বং সমাচরেৎ॥" ইহার অর্থ এই যে, 'ভগবদ্বিষয়ে সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কালেই সুপরিষ্কৃত বসন যুগল পরিধান করিবে, অভ্যঙ্গ স্নানাদি দ্বারা দেহটিকে অতি পরিষ্কৃত রাখিবে, শুক্ল যজ্ঞোপবীত এবং পরিষ্কৃত উষ্ণীষ ধারণ করিবে, কেশকলাপ উত্তমরূপে নিবদ্ধ করিবে এবং চন্দনাদি দ্বারা বিচিত্র তিলক করিবে তৎপর দেব কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।' অতএব আমার দৈনন্দিন কার্য্যের অনুরোধেই, উপাসককে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও উত্তম বেশ ভূষাও করিতে হইল; অথচ, উহা আমার উপাসনার অঙ্গীভূত হইল বলিয়া, আমার উপাসনার মধ্যেই পরিগণিত হইবে এবং তাহাতে যে তৃপ্তি সুখের অনুভূতি হয়, তাহাও আমার পূজা জনিত তৃপ্তি সুখের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে। তাদৃশ বেশ-ভূষাদির অনুরাগও আমার অনুরাগের অভ্যন্তরেই নিবিষ্ট হইবে। কারণ ঐরূপ বেশ ভূষাদি করার

মূল, উহার বেশ ভূষাদির অনুরাগ নহে, কিন্তু আমার প্রতি অনুরাগ। অতএব ঐ রূপ কর্ম্ম যত করিবে ততই, বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া, আমার প্রতি অনুবাগের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তৎপর, সস্ত্রীক হইয়াই যখন ধর্ম্মাচরণের বিধি আছে, তখন স্ত্রীরও তদনুযায়ী পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষাদি করিতে হইবে। পুত্র কন্যা-দিকেও আমার ভৃত্য সেবকাদি মনে করিয়া, তাহা-দিগের শিশু অবস্থা হইলেও, আমার উপাসনা-কর্ম্মাদিতে অধিকারী করিয়া রাখিতে হয়, তবেই, তাহাদিগকেও যথোচিত পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি পরা-ইতে হইল। অথচ উহা আমার নিমিত্ত হইতেছে বলিয়া নিজের কোন দায়িত্বজনক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, আমার সংসার ও আমার পরি-বার বিবেচনায় যদি পুত্র কলত্রাদির বেশ ভূষা করে, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু ইহার মধ্যে আরও কথা আছে, তাহাও বলিতেছি শুন,—এই যে স্ত্রী পুত্রাদি এবং নিজের পরিচ্ছদ ও ভূষণাদির কথা বলিলাম ইহাও, আমার পরিচ্ছদের সমজাতীয় এবং তাহার নিজের প্রকৃতির অনুমোদিত হওয়া চাই। যাহার তামস প্রকৃতি সে আমাকেও তামস দৃশ্যাবলীর দ্বারা পরিচর্য্যা

করিবে এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার সহ নিজেও তামস দৃশ্যেরই পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিবে। যে রাজস প্রকৃতির লোক সে আমাকে, তাহার স্ত্রী পুত্রাদিকে এবং নিজকেও রাজস দৃশ্যাবলীর দ্বারা রঞ্জিত করিবে। আর যিনি সত্ত্ব-প্রকৃতিক তিনি, সাত্ত্বিক দৃশ্য পরিচ্ছদাদির দ্বারাই আমাকে এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গকে সজ্জিত করিবেন, ইহার অন্যথা হইলেই বিপরীত ফল হইবে। এই জন্যই আমার এক এক প্রকার পূজাতে এক এক প্রকার পরিচ্ছদাদি গ্রহণের বিধি আছে। বস্তুতঃ, আপন প্রকৃতির অনুমোদিত পরিচ্ছদাদি স্বতঃই লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে উপদেশের অপেক্ষা নাই।

ভোলাদাস। মা! তোর একথা বেশ বুঝিলাম; কিন্তু আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল, এ বিষয়টী না শুনিলে তৃপ্ত হইতে পারি না। মাগো! তুই যেরূপ প্রণালী বলিলি, তাহাতে কেবল তোর পূজার অঙ্গস্বরূপ দৃশ্যাবলী সমর্পণেরই উপায় প্রদর্শিত হইল; কিন্তু মা! সংসারি-লোকের নয়ন, সকলদিকেই বিধাবিত এবং সমাকৃষ্ট হয়, গ্রাম, নগর, পল্লী প্রভৃতিতে কত অসংখ্য দৃশ্যাবলী দেখিয়া লোকে পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়, সেইগুলি তোকে সমর্পণ করার উপায় কি?

জগদম্বা।—বৎস! তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, আমার শরণাপন্ন পুত্রের কোন প্রকার বিপদ হইতে পারে না। আমি সমস্ত বিষয়েরই যাথাযথ উপায় বিধান করিয়াছি, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়েও বিশেষ উপায় অবধারিত আছে, তাহা বলা যাইতেছে। প্রথমে, আমার ইদানীন্তন অন্যতম প্রিয়পুত্র শ্রীমান্ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কি বলিয়াছেন শুন,—

(রাং গাওরা--ত্রিওট)

"সুগম সাধন বলি তোরে ওরে! আমার মূঢ়মন! সাধবে।
যখন যাহাতে সুখে থাক, মন! তাতেই ভাব মারে।
যদি না থাকিতে পার মন! চিন্তামণি পুরে।
চরাচরে শ্যামা মায়েরে! সকলে সঞ্চরে॥
স্থলে অনলে শূন্যে আছে মা, ঘোর সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী শ্যামা মায়ে জাননারে!॥
ঘটে আছে পটে আছে মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে তেঁই জগতের মন হরে॥
কমলাকান্তের মন ভয় করেছ কারে।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি ঘটেছে তোমারে॥"

আমার কমলাকান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য; আমি সর্ব্বভূতময়ী, সমস্ত বস্তুতেই আমি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আছি; অতএব যেখানে মনোহর দর্শনীয়তা

ও সৌন্দর্য্যাদির দ্বারা, চিত্ত সমাকৃষ্ট হয় সেইখানেই, আমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া, উহা আমারই সৌন্দর্য্য বলিয়া, মনোনিবেশ করিবে, তবেই উহা বিষয়ের সৌন্দর্য্য না হইয়া আমার সৌন্দর্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। এবং সেই দর্শনের ফলও আমার মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য দর্শনের স্থায়ই হইবে। ইহা করিলেই সমস্ত দৃশ্যাবলী আমাতে সমর্পণ করা হইল। এই কথা হয়ত পরেও আর একবার বিস্তার ক্রমে বলা যাইতে পারে; অতএব এখন অতি সঙ্ক্ষেপেই বলিলাম। এখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিষয় সমর্পণের প্রণালী শুন,—

গুণ প্রভেদে গন্ধও তিন ভাগে বিভক্ত। "তামস গন্ধ" "রাজস গন্ধ" এবং "সাত্ত্বিক গন্ধ"। যে গন্ধ দ্বারা হৃদয়ে শান্তরস ও ভক্তি বিবেকাদি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির পরিদীপনা হয় এবং যে গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকট লঘু ভাবে অনুভূত হয় তাহাই সাত্ত্বিক ঘ্রাণ। যে গন্ধ অত্যন্ত তীব্র, অত্যন্ত স্ফুর্ত্তিজনক এবং আদিরসাদির সন্দীপক তাহা রাজস গন্ধ। আর যে গন্ধ অবসাদক ও বীভৎস রসাদির উদ্দীপক তাহা তামস গন্ধ। এই তিন জাতীয় গন্ধযুক্ত পুষ্পাদি দ্রব্যের দ্বারা, তিন জাতীয় লোকে আমার পরিচর্য্যা করিবে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্ত্বিক গন্ধযুক্ত দ্রব্যের

দ্বারা, রাজস প্রকৃতিক লোক রাজস গন্ধ যুক্ত দ্রব্যের দ্বারা, এবং তামস প্রকৃতিক লোক তামস গন্ধযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা আমার সেবা করিবে। কারণ আপন প্রকৃতির অনুমোদিত গন্ধই সকলের প্রিয়তম হইয়া থাকে। প্রিয়তম দ্রব্যের দ্বারাই আমার সেবা করিলে বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া, আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়; ইহা পূর্ব্বেই বার বার বলিয়াছি। আপনার প্রিয় গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিলে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন জনিত যে সুখ বোধ হয় তাহা, আমার ভোগজনিত তৃপ্তি সুখের অন্তরালে পড়িয়া যায়। গন্ধ দ্রব্য ভোগের অনুরাগও আমার অনুরাগের অন্তর্নিহিত হয়। এখন শ্রবণের বিষয় বলা যাইতেছে।

বাক্য যে তিন প্রকারে বিভক্ত এবং এক-এক জাতীয় বাক্য যে এক-এক জাতীয় প্রকৃতির লোকের প্রিয় হইয়া থাকে তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বাক্যের ন্যায় গান বাদ্যও তিন ভাগেই বিভক্ত। যেরূপ রাগ, রাগিণী ও স্বর, তাল, গ্রামযুক্ত গান বাদ্য, ভক্তি বিবেকাদি সাত্ত্বিক বৃত্তি এবং শান্ত করুণ রসের পরিদীপক তাহা সাত্ত্বিক গান বাদ্য। যাহা আদিরসাদি এবং দম্ভাদি রজোবৃত্তির পরিদীপনা করে তাহা রাজস গান বাদ্য, আর যাহা বীভৎস

রসাদির উদ্দীপন করে, তাহা তামস গান বাদ্য। এই সকল গান বাদ্যাদির মধ্যে, এক এক রূপ গীত বাদ্য, এক-এক প্রকার প্রকৃতির লোকের প্রিয়তম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যেরূপ গান বাদ্য যাহার অধিকতর প্রীতিকর হয়, সে সেই জাতীয় গান বাদ্যের সহিত, পূর্ব্বোক্ত মতে, আপনার প্রকৃতির অনুকূল, ভিন্ন ভিন্ন রসোদ্দীপক, আমার ক্রীড়া কলাপের যোজনা করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে। অন্যের নিকট শুনিতে গেলেও ঐরূপ গীত বাদ্যাদিই শুনিবে। তাহা হইলেই আমার ভাবে গদ্‌গদ হইয়া তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ও চরিতার্থ হইবে, আবার তদ্দ্বারা আমার উপাসনা করাও হইবে। এইরূপ গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করা, গীত বাদ্য শ্রবণের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, আমারগুণ শ্রবণের মধ্যেই গণ্য হইবে; ঐগীত বাদ্যশ্রবণের তৃপ্তিও আমার গুণশ্রবণের তৃপ্তির অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইবে, এবং গান বাদ্যের অনুরাগও আমার অনুরাগের দ্বারা সমাবৃত হইবে। ইহার প্রণালী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় শুন।

শয্যাসনাদির মৃদু কোমলাদি স্পর্শ এবং গ্রীষ্মাদি কালভেদে, জল, বায়ু, রৌদ্রাদির শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভব করিয়াই মানব তৃপ্তি সুখের অনুভব করে।

তন্মধ্যে, আমার পূজার অঙ্গীভূত নানাবিধ সুকোমল আসনাদির বিধি আছে। আমার পরিতুষ্টি সাধন মানসে সর্ব্বদাই ঐরূপ আসন ব্যবহার করিতে পারে। তদ্দ্বারা আসনাদির সুকোমল স্পর্শের অনুভূতি হয়, অথচ তাহা আমার নিমিত্ত করা হয় বলিয়া; পূর্ব্বোক্ত মতে, বিষয়াকর্ষক হয় না, প্রত্যুত আমার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধক হয়। তৎপর আমাকে যে নানারূপ শয্যাসনাদি অর্পণ করার বিধি আছে, তাহা করিলে, আপন পুত্র-কন্যাদি পরিবারগণের উত্তম শয্যাসনাদি ব্যবহারে যেমন নিজের শয্যাসনাদি ভোগ সুখ অনুভূত হয়, সেইরূপ পরিতৃপ্তি হইতে পারে, আমাকে ভোগ করাইলেই যেন নিজের স্পর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থতার সুখানুভব হয়। কিন্তু আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকা আবশ্যক। তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্তক্রমে নিজের ভোগানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তৎপর, অত্যন্ত শীতোষ্ণাদি সময়ে যখন রৌদ্র, অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতির সুখকর স্পর্শানুভব করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে, তখন আমার প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া তাহা ভোগ করিবে। প্রচণ্ড আতপ-জ্বালায় যখন জীব লোক পরিপীড়িত হয়, তখন আমিই মাতৃভাব প্রকাশ করিয়া সুশীতল সলিল এবং কমনীয় সমীরণের অন্তরালে থাকিয়া

সকলকে শান্তি প্রদান করি, অতএব আমারই প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া তাহা ভোগ করিবে। আবার দুরন্ত শীতের দ্বারা যখন সকলে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনও আমিই রৌদ্রাতপের অন্তর্নিহিতা থাকিয়া সমস্ত জীবকে রক্ষা করিয়া থাকি! এইজন্য দেব দেব আমাকে বলিয়াছেন, "ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোপি গগণং, ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশ রমণী কালি! সকলম্। * * *।" এই সত্য তত্ত্ব স্মরণ করিলে হৃদয় ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া উঠিবে, তখন স্পর্শ সুখ ভুলিয়া গিয়া আমার ভক্তি সুখেরই আস্বাদ করিতে থাকিবে। সুতরাং তদ্দ্বারাও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া, আমার অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই রূপে স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করিতে হয়। অতঃপর রসনেন্দ্রিয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিব।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে দৃশ্যবিষয়াদি সমর্পণপ্রক্রিয়া কথনং নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ ।

জগদম্বা। সত্ত্বাদি গুণ ভেদে আহারও প্রথমে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক আহার, রাজস আহার, এবং তামস আহার। এই ত্রিবিধ আহার ত্রিবিধ-প্রকৃতিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীমান্ অর্জ্জুনকেও আমি, রূপান্তরে, ইহা বলিয়াছিলাম, "আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। * * * আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥ কট্‌্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ। আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ। যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ * * * ত্রিবিধ লোকের প্রকৃতি ভেদে ত্রিবিধ আহার প্রিয় হইয়া থাকে। যে দ্রব্য আহারের দ্বারায় আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন হয়, যাহা রসযুক্ত এবং স্নেহপ্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে, তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয়, আর যাহা হৃদ্য, যাহা কোন প্রকার বিকট এবং উগ্র গন্ধযুক্ত নহে, ঈদৃশ খাদ্য দ্রব্যই সাত্ত্বিক; এবং ইহাই

সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ ও রুক্ষতা-কারক, উত্তাপ বর্দ্ধক, তাহা রাজস আহার, এবং রাজস প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে ; ঐ সকল আহারের দ্বারা দুঃখ শোক ও নানাপ্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। অর্দ্ধ পক্ব ও বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে) এবং পুতি গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং যাহা অমেধ্য, তাহা তামস আহার। তামস আহার তামস প্রকৃতির লোকেরই প্রিয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরামিষ হবিষ্যাহার এবং যাহা হবিষ্যের যোগ্য ফল মূলাদি, তাহাই সাত্ত্বিক আহার এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির প্রিয়। পবিত্র মৎস্য মাংসাদি-সম্বলিত আহার রাজস এবং রাজস প্রকৃতির লোকের প্রিয়। তন্মধ্যে যে সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানব, সে আমাকে নিরামিষ, হবিষ্য ফল মূলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যে রাজস প্রকৃতিক সে বিহিত মৎস্যমাংস, এবং অন্যান্য রাজসভোগ প্রদান করিবে, আর যে তামস প্রকৃতিক সে তামস ভোগের দ্বারাই আমার সেবা করিবে, এবং অবশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলেই তাহার রসনেন্দ্রিয়ের স্পৃহানিবৃত্তি হইয়া আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হইবে। ইহার প্রণালী পূর্ব্বেই বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছি।

এইরূপে আপনাপন প্রকৃতির অনুমোদিত সমস্ত প্রকার ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিতে হয়। এইজন্যই শাস্ত্রেতে, আমার উপহারাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার নিষেধ বিধি আছে। কোন খানে কোন বস্তু দিতে বিধি আছে, আবার কোন খানে তাহারই নিষেধ আছে, কোন রূপ আচরণ করিতে একবার বিধি আছে, আবার আর একস্থলে তাহারই নিষেধ আছে। বাস্তবিক তাহার মুখ্য কারণই, লোকের প্রকৃতি-ভেদনিবন্ধন অধিকার ভেদ। এতদ্ভিন্ন, এ বিষয়ে আরও ১১টি কারণ আছে তাহা স্থানান্তরে জানিতে পারিবে। হতবুদ্ধি মূর্খগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া মিছামিছী শাস্ত্রের দোষারোপ করে।

এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুর দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিলে, জীবের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া যায়, পরে আমার প্রতি অহেতুক-অনুরাগবান্ হইয়া আমাতেই মিলিয়া গিয়া জীবের মুক্তি হয়।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনা যোগে রসনা বিষয় সমর্পণ প্রকার কথনং নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মা গো! ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল প্রকার উপহার প্রদানেরই নিয়ম, প্রণালী জানিতে পারিলাম, কিন্তু এখন আর কএকটি কথা শুনিবার নিমিত্ত বড় ঔৎসুক্য হইয়াছে, সেই বিষয়কটির মর্ম্ম না জানিতে পারিলে শান্তিলাভ করিতে পারি না। মাগো! বলিদান করা কোন্ প্রকৃতির লোকের কর্ত্তব্য, এবং উহা সত্ত্বাদি কোন গুণের উপহার, ইত্যাদি অনেক গুলি কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে।

জগদম্বা। (ঈষৎ করুণাপ্রকাশক নেত্রে) বাবা! আমার প্রসাদে তুমি কোন কথাই বিস্মৃত হইবে না, তোমার যত ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, আমি প্রসন্না থাকিয়াই বলিব, আমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না, আমি অপ্রতিহত-বীর্য্যা। বলিদানের বিষয়ে উত্তর শুন,—বলিদানটা রাজস উপহার; আবার প্রকার ভেদে, তামসও হইতে পারে, কিন্তু উহা সাত্ত্বিক উপহার কোন মতেই হয় না। অতএব রাজস আর তামস পূজাতেই এবং রাজস তামস প্রকৃতির লোকেরাই বলিদান করিবে। যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিক লোক

এবং সাত্ত্বিক পূজা করেন, তাঁহারা নিরামিষ দধি দুগ্ধাদি হবিষ্য উপহার দিবেন। ইহা অন্যত্রও কথিত আছে, "সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" এবং বিপ্রাণাং ক্ষীরবলয়ঃ ইত্যাদি।" এবং "রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস শোণিত সংযুতঃ" ইত্যাদি। সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী পূজা আর তামস, রাজস, ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ফল কথা ইদানীং আমার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি যত প্রকার পূজা হয় তন্মধ্যে প্রতি লক্ষেতে ৯৯৯৯০ জনের পূজা কিছুই নহে, সাত্ত্বিকও নহে, রাজসও নহে, তামসও নহে, উহা বালোন্মত্তাদিবৎ ক্রীড়া বিশেষ। তদ্ব্যতীত আর অবশিষ্ট দশজনের পূজার মধ্যেও, আবার ছয় জনের ঘোর তামস পূজা, তিন জনের রাজস পূজা, আর এক জনের মাত্র হীনকল্পের সাত্ত্বিকী পূজা হয়, কিন্তু তাহাও কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন জাতির সাত্ত্বিক পূজা কদাচ সম্ভবে না, কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই কদাচিৎ কাহারও সাত্ত্বিক প্রকৃতি ঘটে!

ভোলাদাস।—মা! রাজস পূজায় বলিদানটা না দিলেই কি নয়?

জগদম্বা।—হাঁ, তাহাই সত্য, না দিলেই নয়।

আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে “ বিনা মৎস্যৈর্ব্বিনা মাংসৈর্নাচ্চয়েৎ পর দেবতাম্।” “মৎস্য মাংস ব্যতীত পরম দেবতার পূজা করিবে না”। বাস্তবিক বলিদান কার্য্যটা রূপান্তরিত সোম যাগ মাত্র, বলিদান ব্যতীত সোম যাগ হইতেই পারে না, ইহা স্থানান্তরে জানিতে পাইবে। অতএব বলিদান করা নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু যাহাদের পূজা, সাত্বিকী, রাজসী, তামসী ইহার কিছুর মধ্যেই পড়ে না, কেবল একটা ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, তাহারা যেন কখনই বলিদান করে না, একেত তাহারা আমাকে লইয়া ঐরূপ বিড়ম্বনা করার পাপেই কত যাতনা ভোগ করিবে, তৎপর আবার অতিরিক্ত একটা হিংসা পাপ জড়াইলে আরও ঘোরতর নিরয়ে নিপতিত হইবে।

ভোলাদাস।—মাগো! তামস ও রাজস পূজা কি কেবল তোর এই আকৃতিরই হয়, অন্য আকৃতির কি তাহা হয় না? ভগিনী পদ্মালয়া, ভগিনী বাণী এবং বিষ্ণু প্রভৃতি তোর যে সকল আকৃতি, তাঁহাদের কি সাত্বিকী পূজা ব্যতীত তামস ও রাজস পূজা নাই?

জগদম্বা।—কেন বাবা? তোমার এ সন্দেহ হইল কেন?

ভোলাদাস।—মা! তুই বলিলি, বলিদান কেবল

রাজস এবং তামস পূজাতেই আবশ্যক হয়, উহা সাত্ত্বিক পূজার উপহার নহে ! কিন্তু ভগিনী কমলা, সরস্বতী এবং বিষ্ণুদেবের পূজাতে কখনই বলিদান হইতে দেখিতে পাই না, অতএব ঐ সকল আকৃতির পূজা কেবল সাত্ত্বিকী পূজা বলিয়াই বিবেচনা হয়।

জগদম্বা।—না বাবা, তোমার ভুল হইয়াছে; বিষ্ণু, লক্ষ্মী, বাণী প্রভৃতি সমস্তই যখন আমারই রূপান্তরমাত্র, তখন এরূপ বিসদৃশ নিয়ম কদাচ হইতে পারে না; আমার সকল আকৃতিরই সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ পূজা বিহিত আছে।

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সকল আকৃতিরই সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক এই তিন প্রকার উপাসনা আছে। এবং রাজসিক ও তামসিক পূজাতে যখন বলিদানের আবশ্যকতা, তখন আমার সকল আকৃতিরই রাজস এবং তামস পূজা করিলে বলিদান দিতে হইবে। বিষ্ণুরও রাজস ও তামস পূজা করিলে বলিদান করা চাই, লক্ষ্মীরও চাই, সরস্বতীরও চাই, দেবদেবেরও চাই, অন্যান্য সকলেরও চাই। কিন্তু তন্মধ্যে কিছু কিছু ইতর বিশেষ আছে। বিষ্ণুর পূজাতে সাধারণ ছাগল বলি প্রশস্ত নহে, কিন্তু তিন বৎসরের ক্লতক্লীব মেষ অথবা ছাগল তাঁহার নিকটে বলিদান করিতে

হয়। আর লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজাতে সাধারণ ছাগাদি বলি দিলেই চলিতে পারে। ইহা স্বয়ং আমি বিষ্ণুরূপেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে এবং সংহিতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছি,—"যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্প্যতে।" "যাহা সকলের প্রিয়বস্তু তাহা আমাকে নিবেদন করিবে, কিন্তু যাহা নিজের প্রিয়তম দ্রব্য তাহা সকলের অপ্রিয় হইলেও আমাকে নিবেদন করিবে। তাহাতে অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে। (ভাগবত) অতএব মাংস যাহার প্রিয় সে মাংস দ্বারাই বিষ্ণুরূপের আরাধনা করিতে পারে, ইহা এই শ্লোকের তাৎপর্য্যাগত ফল। তৎপর বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে,—"নাভক্ষ্যং দদ্যান্নৈবেদ্যার্থে * * " নিজের যাহা ভক্ষণীয় তাহাই বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। অতএব মাংসাদিও দিতে পারিবে। আবার বরাহ পুরাণেও, আমি বিষ্ণুরূপেই বলিয়াছি,—

"মার্গং মাংসং তথাছাগংশাশংসমনুগৃহ্যতে।
এতানিমে প্রিয়াণিস্যুঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে!।।"

"হে বসুন্ধরে! মৃগমাংস ছাগমাংস এবং শশক-মাংস আমার অতি প্রিয় বস্তু, অতএব আমার পূজাতে উহা নিবেদন করিবে। এবং ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ শ্বেতো বৃদ্ধোহজাপতিঃ। বাদ্ধীনসঃ সবিজ্ঞে-

য়ো মম বিষ্ণোরতি প্রিয়ঃ। (নিরুত্তর তন্ত্র)। "শ্বেত বর্ণ, বৃদ্ধ এবং তিন বৎসর যাবৎ কৃতক্লীব, এইরূপ মেষ বা ছাগলের নাম বার্দ্ধীনস। বার্দ্ধীনস আমার নিতান্ত প্রিয় দ্রব্য" ইহাও আমার বিষ্ণুরূপেরই উক্তি। অতএব মাংসাদি ব্যতীত আমার বিষ্ণু প্রভৃতি কোন আকৃতিরই তামস ও রাজস পূজা হয় না। ঐ সকল আকৃতির রাজস ও তামস পূজা বিষয়ে মাংসাদি দেওয়ার নিষেধ কুত্রাপি নাই। অতএব তাহা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তবে যে কোনখানে নিষেধ দেখিতে পাও তাহা সাত্ত্বিক পূজা লক্ষ্য করিয়া, সাত্ত্বিক পূজাতে আমার কোন আকৃতির নিকটেই বলিদান করিতে পারে না।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
উপাসনাযোগে বলিদান নির্ণয়ো নাম
একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ
সমাপ্তঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মাগো! তোর আকৃতি ভেদে যদি সাত্ত্বিকাদি ভিন্ন ভিন্ন পূজা বিধি না হয়, তোর সকল আকৃতিরই যদি ত্রিবিধ পূজাই বিহিত থাকে, তবে সকল আকৃতিতে সমান উপহার দেওয়ার বিধি না করিয়া, এক-এক আকৃতিতে এক-এক প্রকার পূজোপকরণ বিহিত করিলি কেন? মা, তোর এই আকৃতির পূজা করিতে হইলে জবাফুল, বিল্বদল, রক্তচন্দন, রুদ্রাক্ষ, ও ভস্মাদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, এবং তুলসী পত্রাদি নিতান্ত নিষিদ্ধ, আবার বাবার পূজাতে শুক্ল পুষ্পই প্রশস্ত, এবং জবা পুষ্প রক্ত চন্দনাদি নিষিদ্ধ। তৎপর বিষ্ণু পূজাতে তুলসীদল ও তুলসী মালা নিতান্ত আবশ্যক, আবার বিল্বপত্র ও রুদ্রাক্ষাদি অপ্রশস্ত, ইত্যাদি প্রভেদ হইল কেন?

জগদম্বা।—বৎস! ঐ সকল উপকরণাদির প্রভেদ সাত্ত্বিক পূজাদির কোন চিহ্ন নহে। কারণ, আমার যে যে আকৃতির পূজায় বিশেষ বিশেষ রূপে যে যে উপহারের আবশ্যকতা বিষয়ে বিধি আছে, সেই

সেই উপকরণ আমার সেই সেই আকৃতির ত্রিবিধ পূজাতেই আবশ্যক হয়। জবা বিল্বপত্রাদি, আমার তামস, রাজস, সাত্ত্বিক, এই ত্রিবিধ পূজাতেই আবশ্যক। দেবদেবেরও সাত্ত্বিকাদি সকল প্রকার পূজাতেই ভস্ম, রুদ্রাক্ষাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং বিষ্ণুর সকল পূজাতেই তুলসী পত্রাদি প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু যদি উহা সাত্ত্বিকাদি পূজার চিহ্ন হইত, তবে আমার এই আকৃতিরও এক এক প্রকার পূজাতে ইহার পার্থক্য দেখিতে পাইতে। বাস্তবিক আমার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিস্ফুরণের নিমিত্তই তুলসী জবা বিল্বদলাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কতকগুলি উপহারের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। আমার প্রত্যেক আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে। আমার এই বর্ত্তমান আকৃতির এক প্রকার ভাব আছে, আবার দেবদেব আকৃতির আর একভাব, এবং বিষ্ণু আকৃতির আর এক ভাব ইত্যাদি। এই এক এক ভাবের স্ফুরণের জন্য এক এক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভস্ম রুদ্রাক্ষাদি আমার শৈবভাব পরিস্ফুরণের সহায়তা করে, জবা রক্ত চন্দনাদি আমার এই মাতৃ ভাব পরিস্ফুরণের সাহায্য করে, এবং তুলসী তিলকাদি আমার বৈষ্ণব ভাবোদ্রেকের সাহায্য করে, এই নিমিত্ত এক

এক আকৃতিতে এক এক দ্রব্যের দ্বারা পূজা বিধি আছে। অতএব উহা সাত্ত্বিকাদি পূজার চিহ্ন নহে।

ভোলাদাস। —মা! ইদানীং তোর বিষ্ণু আকৃতির যত উপাসক আছে, তাহারা সকলেই কি সাত্ত্বিক উপাসনা করে?

জগদম্বা।—না বাবা! তাহা কিরূপে হইবে; আজ কাল দশ সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যেও একজন মাত্র লোক সাত্ত্বিক উপাসনায় অধিকারী হয়, কি না, তাহা বিচার্য্যস্থল। কিন্তু অন্য জাতির মধ্যে সাত্ত্বিক উপাসনা এক কালেই বিরল। তাহাতে আবার, ইদানীং আমার বিষ্ণু আকৃতির উপাসকদিগের মধ্যে প্রায় সমস্তই অপর জাতীয় লোক, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতি অতীব অল্প। সুতরাং তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক উপাসনা কোথা হইতে হইবে? সাত্ত্বিক উপাসনা যেরূপ গুরুতর বিষয় তাহাতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি! তাহা কি এদের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হয়? কখনই না। ফলপক্ষে কেবল কৃষ্ণাদি আকৃতির উপাসক সঙ্খ্যার শ্রেণীভেদ করিলে উহার পাঁচ লক্ষের মধ্যে কেবল দশ জন মাত্র বাদে আর সমস্তই "কিছুই না" র মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহারা বাস্তবিক কোন প্রকার উপাসক নহে, কোন প্রকার ভক্তও নহে। সুতরাং তাহাদের

সহিত, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস পূজাদির কিছুমাত্র সংস্রব নাই, ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গেও কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অতএব তাহাদিগকে একেবারেই বাদ দাও; কিন্তু অবশিষ্ট দশ জনের মধ্যেও ছয় জন তামস উপাসক, তিন জন রাজস উপাসক, এবং একজন মাত্র হীনকল্পের সাত্ত্বিক উপাসক হইতে পারে, কিন্তু তাহাও ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাইবে, অতএব বৈষ্ণব নামধারী হইলেই সাত্ত্বিক উপাসক হয় না।

ভোলাদাস।—মা তবে উঁহাদের মধ্যেই বলিদান করিতে দেখিতে পাই না কেন?

জগদম্বা।—যাহারা "কিছুই না" বলিয়াছি তাহারা ঈর্ষা ও স্পর্দ্ধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বলিদান করেনা, আর যাহারা প্রকৃতপক্ষে তামসাদি উপাসক, তাহারা অজ্ঞতাদি নিবন্ধনই করে না। আর যাঁহারা জ্ঞানবান তাঁহারাও অধিকতর পরিশ্রম চেষ্টাদি করার আলস্যে বলিদান করেন না। কারণ, একটি মেষ ক্লীব করিয়া তিন বৎসর প্রতিপালন না করিলে বিষ্ণু পূজার বলি হওয়ার উপায় নাই। এই জন্যই বিষ্ণু পূজার বলিদান এত বিরল দেখিতে পাও। কিন্তু কুত্রাপি যে, না হয় তাহা নহে। আর যাঁহারা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদেরতো বলিদান করার সম্ভাবনাই নাই।

ভোলাদাস।—মাগো! নিরামিষাদি সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিলেও কি তাহা সাত্ত্বিক পূজা হইবে না?

জগদম্বা।—না বাবা! তাহা কেমনে করিয়া হইবে?—তুমি কি পূর্ব্ব কথা গুলি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ?

ভোলাদাস।—না মা, বিস্মৃত হইনাই, তবে এখনও তোর সকল কথার যোজনা করিয়া হৃদয় মধ্যে গ্রথিত করিতে পারি নাই।

জগদম্বা।—তবে আমিই যোজনা করিয়া নিষ্কৃষ্টার্থ বলিতেছি, তুমি শুন,—পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব প্রকৃতিক লোক, পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক কামনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ভাবের ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, যদি গন্ধ, পুষ্প পরিচ্ছদ ও শয্যাসনাদি সমস্তগুলি উপকরণই সাত্ত্বিক রূপে সাত্ত্বিক ভাবে এবং সাত্ত্বিক মতে, আহরণ করিয়া, আমার কোন আকৃতির পূজা করে, তাহাই সাত্ত্বিকী পূজা। এবং পূর্ব্বোক্ত রাজস অধিকারী বা রাজস প্রকৃতিক লোক, রাজস ভক্তি সম্পন্ন হইয়া, রাজস কামনা ও রাজস ভাবের সহিত, রাজস অনুষ্ঠানে সমস্ত গুলি রাজস উপকরণের দ্বারা যদি আমার কোন আকৃতির পূজা করে, তাহাই রাজসী পূজা হইবে। আর

পূর্ব্বোক্ত তামসিক কামনায়, তামসিক ভাব ও তামসিক ভক্তির সহিত, তামসিক অনুষ্ঠানে যদি কোন তামস অধিকারী সমস্তগুলি তামসিক উপহারের দ্বারা আমার কোন আকৃতির পূজা করে তাহাই তামসী পূজা। সাত্ত্বিকী, রাজসী, বা তামসী, যে কোন পূজাই হউক তাহাতেই এই সমস্তগুলি উপকরণ সমভাবে থাকা আবশ্যক; তদ্ব্যতীত, তাহা কোন পূজার লক্ষণ মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব তামস কামনা, তামস ভাব এবং তামস ভক্তি সম্পন্ন কোন তামস প্রকৃতিক লোক যদি অন্য সমস্তগুলি উপহারই তামস লক্ষণান্বিত করে, আর কেবল নৈবেদ্যের বেলায় নিরামিষ দেয় তাহা সাত্ত্বিকী পূজা নহে, তাহা অঙ্গহীন তামস পূজা। অথবা বিড়ম্বনা, কিম্বা একটা ক্রীড়া বিশেষ মাত্র। অতএব যথা নির্দ্দিষ্ট পূজা করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইতেই জীব ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে পারে। তামস পূজাদি করিতে করিতে, যখন তামস প্রকৃতি ক্ষীণ হইয়া রজো গুণের বৃদ্ধি হইবে, তখন তামস ভাব, তামস ভক্তি, তামস কামনা, তামস অনুষ্ঠান, এবং তামস দ্রব্যের প্রতি অনুরাগাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এবং রাজস কামনা, রাজস ভাব, রাজস প্রকৃতি, রাজস ভক্তি, রাজস অনুষ্ঠান, এবং রাজস, দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ হইবে। তখন হইতে রাজস

পূজাই করিবে। তৎপর রাজস পূজা করিতে করিতে আবার ঐ সকল রাজস বিষয় বিনষ্ট হইয়া সাত্ত্বিক কামনা সাত্ত্বিক ভক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান এবং সাত্ত্বিক দ্রব্যের প্রতি অনুরক্তি হইবে। তখন আমার সাত্ত্বিকী পূজা করিবে। তৎপর, ঐ অবস্থাও অতীত হইয়া যাইবে, তখন জীব নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। চিরকালের নিমিত্ত আমাকে পাইতে পারিবে। কিন্তু ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই অধঃপাত হইবে।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
উপাসনাযোগে ব্যবহার মীমাংসা নাম
দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ
সমাপ্তঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মাগো! তোর নিজের কি ভাল মন্দ বোধ কিছুমাত্রই নাই? ভাল মন্দ সমস্তই কি তোর সমান?

জগদম্বা।—(প্রসন্নাস্তে) কেন বাবা? একথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে?

ভোলাদাস।—কেন জিজ্ঞাসিলাম তাহা তুই বুঝিস নাই কি? না বুঝিলে তোর মুখ খানি হাসি-হাসি হইল কেন? তথাপি তোর আমার নিকট শুনিবার ইচ্ছা! তা বলি; মা! তুই বলিলি, আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে যে জাতীয় উপহার যাহার প্রিয়, সে সেই জাতীয় ভোগ্য দ্রব্যের দ্বারা তোর পরিচর্য্যা করিবে, তাহাই তুই সাদরে গ্রহণ করিবি। কিন্তু তোর নিজের ভাল মন্দ বোধ থাকিলে তাহা হইবে কেন? যাহার ভাল মন্দ বোধ থাকে সে আপনার প্রিয়দ্রব্যের দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

জগদম্বা। বৎস! 'বোধ' আমারই রূপান্তর মাত্র, এবং বোধবতীও একমাত্র আমি। ইহা দেবগণও বলিয়াছেন, —"ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততন্তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈনমোনমঃ॥ চিতিরূপেণ যাকৃৎস্নমেতৎ ব্যাপ্তস্থিতাজগৎ। * *" যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি"। অতএব এই অনন্ত কোটীভুবনের মধ্যে, যাহার যাহা কিছু বোধ হইতেছে, সেই সমস্তবোধ স্বরূপাই আমি, এবং সেই সমস্তবোধ আমারই হইতেছে, সুতরাং আমি ভাল-মন্দ সমস্তই বুঝি। কিন্তু সে ভাল-মন্দ বোধ, তোমাদের ন্যায়

ভাল-মন্দ বোধ নহে, এবং সে ভাল মন্দ বোধ সকলকে বুঝানও সম্ভবে না। ফল কথা; আমার ভাল মন্দ বোধ থাকিলেও ভক্তের ভাল মন্দই আমার ভাল এবং মন্দ।

ভোলাদাস।—মা গো! তুই যাহাকে বুঝাইবি তাহার কিছুতেই ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, মা! তোর এই অদ্ভুত তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকতা হইয়াছে, ইহা আমাকে না বলিলে, কোন মতেও ছাড়িবনা।

জগদম্বা।—বৎস! তোমার অনুরোধ ক্রমে এই গুরুতর বিষয় বলিতে হইল, কিন্তু সাধারণ লোক ইহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেনা। তুমিও মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিও। প্রথমে, তুমিই একটি কথার উত্তর কর; তুমি বল দেখি, কি কারণে কোন বিষয় ভাল বা মন্দ বলিয়া অনুভূত হয়?

ভোলাদাস।—সুখবোধ এবং দুঃখবোধ হওয়াই ভাল-মন্দ অনুভবের কারণ। যে বিষয়ের দ্বারা সুখানুভব হয় তাহাকেই লোকে ভাল বলিয়া থাকে, আর যে বিষয়ের দ্বারা দুঃখানুভব হয় তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকে।

জগদম্বা।—সুখ আর দুঃখ কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ?

ভোলাদাস।—তাহা একরূপ জানি, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত কি, না, তুই ই জানিস। মা। শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, "অনুকূল বেদনীয়ং সুখম্" এবং "বাধনা লক্ষণং দুঃখম্" ইহার অর্থ এই জানি যে, আত্মার অনুকূলভাবে যাহার অনুভব হয় সেইই সুখ, এবং প্রতিকূল বা বাধার ভাবে যাহার অনুভব হয় সেইই দুঃখ।

জগদম্বা।—তাহাই সত্য; কিন্তু তাহার মর্ম্ম জানা আবশ্যক; তাহা আমার নিকট শুন, নচেৎ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিবেনা। লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে, সুখ, দুঃখ ও মোহ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণকে স্বভাবতঃই অলৌকিক সুখ, দুঃখ, এবং মোহস্বরূপ বলা গিয়া থাকে। এই জন্যই আমার প্রিয় পুত্রগণ বলিয়াছেন "প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাদ্যৈ গুণানামন্যোন্য-বৈধর্ম্ম্যং ইত্যাদি" (সাঙ্খ্য দঃ ১ অঃ ১২৭ সূ)। আত্মার দর্শন ও স্পর্শনাদি শক্তি গুলি পরিস্ফুরিত হইয়া, রূপ, রস, গন্ধস্পর্শাদি বাহ্যবিষয়ের সাহায্যে যখন অবাধিত বা অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া যায়, তখন তাহার সেই অনর্গল বা অধাবিত অবস্থাকেই "লৌকিক-সুখ" বলে। এবং আত্মার পরিস্ফুরিত শক্তিগুলি যখন ঐ সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতিকূলতায় রীতিমতে প্রবাহিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শক্তি

গুলির বাধিত অবস্থাকেই "লৌকিক দুঃখ" বলা গিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, লৌকিকসুখ দুঃখাদির আর কোনরূপ লক্ষণ হইতে পারে না। কেমন ইহা বুঝিতে পারিলে?

ভোলাদাস। মা; তুই আড়ালে থাকিয়াও, একবার ভালরূপে তাকাইলেই, লোকে "যাহা বুঝিবার" তাহা বুঝে, তখন তোর নিজ মুখে শুনিয়াও কিছুই বুঝিবে না কেন?

জগদম্বা। (স্মিতমুখে) এখন ইহার দুই একটি উদাহরণও বুঝিয়া লও,—আত্মার শক্তি পরিচালনার যন্ত্রস্বরূপ ঐ শরীরের অস্তিত্বরক্ষার নিমিত্ত, উহাতে কএকটি ভৌতিক পদার্থের কিছু অধিক পরিমাণে থাকা নিতান্তই আবশ্যক হয়, যেমন যবক্ষার (আজোট) স্নেহ, গুড়, লবণ ইত্যাদি। এই সকল পদার্থগুলি না থাকিলে, মানবশরীরের অস্তিত্ব থাকেনা, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই অকর্ম্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, আত্মার কোন প্রকার শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেকগুলি পদার্থ আছে, তাহা অতি অল্পমাত্রায় থাকিলেও চলে, যেমন লৌহ, সীসক, চূর্ণ, গন্ধক ও ক্ষার ইত্যাদি। এই সকল পদার্থও দেহের অস্তিত্বরক্ষার বিশেষ সাহায্য করে। এদিকে আবার প্রতিক্ষণই শ্বাস প্রশ্বাসাদি নানাবিধ কারণে,

শরীরস্থিত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থের ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, উহারা শরীরের মধ্য হইতে বিশ্বলিত হইয়া চারিদিকে উড়ীয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রাণিগণ নানারূপ আহারের দ্বারা আবার সেই অভাবের সম্পূর্ণরূপ পুরণ করিয়া থাকে। ইহাই আহার এবং শরীরের পরস্পরের ক্রিয়া। তন্মধ্যে, যে যে দ্রব্যগুলি শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যে যে বস্তুর অভাবে শরীরাবয়ব গুলি শিথিল ও ক্ষীণবীর্য্য হইয়া, আত্মার শক্তি পরিচালনে অশক্ত হয়, উহারা যথোচিতরূপে প্রবাহিত হইতে পারে না, সেই সকল বস্তুগুলি উদরস্থ বা মুখস্থ করা মাত্রেই, শরীরের সেই সকল বস্তুর অভাব বিদূরিত হয়, তখন ঐ সকল দ্রব্যগুলি শরীরের সহিত সমবেত হয়, তখন শরীরটা বীর্য্য-সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তি সমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়; সুতরাং আত্মার শক্তি গুলিও, তখন উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া, অনর্গল ও অবাধভাবে স্নায়ুমণ্ডলাদির দ্বারা চলিয়া-ফিরিয়া আপনাপনকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। অতএব ঐ সকল বস্তু আহার করা কালে, আত্মা সুখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্যের দ্বারা, শরীরের মধ্যে, ইহার বিপরীত ঘটনা হয়, তদ্দ্বারা আত্মার শক্তিরও ইহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হয়; সুতরাং তখন দুঃখ বলিয়া অনুভুত হয়।

ভাবিয়া দেখ! দুগ্ধ, ঘৃত, ও মৎস্য, মাংসপ্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য, প্রায় সাধারণতঃ, সকলেরই বিশেষরূপে সুখবর্দ্ধন করে। তৎপর, কিছু কমপরিমাণে হইলেও, আলু, পটোল, বেগুনপ্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যও সুখজনক স্বাদযুক্ত হয়। আবার কুইনাইন, অহিফেণপ্রভৃতি কতক দ্রব্য আছে, তাহা সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তির জনক হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, দুগ্ধাদির মধ্যে মনুষ্য শরীরের পোষক ও রক্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনেকগুলি পদার্থ আছে। আর কুইনাইনের মধ্যে "কোয়াসিয়া" নামে এক প্রকার বিষ পদার্থ আছে। এবং আফিংএর মধ্যে "মরফিয়া" নামক বিষ বিশেষ আছে। এজন্যই, স্বভাবাবস্থায় কুইনাইন এবং অহিফেণাদি খাইলে শরীর বিষাক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনে অনুপযুক্ত হয়, আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা হইতে থাকে। তাদৃশ ব্যাধিতাবস্থার নামই দুঃখ। সেই জন্যই কুইনাইন খাইলে দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। আর দুগ্ধাদি দ্রব্যগুলি রসনাসংযোগকরা মাত্রেই উহার গুড়াংশ, স্নেহাংশ, লবণাংশ ও প্রস্ফুরকাদির অংশটা রসনার সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরাদির দ্বারা শরীরে পরিগৃহীত হয় তৎপর উদরস্থ হইলে, পাকস্থলী-সংলগ্ন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরাদিরদ্বারা, উহার প্রায় সকলগুলি অংশই পরিগৃহীত

হয়, এবং তৎক্ষণাৎ রসনা, উদরাদি স্থূল অবয়বগুলি আর রসনা-সংলগ্ন ও উদরাদির সন্নিহিত শিরা, ধমনী, নাড়ী, ও স্নায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অবয়বগুলি, সকলেরই ঐ সকল দ্রব্যের অভাব পূরণ হয়। তখন উহারা ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য হইতে আপনাপন প্রয়োজনীয় পদার্থ গুলি পাইয়া, আপনাপন অবয়ব পরিপুষ্ট করে, তখন উহারা পুনর্ব্বার আত্মার শক্তি পরিচালনায়, পূর্ব্বের মত, সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব আহারের পূর্ব্বে, উহাদের ক্ষীণতা প্রযুক্ত যে, আত্মার শক্তি পরিচালনায় বাধা ছিল তাহা দূরীভূত হয়, আত্মার শক্তিগুলি তখন আপনাপন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনর্গল ও অবিরোধভাবে গতায়াত করিতে থাকে, দেহের সমস্ত অবয়বেই, আত্মার সমস্ত গুলি শক্তি, যথাবৎ অনর্গল ও অবিরোধভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঈদৃশ অনর্গলভাবে প্রবাহিত অবস্থার নামই সুখ; তাই দুগ্ধাদি পান করিলে সুখবোধ হইয়া থাকে।

খাদ্য বস্তু সকল উদরসাৎ হইলে, দেহ ক্রমেই আরও অধিক মাত্রায় উহার অংশগুলি গ্রহণ করিতে থাকে, ক্রমে, দেহে ঐ সকল বস্তুর অভাব একবারেই বিদূরিত হয়, সমস্ত গুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আত্মার শক্তি পরিচালন করিতে আরও উত্তম রূপে উপযুক্ত হয়,

সুতরাং আত্মার সমস্তগুলি শক্তিই অবাধে দেহের মধ্যে ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থাকেই "আপ্যায়িত ভাব" বা "তৃপ্তিসুখ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হইল আহার জনিত সুখ ও দুঃখের তত্ত্ব। তৎপর অন্যান্য যত প্রকার বিষয়-জনিত সুখদুঃখাদি আছে, তৎসমস্তই এইরূপ আত্মার শক্তির অনর্গল-প্রবাহাবস্থা এবং বাধিত-প্রবাহাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই না। ইহাই সুখ-দুঃখের সঙ্ক্ষিপ্ত রহস্য। বৎস! তুমি ইহা বেশ বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ত?

ভোলাদাস।—হ্যাঁ মা, সুখ দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি, এখন অন্য কথা বল।

জগদম্বা। এখন তুমি বল দেখি, যদি এসংসারে এমন কোন ব্যক্তি থাকে,—যাহার দেহ চিরদিন অনাহারেও কিছুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, এবং আহারের দ্বারাও কিছুমাত্র পরিপুষ্ট হয় না, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনে কখনও অসমর্থ বা অনুপযুক্তও হয় না; অতএব কোন বস্তু আহারের দ্বারা আত্মার শক্তি কখন বাধা প্রাপ্তও হয় না, কিম্বা কখনও নূতন করিয়া অনর্গলভাবাপন্নও হয় না; কিন্তু চিরদিনই একরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে; তবে, সেই অবস্থার লোকটি যদি, কুইনাইন বা দুগ্ধাদি

কোন বস্তু খায়, তবে তাহার কোনরূপ দুঃখ বা সুখ হইবে কি, না ?

ভোলাদাস।—(কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া) না মা, তাহার কোনরূপ সুখ বোধও হইবে না, দুঃখ বোধও হইবে না। কেননা, কোন বস্তু আহার করিয়া তাহার আত্মার শক্তি কখনও বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না, কিম্বা কোন বস্তুর সাহায্যেও অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইতেছে না। সুতরাং তাহার লৌকিক দুঃখাবস্থা বা সুখাবস্থা কিরূপে হইবে ?

জগদম্বা।—তবে সে কিরূপ অনুভব করিবে ?

ভোলাদাস। — যাহাকে ভালও বাসিনা মন্দও বাসিনা, এমন একজন লোক নিকটে উপস্থিত হইলে, যেমন, তাহার আকৃতিটির জ্ঞান বা দর্শন মাত্র হয়, কিন্তু সুভাব বা কুভাব, কিছুই মনের মধ্যে বিকসিত হয় না ; সেইরূপ কুইনাইন বা মধু শর্করাদি খাইলেও, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে, সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের কেবল তিক্ত ও মধুরাদি রসটি মাত্রই অনুভূত হইবে, সুতরাং "এইটি ভাল" "এইটি মন্দ" এরূপ বোধ হইবে না। কিন্তু তাহাদের তিক্ত আর মিষ্ট, এতদুভয়ের পার্থক্য বোধটি, বিলক্ষণ রূপে থাকিবে তাহাতে সংশয় নাই।

জগদম্বা।—এখন আমার অবস্থা শ্রবণ কর,—

বাবা! আমার কোনরূপ দেহই কখনও, কোন কারণে, কোন ঘটনায় ক্ষীণও হয় না, দুর্ব্বলও হয় না, অশক্তও হয় না, আবার কোন কারণে কখনও নূতন করিয়া পরিপুষ্টও হয় না, এবং আমার শক্তিও কখন বাধিত কিম্বা নূতন করিয়া অনর্গলভাবে প্রবাহিতও হয় না, আমার শক্তি সর্ব্বদাই সমস্ত বস্তুতে অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। আমি সর্ব্বদাই অব্যাহত বীর্য্যা, অব্যাহত শক্তি, সুতরাং নূতন কোন ঘটনার দ্বারা আমার শক্তি অনর্গল বা অবাধিত-ভাবাপন্নও হয় না, আবার বাধা প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং কোন বিষয়ের দ্বারা আমার কোনরূপ লৌকিক সুখ বা লৌকিক দুঃখ হইতে পারে না। অতএব আমার নিকট কোন বিষয় বা কোন বস্তু ভাল বা মন্দ হইতে পারে না। বৎস! তোমার কথিত সেই কল্পিতব্যক্তির ন্যায়, আমিও কেবল প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিটি মাত্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভব করিয়া থাকি। আমার সম্বন্ধে কোন বস্তুই ভাল বা মন্দ হইতে পারে না, আমার নিকট সমস্তই সমান। তবে সেই যে, সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ, এই ত্রিগুণ-স্বরূপ অলৌকিক সুখ ও অলৌকিক দুঃখাদির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা আমার আছে। কারণ আমি

ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণবতী। কিন্তু তথাপি আমার সত্ত্ব শক্তি সর্ব্বদাই পরিপুর্ণ রূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আমি রজঃ আর তমোগুণের সংসৃষ্টা হইলেও তদ্দারা কিছুমাত্র পরিভূতা হই না, আমার সত্ত্বগুণ কখনই রজস্তমের দ্বারা পরিভূত বা পরাজিত হয় না, সত্ত্বশক্তি সর্ব্বদাই প্রবল ভাবে থাকে, রজঃ আর তমঃ তাহার অন্তরালে অবস্থিতি করে, এবং তদ্দারা অভিভূত থাকে। তাহারই মধ্যে, সময়ে সময়ে যখন রজঃ আর তম ঈষৎ পরিস্ফুরিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু একটু উত্তেজিত হয়, তখনই আমি সৃষ্টি এবং লয়াদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সৃষ্ট্যাদি কালেও আমার সত্ত্বশক্তি কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। সুতরাং রজঃশক্তির দুঃখ কিম্বা তমঃ শক্তির মোহ আমার প্রবলতর-সত্ত্ব শক্তি স্বরূপ সুখের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়, সুতরাং তাহা গ্রাহ্যে আসে না। অতএব আমার সর্ব্বদাই সুখ, আমি সর্ব্বদাই সুখময়ী। এজন্যই, প্রিয় তনয় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।" ইহার অর্থ এই যে,—ভগবান্ ত্রিগুণময়, তাঁহাতে যেমন সুখ স্বরূপ সত্ত্বগুণ আছে, তেমন দুঃখ-স্বরূপ রজোগুণ এবং মোহ স্বরূপ তমোগুণও আছে। কিন্তু তিনি ক্লেশাদি দ্বারা কখনই পরামৃষ্ট অর্থাৎ আহত বা পরিভূত হয়েন না।

তৎপরে বেদব্যাসও ঐ সূত্রের ভাষ্যে, "যোহসৌ প্রকৃষ্ট সত্ত্বোপাদানাৎ ঈশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ" ইত্যাদি দ্বারা, স্বভাবতঃই আমার সত্ত্বগুণের উৎকর্ষতা বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অতএব আমার কোন প্রকার দুঃখাদিও নাই, এবং ভাল বা মন্দ বোধে কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ বিরক্তিও নাই। কিন্তু আমার ভক্তের যাহা প্রিয় তাহাই আমার ভাল এবং ভক্তের যাহা অপ্রিয় তাহাই আমার মন্দ, অতএব ভক্তের প্রিয় বস্তুর দ্বারা আমার পূজা করিলেই আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করি।

ভোলাদাস। (অতি দীন ভাবে) মাগো! ওমা! তোর নিদারুণ কথায় যে, আমার আশা ভরসা সমস্তই ভুয়ো হইয়া গেল! মা, তুই পূর্ব্বে বলিয়াছিলি যে, তোর ভোগের নিমিত্তই তুই এই সমস্ত দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিস, তখন ভাবিয়াছিলাম, তবে প্রাণপণে তোর নিমিত্তই এই সকল দ্রব্য আহরণ করিয়া, তোকে আনিয়া দিয়া কৃতার্থ হইব; কিন্তু মা, তুই এখন আবার বলিলি যে, কোন বস্তুর দ্বারা তোর কোনরূপ সুখ বা দুঃখ বোধ হয় না, সুতরাং তোর নিকট কোন দ্রব্যই ভাল বা মন্দ নাই, তবে তো তোর ক্ষুধাও নাই পিপাসাও নাই, এবং ভোগও নাই, বিলাসও নাই, তবে আর তোর নিকট এ সকল

দ্রব্য আনীয়া প্রয়োজন কি? আর পূর্ব্বেই বা তুই ওকথা বলিলি কেন? মা গো! আমি সত্যই বলিতেছি, তোর এই কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অধীরহইয়াছে, ইহা তুইও জানিতেছিস; অতএব শীঘ্র-শীঘ্র এবিষয়ের দ্বৈধ ভাঙ্গিয়া দে।

জগদম্বা। (সান্ত্বনার ভাবে) বাবা! তুমি ধীর হও, তোমার নিরাশ্বস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই, তুমি স্থির হইয়া আমার কথা শুন, তবেই ভাবনা চিন্তা বিদূরিত হইবে। বাবা! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাও সত্য, এবং এইক্ষণে যাহা বলিলাম তাহাও সত্য; কিন্তু এবিষয়ে আরও কিছু বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা শুন।—বৎস! আমি কিছুই ভোগ করি না তাহা একবারও বলি নাই, কিন্তু কোন বিষয়-ভোগের দ্বারা লৌকিকভাবে, আমার কোনরূপ সুখ-বোধ বা দুঃখবোধ হয় না, সুতরাং লৌকিকভাবে ক্ষুধা পিপাসাও হয় না, ভাল মন্দ প্রতীতিও নাই, ইহাই ঐ কথার মর্ম্ম। পরন্তু অন্য প্রকারে আবার আমার সমস্তই আছে, আমার ক্ষুধাও আছে, পিপাসাও আছে, ভোগ্য বস্তুর ভোগের দ্বারা সুখ-দুঃখও আছে। কিন্তু ভোলাদাস! একথাটি কিছু বিস্তীর্ণ হইবে, এখন আরতির সময়ও হইয়া আসিল, অনেক লোক জন আসিবে, অতএব এখন বলা

হইতে পারে না, তুমি আজই রাত্রিতে আর একবার আসিও তখন ইহা বলিব।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে ঈশ্বর সুখদুঃখাদি নির্ণয়োনাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মায়ের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভোলাদাস মস্তকের দ্বারা মায়ের চরণকমলের রেণু গ্রহণ করিয়া চলিলেন, এমন সময়ে জ্ঞানানন্দও বাহির হইতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং ভোলাদাসকে বলিলেন,—

জ্ঞানানন্দ।—দাদা মহাশয়! আবার কখন আপনার দর্শন পাইব? আমি অন্যান্য বাড়ীতে মায়ের দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, আপনি একাকী ছিলেন!

ভোলাদাস।—ভ্রাতঃ! সর্ব্বদাই তোমার দর্শন ভালবাসি; আমি একাকী ছিলাম না, মায়ের নিকটে ছিলাম, এখন চলিলাম। ভ্রাতঃ! আমি তো সততই মায়ের নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু

তাহাতে মায়ের ইচ্ছা না হইলে অগত্যাই একএক বার গিয়া এক-এক বার আসিতে হয়; সুতরাং আরও কতবার গতায়াত করিতে হয়, কতবার নূতন নূতন দেখা সাক্ষাৎ করিতে হয়, নিশ্চয় কি? তুমি কি শিবানন্দের ওখানে গিয়া ছিলে? *

জ্ঞানানন্দ।—দাদা মহাশয়! বুঝিতে পারিলে, আপনার কথাই বেদবাক্য! আমি প্রতিদিন পাঁচ, সাতবার আপনার বাড়ী গিয়া থাকি; এইমাত্র আপনার বাড়ী হইতেই আসিলাম!

ভোলাদাস।—শিব সাধ্যমতে মায়ের পরিচর্য্যা করিতেছি কি?

জ্ঞানানন্দ।—শিবানন্দ এবং তারানন্দ† মায়ের যেরূপ অনুরাগী যেরূপ মাতৃ-পরায়ণ, তাহাতে মায়ের শুশ্রূষার পক্ষে কোনই ত্রুটির সম্ভব নাই। তৎপর, গৃহত্যাগকালে আপনি যে যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহারা হৃদয়-সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং মায়ের অশুশ্রূষার সম্ভাবনা কি? আপনার সহধর্ম্মিণী এবং শিবানন্দ, তারানন্দ, যেরূপ প্রাণপণে মায়ের আরাধনা করিতেছেন, তাহা অস্মদাদির

---

* শিবানন্দ ভোলাদাসের কনিষ্ঠের নাম।

† ভোলাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারানন্দ।

শিক্ষণীয়। আপনার বাড়ীতে গেলে অতি পাপ-হৃদয় নাস্তিকগণও, পুতুল না দেখিয়া, মাকেই দেখিতে পায়। দাদা মহাশয়! তাঁহারা যেরূপ বেশ ভূষাদির দ্বারা মাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যেরূপ ভক্ষণীয়-দ্রব্যাদির দ্বারা মায়ের পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহা অবিকল আপনার অভিপ্রায়, এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত, আর মায়েরও অভিমত। শিবানন্দের পূজা প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রকৃত অনুরাগের পরিচয়প্রদ, আর দর্শক-গণের পাষাণ হৃদয় হইলেও তাহাতে, মায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সম্পূর্ণ সমর্থ। কারণ, আপনার বাড়ীতে, রাঙতা, চুমকী, অভ্রাদির নাম গন্ধও নাই, রাঙ্গের গুণে-জড়িত শোলাকাষ্ঠের দ্বারা এবং রাঙ জড়িত ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা, মায়ের অঙ্গ অপবিত্র করিয়া, মাকে একটা খেলার দ্রব্যের ন্যায় সাজানও হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের যথাসাধ্য সংগৃহীত স্বর্ণ-রজতের আভরণ এবং বস্ত্রাদির দ্বারাই মায়ের সুবর্ণময়তনুযষ্টির লাবণ্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আবার তাহাও বড় অল্প নয়, অব্যবহার্য্যও নয়, কিম্বা রমণীদাসের ন্যায় লোক দেখান মত সাজানও নয়। শিবানন্দ যাহা কিছু মাকে পরাইয়াছেন, মা অন্তর্হিতা হইলে, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণসাৎ হইবে। এতদ্ব্যতীত, অন্য যে যে উপহার মাকে দিয়াছেন তাহারও কোনটিই অনুকল্প কিম্বা

খেলনার ন্যায় অকর্ম্মণ্য নহে; সমস্তই ব্যবহারের যোগ্য। বরং যে দ্রব্যটি তাঁহাদের সামর্থ্যের আয়ত্ত হয় নাই, তাহা একবারেই দেন নাই; কিন্তু তথাপি, অগ্রাহ্য কোন দ্রব্য মায়ের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। দাদা মহাশয়! আর অধিক কি, অবলাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পূজা দেখিয়া মনে যে কষ্ট অনুভূত হয়, আপনার বাড়ীর পূজা দেখিলে তাহা কিছুই থাকে না, এবং পরম তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে।

ভোলাদাস।—অবলাচরণের পূজা কিরূপ তাহা আমি দেখি নাই।

জ্ঞানানন্দ।—দেখেন নাই! তবে প্রথম হইতেই বলিতেছি শুনুন,—দাদা! অবলাচরণ যে মাকে খড়ম, ছাতা পাখা, শাঁখা, আয়না, চিরণ, কৌটা, এবং খাট বিছানাদি উপদ্রব্য গুলি দিয়াছে, তাহা দেখিলে মায়ের দুর্গতি মনে করিয়া কান্না আসে। হতভাগা অবলা, যজ্ঞডুমুরের আটখানি চেলাকাঠে বলি লাগাইয়া মায়ের চারি জোড় খড়ম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উহার নিজের পায়ের খড়মজুড়ীর মূল্য বোধ-হয় দুটাকার কম নয়। তৎপর আস্ত-আস্ত এবং পরস্পরে-অসংযুক্ত কএকটি তালপাতা আনীয়া, তাহা নারিকেলের শলা দিয়া বিঁধিয়া, মায়ের ছত্র (?) দিয়াছে! কিন্তু দুর্ভাগ্য অবলা, সহস্র ছত্র ক্রয়েও

কিছুমাত্র অসমর্থ নয়। তৎপর শাঁখা! দাদা মহাশয়! মায়ের সুবর্ণময় করপদ্মকয়টি যখন মনে পড়ে, তখন তাহাতে ঐ শাঁখা দিয়া সাজান, মনেতে কল্পনা করিলেও কম্পন উপস্থিত হয়। অবলা যেন কোথা হইতে আস্ত-আস্ত কতকগুলি কাটাশাঁখ (ছালী) আনিয়াছে, তাহাতে আবার এক একটু হিঙ্গুল দেওয়া আছে, তাহাই মাকে শাঁখা (?) দিয়াছে! কিন্তু উহার স্ত্রীর গায়ে দশ হাজার টাকার গহনা! তদ্ব্যতীত, এক পয়সার চারিখানি আয়না এবং এক পয়সার চারিখানি চিরণ দিয়াছে। তৎপর, খাট ও বিছানার যে দুর্দ্দশা, তাহা দেখিলেই শ্মশান ঘাট মনে পড়ে। কিন্তু উহার নিজের শয়নের খাট, বিছানা ও মসারি বোধ হয় তিনশত টাকায়ও নিষ্পন্ন হয় নাই। তৎপর ভোগের দ্রব্য!—অবলা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছে, সুতরাং রমণীদাসের ন্যায় "ইন্দুর প'ড়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার" অবস্থা করিতে পারে নাই, দায় পড়িয়া উহাকে কিছু কিছু ভোগ দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাও অতি অদ্ভুত।—দাদা মহাশয়! অবলার ভোগের কথা বলিতে গিয়া তাহা হইতেও অদ্ভুততর ভামিনীচরণ রায়ের ভোগের কথা মনে পড়িল! অতএব তাহাই আগে বলি,—ওঃ! কি পৈশাচিক ব্যাপার!! দাদা গো! ভামির বাড়ী লুচি পুরির

ভোগ দেওয়ার নাম আছে; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ শুনুন,—ভামিনী পাকের পূর্ব্বে, নিজের পরিবার কএকটি এবং যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করে তাহাদেরই খাওয়ার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করায়। তৎপর, তাহার কিছু কিছু অংশ, একবার মায়ের ঘরে দেখাইয়া আনীয়া আপনারা খায়, এবং ঠিক্ ঠিক্ সেই নিমন্ত্রিত লোক কএকটিকে দেয়, কিন্তু তাহার নিয়ম আরও অধিকতর অদ্ভুত!

উহার বাড়ীতে, যাহাদের প্রণামী দেওয়া নাই, তাহাদের নিমন্ত্রণও নাই। কিন্তু প্রণামীও, অবশ্যই, সকলে সমভাবে দিতে পারে না; সুতরাং চারি টাকা দুই টাকা এবং এক টাকা এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে। তন্মধ্যে, যে চারি টাকা প্রণামী দেয়, তাহাকে চারি আনা মূল্যের দ্রব্য খাওয়ায়, আর ৩৸৹ টাকা লাভ থাকে। যে দুই টাকা দেয়, তাহাকে দুই আনার খাদ্য দিয়া অবশিষ্ট ১৸৶৹ আনা লাভ করে। আর যে এক টাকা দেয়, তাহাকে ৴৹ আনার খাদ্য খাওয়াইয়া ৸৶৹ আনা লাভ করে। আর যাহারা কিছুই দেয় না, তাহাদের "প্রবেশনিষেধ"। তবে যদি কাহারও অনুরোধ উপরোধে, এক খানি টিকিট বাহির করিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে, তবে তাহার সেই প্রবেশ মাত্রই ফল। এইরূপ ভোগের দ্বারা ভামুর

প্রায় ৩০০৲ টাকা লাভ থাকে, এবং তাহার দ্বারা কতকগুলি বেশ্যা এবং মদের কাজটা চলিয়া যায়। ইহাই ভামুর ভোগ!

কিন্তু অবলাচরণ চিরদিন পাড়াগাঁয়ে থাকে, কলিকাতায় কখনই যায় নাই। সুতরাং চক্ষুলজ্জাটা একবারে এড়াইতে পারে নাই, এইজন্য ভামুর ন্যায় ভাতের ব্যবসায় করিতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি উহার ভোগ মায়ের গ্রহণীয় হয় না। দাদা গো! অবলা অনেক গুলি ডা'ল চা'ল পাক করাইয়া থাকে, কিন্তু সমস্তই উচ্ছো এবং অপরিষ্কৃত, সুতরাং মায়ের ভোগে লাগে না, দেয়ও না, কিন্তু কেবল যশখ্যাতির নিমিত্ত, কতকগুলি লোক জনকে তাহা খাওয়ায়। আর মায়ের নিমিত্ত কেবল ⁄১। সের আতপ চা'ল আর একপো ডা'ল এবং তিনখানি বেগুণ ভাজা মাত্র হবিষ্যের ঘরে রাঁধাইয়া থাকে। তৎপর, ছাগলটিকেও "তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া বধ করিয়া নানা রসে, নানা রঙ্গে পাক করিয়া নিজেরা খায়। হতভাগার সেই অর্থব্যয়ও হয়, পরিশ্রমও হয়, তথাপি মাকে দেওয়া হয় না! মাকে কেবল এক মুঠো আলোচেলের হবিষ্য দিয়াই সারে। অন্যান্য সকল প্রকার উপকরণ সম্বন্ধেও মাকে এইরূপ বঞ্চনাই করে। তৎপর উহার পুরোহিত; দাদা মহাশয়! পুরোহিতের কথা আর

বলিবার নয়! অবলার বাড়ী দুটো পুরোহিত থাকে, কিন্তু হতভাগ্য অবলা, তাহার মধ্যে বাছাই করিয়া, যেটা অধিকতর মূর্খ সেই টাকেই মায়ের পূজক কার্য্যে নিযুক্ত করে, আর যেটা কিছু কম মূর্খ সেইটাকে তন্ত্রধারক করে; কিন্তু উভয়েই, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বা আচার নিষ্ঠার অণুমাত্র ধার ধারে না। দাদা মহাশয়! এই দুজনে একত্রিত হইয়া অবলার মণ্ডপে যাহা করে তাহা দেখিলে, এক সময়েই, আদি, করুণ ও শান্তরস ব্যতীত, আর ষট্‌রসেরই উদ্দীপনা হয়। উহা অতীব অদ্ভুত! দাদা গো! ওদের সে দিনকার একটা কার্য্য শুনুন, তবেই সমস্ত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

বোধনের দিন সন্ধ্যা বেলায় উহারা দুজনে একত্রিত হইয়া বেলতলায় গিয়াছে, বোধনের উদ্যোগাদিও হইয়াছে, তৎপর তন্ত্রধারক পুথি খুলিয়া বলিল,—"অথ রোধনং" তৎপর, পূজক কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—"হাঁগা! একি বল্যে? "অথ রোধনং?" ইহার যে কোন অর্থই খুজিয়া পাই না? তোমার বোধ হয় দেখ্‌তে ভুল হ'য়েচে, অথবা পুথিতেই অশুদ্ধ আছে। কিন্তু আমার বিবেচনা হয় ঐ "রো"এর পরের অক্ষর "ধ" নয়, ওটা "দ" হইবে, "অথ রোদনং", এইরূপ পাঠ হবে; তা হলেই অর্থটাও বেশ বুঝা যায়।

তন্ত্রধারক। হ্যাঁ তাতো বটে, "রোদুনং"এর অর্থ-টাতো সোজাই হয় বটে, কিন্তু এইরূপ পাঠটা যেন কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না।

পূজক। তুমি উপবাসে ভুলে গিয়েছ, বাস্তবিক "রোদনং" পাঠই ঠিক্।

তন্ত্রধারক। তবে হবে, কিন্তু তা কে ক'রবে? কর্ত্তা না পুরুত?

পূজক। এ সকল ব্যাপার ইতিকর্ত্তব্যতার মধ্যে গণ্য, উহা কর্ত্তাই ক'রবেন, পুরুত কেবল মন্ত্র পড়ার দায়ী, অতএব কর্ত্তাকে ডাক।

তন্ত্রধারক। ওরে! কে আছিস, একবার বাবুরে ডাক, শীগ্‌গির ক'রে ডাক, সময় ব'য়ে যায়।

(পুরোহিতের ডাকে অগত্যা অবলাকে আসিতে হইল, এবং আসিয়া বলিল)—

অবলা। কি ঠাকুর! আমাকে কি ক'র্ত্তে হবে?

তন্ত্রধারক। একটা কথা কি, শাস্ত্রে যা থাকে, তা ছোট বড় সকলকেই ক'র্ত্তে হয়, তাতে মানাপমান বোধ কিম্বা লজ্জা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের উপরোধে রাণী স্বর্ণময়ীকেও "স্বর্ণময়ী দাস্যা" বলতে হয়, আবার শ্রাদ্ধের সময়ে কুলবধূকেও স্বামীর নাম লইতে হয়—

অবলা। ও সকল বল্‌তে হবে না, আমাকে কি ক'র্ত্তে হবে তাই বলুন না?

তন্ত্র। না এমন বেশি কিছু না, তা অন্যে না শুনিলেও কোনরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়; এই পূজার কাছে ব'সে, আপনাকে যৎ কিঞ্চিৎ একটু রো—রো—রোদন ক'র্ত্তে লেখা আছে।"

দাদা মহাশয়! তন্ত্রধারকের এই কথা শুনিয়া অবলাচরণ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল, বাড়ীতে তুমুল হুলুস্থুলু পড়িল। অন্তঃপুরে তত্ত্ব গেল, তখন গোব্রাহ্মণ বধভীরু অবলার মাতা 'কি হয়েছে কি হয়েছে' বলিতে বলিতে দৌড়িয়া বিল্বমূলে আসিলেন এবং আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া মনে করিলেন "এখন পুরোহিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে "কুল পুরোহিত" থাকে না, অবলা এখনই উঁহাদিগকে তাড়ায়ে দিবে, কুল পুরোহিত পরিত্যাগে মহাপাপ, অতএব পুরোহিত রক্ষা করাই কর্ত্তব্য" এই স্থির করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ,—তাইতো, একটু কাঁদ্তেইতো হয়! আমি চিরদিন দেখেছি একটু কাঁদ্তেই হয়, পুরুত ঠাকুর (অদৃষ্টের) লেখা কথাই ব'লেছেন, তোমরা মিছা গোল ক'রো না। কিন্তু যার নামে সঙ্কল্প হয় তাকেই কাঁদ্তে হয়। কর্ত্তার মৃত্যুর পর আমার নামেই সঙ্কল্প হয়, সুতরাং আমিই চিরদিন কেঁদে থাকি, এবারও আমাকেই কাঁদ্তে

হবে। তোমরা ওদিক্ যাও" এই বলিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া নাতিতীব্র নাতিমৃদু স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন পুরোহিতদ্বয়ের বিদ্যাভিমান জ্বলচ্ছিখ হইয়া উঠিল এবং পরস্পরে চুপেচুপে বলিতে লাগিলেন।

পুরোহিতদ্বয়। দেখ ভাই, যদি কা'ন্তে না বল্‌তেম তবে সর্ব্বনাশ ঘট্‌ত, "পূজার অঙ্গহীন" হয়েছে বলে এখনই অবলার মা এনে কত তিরস্কার ক'র্ত্তো। আজ ঈশ্বর বড় রক্ষা ক'রেছেন," ইত্যাদি।

এমন সময়ে আমার পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখানে আসিতে ছিলেন, তিনি হঠাৎ ওখানে ক্রন্দন শুনিয়া ত্রস্তভাবে গিয়া বলিলেন,—

ভট্টাচার্য্য।—এ কি? কি হ'য়েছে? হঠাৎ কান্নাকাটী কেন? কোন্ ছেলেপেলের কোন বিপত্তি হয়েছে কি?

পুরোহিতদ্বয়।—না মহাশয়, না, কোন বিপদ্ না, অবলা বাবুর মা পূজার কান্নাটুকু কাঁ'দছেন।

ভট্টাচার্য্য।—পূজার কান্না!—তোমরা দুজন পুরোহিত হ'য়েছ ব'লে কান্না?

পুরোহিতদ্বয়।—আপনি প্রাচীন লোক, বিদ্রূপ করা আপনার ভাল দেখায় না। পুথির সর্ব্ব প্রথমেই "অথ রোদনং" লেখা নাই কি?

ভট্টাচার্য্য।—সে "রোদনং" যজমান পুরোহিত উভয়ে মিলে ক'ল্লে ইতো উচিত হয়!

পুরো।—(সরোষে) আপনি বারম্বার বিদ্রূপ ক'চ্ছেন কেন?

ভট্টাচার্য্য।—হতভাগ্য! ওটা "অথ রোদনং" নয়, ওটা "অথ বোধনম্"; "ইহার পর দেবীর বোধন বিষয় বলা যাইতেছে" ইহাই ঐ কথার অর্থ।

পুরো।—আমরা বালককাল হ'তে শুনে আস্‌ছি যে "বেদে উহ নাই" অতএব আপনার কথানুসারে পুঁথিকাটিতে পারিবনা।

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কিছু না বলিয়া অবলার পূজার দশা চিন্তা করিতে করিতে আমার বাড়ী আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন ইহাই অবলার পূজা!

ভোলাদাস।—এজন্যই এখন পূজার কোনরূপ ফল লাভ করিতে দেখা যায় না, প্রত্যুত মাকে এইরূপ বঞ্চনা করিয়া সর্ব্বনাশ গ্রস্ত হয়, এবং "পূজা করিয়া কোন ফল হইল না" বলিয়া শাস্ত্র আর

---

* এই প্রসঙ্গের মূল মর্ম্মটি সত্য, এবং ইহার সমজাতীয় ঘটনা অনেক স্থানেই ঘটিয়া থাকে সুতরাং ইহাতে সমাজের প্রকৃত চিত্রই প্রদর্শিত হইল, অতএব রহস্য মনে করিবেন না।

মায়ের প্রতি দোষারোপ 'করে। কিন্তু শিবানন্দ এই সকল বিষয়ে কিরূপ কি করিয়াছে?

জ্ঞানানন্দ।—তাহা তো এক কথায়ই বলিয়াছি; "শিবানন্দের পূজা দেখিলে মনের খেদ নিবৃত্তি হয়"। শিবানন্দের প্রত্যেক উপহারই অতি পবিত্র, সুপরিষ্কৃত এবং ব্যবহারের যোগ্য। ফল কথা, শিবানন্দ যাহা কিছু মাকে দিয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহার আপন ব্যবহারের দ্রব্য অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট এবং আদরণীয়। তবে, আপনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আছেন, শিবানন্দও ছেলে মানুষ, সুতরাং উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহের অভাবে প্রত্যেক দিনেই, সমস্ত উপহারের সংগ্রহ করিতে পারিয়া উঠেন নাই। কিন্তু এমন কোন উপহার নাই, যাহা একদিনেও মাকে দেওয়া হয় নাই, সুতরাং মায়ের সকল দ্রব্যই পাওয়া হইয়াছে। আবার যে দিন যে দ্রব্যের সংগ্রহ হয় নাই, সেই দিনও শিবানন্দের যে দুঃখ, মনঃকষ্ট এবং আত্মগ্লানির দ্বারাই মায়ের তাহা পাওয়া হইয়াছে। মাই বলিয়াছেন "উপচারেঃ সমর্থশ্চেদাত্মবৎ পরিকল্পয়েৎ। তত্রাপিচেদশক্তঃস্যাদনুকল্পং প্রকল্পয়েৎ অনুকল্পেঽ সমর্থস্য দুঃখ সন্বিগ্নচেতসঃ। অশক্তি বেদনং মহ্যং পূর্ণাপ্যায়ন কৃদ্ভবেৎ॥" উৎকৃষ্টতম উপচারে অসমর্থ হইলে নিজে যেরূপ দ্রব্যাদি ব্যবহার

করে তাহাই আমাকে দিবে, তদ্দ্বারাই আমার সেই উৎকৃষ্টতম দ্রব্যের তুল্য পরিতৃপ্তি হইবে; যদি তাহাতেও প্রকৃত পক্ষে অসমর্থ হয়, তবে অনুকল্প দ্রব্যাদি দিবে, অর্থাৎ যে দ্রব্যের দ্বারা প্রকৃত দ্রব্যের প্রায় সমান পরিতৃপ্তি হইতে পারে,—যেমন মধুর অনুকল্প গুড়, কুশের অনুকল্প কর্শ, যবের অনুকল্প ধান্য, ইত্যাদি রূপ অনুকল্প দিবে, তাহাতেও আমার তুল্যপরিতৃপ্তি জন্মে, আর যদি সেই অনু-কল্পেও নিতান্তই অসমর্থ হয়, তবে অতিশয় দুঃখিত হইয়া যদি আপনার অসমর্থতা আমাকে জানায় তদ্দ্বারাই আমার পরিপূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে, তৎপর, শিবানন্দের পূজা প্রণালীও অতি অপূর্ব্ব, এবং উপাসক গণের অনুসরণীয়। শিবানন্দের পুরোহিত নাই, তিনি স্বয়ংই মায়ের পূজা করেন, এবং আপনার অষ্টমবর্ষীয় শিশু শ্রীমান্ তারানন্দ তাঁহার তন্ত্রধারক। এই দুজনে একত্রিত হইয়া যেরূপে মন্ত্র পাঠাদি করেন, তাহা দেখিলে মনে হয় যে, মা বুঝি তখন সকল বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। দাদা মহাশয়! আজ মহাস্নানের সময়ে, আপনার বাড়ীতে গিয়াছিলাম; দেখিলাম, দুই ভ্রাতৃজপিতৃব্যে একত্রিত হইয়া কুঙ্কুমজলের স্নানের নিমিত্ত, পুস্তক লিখিত মল্লার রাগের দ্বারা মায়ের আবাহন করিতেছেন। দাদা

মহাশয়,আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, মা তখন কৈলাস পুরী শূন্য করিয়া শিবানন্দের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তৎপর অগরুদক দানের নিমিত্ত বসন্ত রাগের দ্বারা পুনর্ব্বার, মায়ের আহ্বান করিতে লাগিলেন, সেই আহ্বানে "মা" কখনও স্থির থাকিতে পারেননা। এইরূপে যথালিখিত এক-এক রাগ রাগিণীর দ্বারা মাকে আহ্বান করিয়া এক-এক স্নানীয় দ্রব্যের দ্বারা মায়ের স্নান করান হইল, তৎপর যথানিয়মিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক এক-এক উপহার সমর্পণ করিয়া যথানিয়তচ্ছন্দে এবং যথানিয়ত স্বরে এক একটি প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রুতি-কুহরে কি মধু প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করা যায়না। আবার বাহিরেও যেন দেখিলাম, মা এক-এক করকমলের দ্বারা শিবানন্দের এক-এক উপচার গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে শিবানন্দ মায়ের আরাধনা করিতেছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আপনি একবার সেই অবস্থা দর্শন করিলেন না, আপনি তাহা দেখিলে অতুল আনন্দ ভোগ করিতেন। দাদা মহাশয়! বাড়ী গিয়া পুত্র পরি-জনাদির সহিত বিশেষ আলাপ ব্যবহার না করিয়া কেবল মাকে দেখিলে কোন হানির আশঙ্কা মনে করেন কি?

ভোলাদাস।—সেখানে গিয়া একবার মাকে দেখিবার নিমিত্ত মন সর্ব্বদাই কাঁদে; বাড়ীর মৃত্তিকারও কোন দোষ নাই; কিন্তু সেখানে গেলে যদি সকলকে দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার তাদের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ হয়, এই আকাঙ্ক্ষায় যাই না। তা হউক, তুমি এখন আরতির উদ্যোগাদি কর, আমি আসি গিয়ে।"

এই বলিয়া ভোলাদাস বহির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ভাবে নদীতীরাভিমুখে চলিলেন।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে। উপাসনাযোগে সদসৎ পূজা কার দর্শনং নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন, এবং একাকী সেই ঘাটের আলসের উপরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

ভোলাদাস।—(মনেমনে) আজ রাত্রি প্রভাত হইলেই মা অন্তর্হ্মিতা হইবেন! মায়ের প্রাণভরা রূপ কা'ল আর দেখিতে পাইব না! হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচাইতে পারিলাম না! সকল কথা শুনিতে পারিলাম না! যাহা জিজ্ঞাসিলাম তাহাও সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভব দেখি না! মা রাত্রিতে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন, কিন্তু রাত্রিতে মায়ের কথা শুনা কিরূপে হইবে; জ্ঞানানন্দের বাড়ী প্রায় সমস্ত রাত্রিই মায়ের নিকট রাম প্রসাদী গান হইয়া থাকে, অত্যন্ত গোলযোগ অন্য বাড়ীতেও মায়ের পূর্ণ প্রভা প্রকাশ পায় না, তবে কোথা যাইব! কোন্ বাড়ী গিয়া মন ভরিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিব ও শুনিব! শিবানন্দ এবং তারানন্দ মায়ের যেরূপ অনুরাগী তাহাতে মা পূর্ণ প্রভায়ই আবির্ভূতা হইয়াছেন সন্দেহ নাই, সেখানে কোন গোলযোগও নাই, কিন্তু সেখানে গেলে, যদি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া পুনর্ব্বার মমতাকৃষ্ট হই, তবেই ত সর্ব্বনাশ হইল। সুতরাং সেখানে যাওয়াও উচিত নয়, তবে কোথা যাই! মায়ের অমৃত মাখা উপদেশ তো শুনা হইল না! (কিঞ্চিৎকাল পরে) হউক, যাহা হয় হউক, মায়ের কথা শুনিতেই হইবে, শিবানন্দের ওখানেই যাইব, মাকে হৃদয় হইতে ছাড়িব না তবে আর কোন খানেই কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

এইরূপ স্থির করিয়া ভোলাদাস ধীরে ধীরে বাড়ী অভিমুখে চলিলেন। এদিকে মায়ের আরতি, এবং শীতল ভোগাদি সমাপ্ত; শিবানন্দ এবং তারানন্দ মণ্ডপের বারেন্দায় বসিয়া মিলিত স্বরে, ভক্তিমাখা হৃদয়ে এই গানটি করিতেছেন,—

(রাং মূলতান)

মাগো ! তুই বিনে আর, কে আছে আমার
" আমার " বলে।
তুইও যদি ঠেলে, ফেলেদিস জলে,
কে বাঁচাবে তু'লে এ দুর্ব্বলে ॥
পিতা সদানন্দ, পেয়ে তোর আনন্দ,
ত্রিভুবনের সব রইল ভু'লে ॥
(মাগো !) পড়িয়ে বিপদে কত ধরি পদে,
চায় না একবার তনয় ব'লে ॥
আমরা শিশু তনয়, হারা'য়ে আশ্রয়,
সদা ভাসিতেছি অকুল জলে।
(মাগো !) একবার ধ'রে তোল কুলে,
অসহায় বলে, অগতির গতি তোকেই বলে ॥

ভোলাদাসও আস্তে আস্তে গিয়া উপস্থিত। তখন শিবানন্দ এবং তারানন্দ প্রায় একবৎসরপর তাঁহার আকস্মিক সমাগমে চমকিত হইয়া, কিঞ্চিৎকাল

স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া থাকিলেন, তৎপর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিলেন, এবং মৃদুভাবে, করের দ্বারা করান্তর মর্দ্দণ করিতেকরিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তখন তাঁহাদের ভক্তি এবং দীনতা ভাব প্রকাশক চক্ষু দুটির অপাঙ্গদ্বয়, দুঃখাশ্রু এবং আনন্দাশ্রুদ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। সদানন্দ উপবিষ্ট হইয়া পুত্র এবং ভ্রাতাকে বসিতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রত্যেকের কুশলাদি এবং পূজার উদ্যোগাদি কিরূপে কি উপায়ে হইল; কিরূপে সংসারযাত্রা চলিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—

ভোলাদাস। শিবানন্দ! তোমরা গিয়া প্রসাদ গ্রহণ কর, মণ্ডপে আমিই আছি, আজ আমি এইখানেই থাকিব, তোমরা যাও শু'য়ে থাক গিয়া।"

তারানন্দ এবং শিবানন্দ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাহাই করিলেন। ভোলাদাস মণ্ডপদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রাণাম পূর্ব্বক মায়ের নিকট বসিয়া কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
উপাসনাযোগে পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ
সমাপ্তঃ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস। মাগো! রাত্রিতে; জ্ঞানানন্দের বাড়ী নির্জ্জনতা নাই, তাই আজ এইখানে আসিয়াছি; এখন সেই কথাটি বুঝাইয়া দে! তোর নাকি আর প্রকারে ভাল মন্দ আছে, আর এক প্রকারের সুখ দুঃখ আছে, এবং আর এক প্রকারের তৃপ্তি আছে, তাহা কিরূপ, বলিয়া দে।

জগদম্বা। বৎস! তাহা বলিব, কিন্তু উপহারের দ্রব্য বিষয়ে আমায় উত্তমতা, অপকৃষ্টতা, কিম্বা প্রিয়াপ্রিয়তাদি বোধ না থাকিলেও তোমাদের কোন হানি নাই। কারণ; উপাসকের ভাবের প্রতিই আমার বিশেষ রূপে কটাক্ষ থাকে, ভাবের ভাল মন্দতা আমি বেশ বুঝি, এবং তাহাই গ্রহণ করি। যাহার ভাল ভাব থাকে, যে অতি সরল, অতি দীন হৃদয়ে, অতিশয়আগ্রহ সহকারে প্রাণপণ পরিশ্রম ও যত্নের দ্বারা নানাবিধ উপহারের আহরণ করিয়া আমাকে দেয়, কিন্তু সেই দ্রব্য ভাল না হইলেও আমি অমৃত রূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, সেই দ্রব্যের সেই অমৃতোপম গ্রহণ করিয়াই আমি তৃপ্তিলাভ করি। কিন্তু

ঐরূপ ভাব না থাকিলে, রাশি-রাশি উত্তম উপহার ও ভস্মরাশির ন্যায় মনে করি। এইজন্যই লিখিত আছে "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"। অতএব আমার কোন বস্তুর ভাল মন্দ বোধ থাকা বা না থাকায় ভক্তের কোন ন্যূন বৃদ্ধি নাই, বস্তুর রসাস্বাদ করিয়া আমার সুখানুভব হইল কিনা, তাহাও জানিবার আবশ্যক নাই।

ভোলাদাস।—মাগো! আমায় বঞ্চনা করিতেছিস কেন? আমার হৃদয়ের উৎকণ্ঠতা জানিতে পারিয়াও সত্য কথা বলিয়া দিস না কেন?

জগদম্বা।—বৎস! তনয় কি মায়ের নিকট বঞ্চিত হইতে পারে! কখনই না, আমি তোমায় সত্য কথাই বলিয়াছি।

ভোলাদাস। মাগো! যাহার হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, ভালমন্দ সকল বস্তুই তোর নিকট সমান, তাহার কি তোর জন্য কোন দ্রব্য আহরণের নিমিত্ত যত্ন, চেষ্টা বা কোন রূপ ভাব হইতে পারে?

জগদম্বা। হ্যাঁ; তাহা অবশ্যই পারে; আমি যে সকলের যত্ন, পরিশ্রম ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করি, তাহা জানিলেও আমার নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্যাহরণের যত্নাদি হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ! এই ভৌতিক সংসারে, রাজার কোন বস্তুরই অভাব থাকেনা, এবং সামান্য

বস্তুরপ্রতি কোন প্রকার অনুরাগ বা প্রীতিও থাকেনা, এ বিষয় সকলেই অবগত আছে; কিন্তু অবগত থাকিয়াও কোন দীনদরিদ্র প্রজায় রাজাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে নাকি? তাহা অবশ্যই করে। যে প্রজা রাজার প্রতি অনুরক্ত, রাজার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, সে, রাজা খাইবেন কি না খাইবেন সেদিকে লক্ষ্য রাখেনা, রাজার উগ্য আছে কিনা তাহাও চিন্তা করেনা, সে আপনার পরিশ্রমও অনুরাগসহ নিবেদনের নিমিত্তই, অতিদীনহীন হইলে হয়ত, তাহার সর্ব্ব প্রযত্ন লভ্য কলা কচুটা লইয়াও রাজার নিকট উপস্থিত করে, এবং রাজাকে দিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করে। আবার রাজাও অবশ্যই কলা-কচুর ভিখারী নহেন, ভালবস্তু বলিয়া তাহাতে অনুরক্তও নহেন; কিন্তু তথাপি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন নাকি? তাহা, খান আর নাই খান, স্বীকার করিবেন নাকি? অবশ্যই করিবেন, দয়াবান রাজা হইলে তাহা নিশ্চয়ই করিবেন। কেমন একথা সত্য?

ভোলাদাস। হাঁ মা, ইহা বুঝিলাম, তৎপর?

জগদম্বা। তবেই জানা গেল, রাজা কেবল ভাব গ্রহণ মাত্রই করেন, এবং প্রজাও তাহার ভাব ও পরিশ্রমাদি গ্রহণের নিমিত্তই রাজাকে ত্যাগ দেয়। ভোলাদাস। আমার সম্বন্ধেও সেই রূপই জানিবে, আমি

খাই আর না খাই, তাহা ভক্ত দেখিবে না, আমি ভাল বাসি কি মন্দ বাসি তাহাও চিন্তা করিবে না, অথবা আমার কিছু অভাব আছে কি না তাহাও মনে করিবে না; কিন্তু তাহারা আপনার অনুরাগ, আপনার প্রীতি ও আপনার পরিশ্রমাদি নিবেদনের নিমিত্তই আপনার প্রিয় বস্তুর আহরণের জন্য যত্নবান্ হইবে, এবং ভাববান্ হইবে। আবার আমিও সেই যত্নই গ্রহণ করি, তাহার ভাল মন্দ দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করি না!

এতদ্ব্যতীত, একপ্রকার আমার লৌকিক ভাল মন্দ বোধও আছে, তাহা মনে করিয়াও তোমরা আমার নানাবিধ দ্রব্যের আহরণ করিতে আগ্রহবান্ ও যত্নবান্ হইতে পার। তাহাও বলিতেছি শুন,— ভোলাদাস! যে সন্তান আমার প্রকৃত অনুরাগী তাহার আত্মার সহিত আমার নিতান্ত নৈকট্য সম্বন্ধ হয়, সে জল-মগ্ন বরফের ন্যায় আমা হইতে ভিন্ন ও অভিন্নভাবে আমাতে ভাসিতে থাকে। সুতরাং তখন, আমার প্রীতি অপ্রীতিও অনেকপরিমাণে তাহার প্রতি বর্ত্তে। আবার তাহার প্রীতি অপ্রীতিও আমার প্রতি বর্ত্তিয়া যায়। কেবল প্রীতি অপ্রীতি নয়, তাহার সকল প্রকার মানসিক ধর্ম্মই আমাতে আভাসিত হয়, আবার আমারও সমস্ত গুণই তাহাতে আভাসিত হয়। তাহার সুখই আমার সুখ বলিয়া অনুভূত হয়,

তাহার দুঃখ আমার দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়, এবং তাহার তৃপ্তি আমার তৃপ্তি বলিয়া অনুভূত হয়। এইরূপ তাহার সমস্তই আমার বলিয়া অনুভব করি। সুতরাং সে, যে বস্তু ভাল বাসে আমিও তাহা ভালবাসি, আবার সে যাহা মন্দ ভাবে, আমিও তাহা মন্দ ভাবি, বাস্তবিক তাহারই অনুভব আমি, আমারঅনুভব বলিয়া মনে করি। এই জন্যই ভার্গবের সহিত তুমুল সংগ্রামের সময়ে, আমার প্রিয়পুত্র পুষ্পক যখন অত্যন্ত আহত হইয়াছিল, তখন আমার অঙ্গে, সেই সকল ক্ষত চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তৎপর তাহাকে ক্রোড়ে রাখিয়া আমিই যুদ্ধ করিয়াছিলাম, এবং প্রিয়পুত্র প্রহ্লাদকে যখন বেত্রাঘাত করিয়াছিল, তখন আমার শরীরে চিহ্ন পড়িয়াছিল, ইহাও লিখিত আছে। অতএব আমার ভক্ত আমাতে চিত্ত ঢালিয়া দিয়া, উত্তম বিবেচনায় যে কোন দ্রব্য আমাকে সমর্পণ করে, তাহাই আমার ভাল ও সুখ জনক বলিয়া অনুভব হইতে থাকে, অর্থাৎ তাহার অনুভবই আমার অনুভব বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে পরিগণিত হয়। এবং সেই ভাবেই আমি তাহা গ্রহণ করি, আর সে যে তৃপ্তি বোধ করে, তাহাও আমারই তৃপ্তি বলিয়া অনুভূত হয়। এই গেল এক প্রকারের সুখ-বোধ ও তৃপ্তি বোধ। তৎপর সে যখন আমাতে

নিবেদিত দ্রব্য আমার অন্যান্য ভক্তগণকে ভোজনাদি করায় তখন তাঁহাদের যে ঐ ভোগ্য দ্রব্য বিষয়ে ভাল বোধ বা তৃপ্তি বোধ হয়, তাহাই আমার ভাল বোধ এবং তৃপ্তি বোধ বলিয়া আমি অনুভব করি। এই জন্যই শাস্ত্রে আমার পূজা দিতে আমার ভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করানের বিধান আছে, "ততস্তু ভোজয়েদ্বিপ্রান্ মমভক্তান্ দৃঢ়ব্রতান্" * * (কাশীখণ্ড) এবং পূজার সমস্ত উপহারাদি পরিশেষে আমার ভক্ত ব্রাহ্মণকে দিতে বিধি আছে, "তাবন্নতৃপ্তি মায়ান্তি দেবা দত্তোপচারতঃ। ন যাবৎ ব্রাহ্মণাঃ-প্রীতাঃস্বীকুর্ব্বন্তি দৃঢ়ব্রতাঃ ॥" আবার ভাগবতেও বলিয়াছি—"নাহং তথাস্মিযজমান হবির্ব্বিতানে শ্চ্যোতা-দ্ঘৃতপুত মদন্ হুতভুঙ্‌মুখেন। যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চ-রতোনুঘাসং ইত্যাদি ॥" কিন্তু ভোলাদাস! এখানে যেন তোমার এরূপ ধারণা না হয় যে, আমার এই সুখ, তৃপ্তি বা ভাল মন্দ বোধও কৃত্রিম অথবা আরোপিত হইল, ইহা আমার নিজের বলিয়াই জানিবে। কারণ পৃথক্‌ভাবে নিজের সুখ দুঃখ হওয়া আর এইরূপে সুখ দুঃখাদি হওয়ায় আকারগত কোন পার্থক্য নাই। অতএব এইরূপ সুখ, দুঃখ, এবং ভাল মন্দ বোধ সমস্তই আমার আছে, সুতরাং তোমার নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নাই।

তৎপর আর এক প্রকার ভাল মন্দ বোধও আমার আছে, তাহাও তোমায় বলিতেছি ; কিন্তু বাবা! এ বিষয়টি অতিশয় দুর্ব্বোধ্য, অতএব একটু স্থির চেতা হইয়া শুনিতে হইবে। বৎস! আমি যে ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণবতী ; সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই তিনগুণই আমাতে সর্ব্বদা আছে, আমি সর্ব্বদাই এই তিন গুণের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। উক্ত গুণত্রয়ে যথাক্রমে অলৌকিক সুখ, দুঃখ ও মোহ স্বরূপ, তন্মধ্যে রজঃ আর তমঃ সর্ব্বদাই আমার অভিভূত থাকে এবং সত্ত্ব গুণই প্রবল ভাবে থাকে, সুতরাং আমার সেই অলৌকিক সুখই সর্ব্বদা থাকে, ইত্যাদি বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কথা গুলি স্মরণ রাখিয়া, এখন উপাসকের পূজাকালীন আমার কিরূপ ঘটনা হয় তাহা শুন, তৎপর, আমার সুখ-দুঃখাদি বিষয় বলিব। এ সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে তৎসমস্তই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণেরদ্বারা গঠিত ইহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ঐ সকল দ্রব্যের দ্বারা, কোন প্রকৃত অনুরাগী ভক্ত, যখন আমার পূজাকরে তখন উহার সাত্ত্বিক অংশটি আমার সাত্ত্বিক অংশে সম্মিলিত হয়, রাজস অংশ রাজস অংশে সম্মিলিত হয় এবং তামস অংশ আমার তামস অংশে সমবেত হয়। তাহা হইলে, আমার সেই সাত্ত্বিক অংশ, রাজস অংশ এবং তামস অংশের সঙ্গেই উহারও অস্তিত্বের

অনুভব করি। সুতরাং উহাও আমার সেই অলৌকিক সুখ, দুঃখ এবং মোহের মধ্যেই অন্তর্নিবিষ্ট হয়, আমি তাই বলিয়াই উহাদিগকে অনুভব করি। আবার আর এক কথা, আমি ত্রিগুণবতী এবং ত্রিগুণময়ী হইলেও আমার ঠিক এক সময়ে তাহা চিন্তিত হইতে পারে না, কোন ভক্তই এক সময়েতে আমার ত্রিগুণময় অবস্থা অনুভব করিতে পারে না কিন্তু ক্রমান্বয়ে পারে, যখন সাত্ত্বিক অবস্থারই চিন্তা করিতে পারে, তখন রাজস তামস অবস্থা চিন্তা করিতে পারেনা, যখন রাজসাবস্থার চিন্তা করে তখন তামস ও সাত্ত্বিকাবস্থার ধ্যান করিতে পারেনা; আবার যখন তামসাবস্থার চিন্তা করে তখন রাজস ও সাত্ত্বিকাবস্থার চিন্তা করিতে পারে না। আবার আপন প্রকৃতির প্রতিকূল গুণও কেহ দেখিতে পায় না। যে সত্ত্ব প্রকৃতিক সে আমার রাজস বা তামস ভাব অনুভব করিতে পারেনা, যে তামস সে আমার রাজস এবং সাত্ত্বিক ভাব চিন্তা করিতে পারেনা, ইত্যাদি। কিন্তু সাত্ত্বিক লোক আমার সাত্ত্বিকাবস্থারই অনুভব করে এবং রাজস রাজসাবস্থার, আর তামস তামসাবস্থারই অনুভব করে। আবার আর এক নিয়ম আছে এই যে, আমি ত্রিগুণময়ী বা ত্রিগুণবতী হইলেও আমার যে অবস্থা বা যে ভাব চিন্তা বা অনুভব করিয়া ভক্ত যে

কোন উপহার দেয়, তাহা আমার সেই গুণের বা সেই শক্তির দ্বারাই পরিগৃহীত হয় অন্য শক্তির দ্বারা হয়না। অতএব কোন রাজস ভক্ত আমাকে কোন বস্তু সমর্পণ করিলে আমার রাজস শক্তির দ্বারাই তাহা পরিগৃহীত হয়, এবং তামস ভক্ত কিছু সমর্পণ করিলে তাহা আমার তামস শক্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয়, আর সাত্ত্বিক ভক্ত কিছু সমর্পণ করিলে তাহা সাত্ত্বিক শক্তির দ্বারাই গৃহীত হয়। এই হইল পূজা কালের ঘটনা।

এখন আমার সুখ-দুঃখ বা ভাল-মন্দ বোধের প্রক্রিয়া শুন,—কোন ভক্ত একান্ত অনুরাগের সহিত আমার সাত্ত্বিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যদি কোন সত্ত্ব-গুণ সম্পন্ন উপহার সমর্পণ করে তবে তাহা আমার সেই সত্ত্বশক্তির অনুকূল বলিয়া তাহাতেই অবাধে মিলিয়া যায়, সুতরাং আমি তাহা অনুকূল ভাবেই গ্রহণ করি, আবার রাজসিকঅবস্থাতে যদি কোন রাজস দ্রব্য সমর্পিত হয়, তবে আমার রজঃ শক্তির দ্বারাই তাহা গৃহীত হয় বলিয়া অনুকূল বেদনীয় হয়, এবং তামস অবস্থাতে তামস উপহার সমর্পিত হইলে তাহা আমার তমঃ শক্তির দ্বারাই গৃহীত হয় বলিয়া অনুকূল বেদনীয় হয়। সুতরাং সেই গুলিই সুখকর বলিয়া অনুভূত হয়, এবং ভাল মনে হয়। কারণ আত্মার অবাধ বা অনর্গল ভাবাপন্ন

অবস্থার নামই "সুখ", ইহা বলা হইয়াছে। অথচ কিন্তু, এই সুখকে ঠিক লৌকিক সুখ বলা যায় না কারণ লৌকিক সুখেয় সমস্ত আকার ইহাতে নাই, আবার অলৌকিক সুখও ঠিক বলা যায় না; কারণ তাহারও সম্পূর্ণ লক্ষণ নাই, অতএব ইহা আমার অনির্ব্বচনীয় সুখ বলিয়া জানিবে।

আবার যদি রাজস ভক্ত সাত্ত্বিক উপহার, কিম্বা, সাত্ত্বিক ভক্ত রাজস দ্রব্য অথবা তামস ভক্ত রাজস বা সাত্ত্বিক দ্রব্য ইত্যাদি বিপরীত ভাবের কোন দ্রব্য সমর্পণ করে, তবে তাহা আমার বিপরীত শক্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয় বলিয়া প্রতিকূল ভাবে উপলব্ধ হয় সুতরাং দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়। অর্থাৎ আবার সাত্ত্বিক অবস্থাতে যদি রাজস দ্রব্য সমর্পিত হয় তবে, উহা সাত্ত্বিক শক্তির প্রতিকূলে বাধক ভাবে উপলব্ধ হয় সুতরাং একরূপ দুঃখ বলিয়াই মনে হয়। কারণ আত্মার বাধা ভাবকেই দুঃখ বলা হইয়াছে, এইরূপ অন্যত্রও জানিবে। অথচ কিন্তু, এই দুঃখ-লৌকিক দুঃখের ঠিক্ সমান নহে, আবার অলৌকিক দুঃখেরও ঠিক সমান নহে; সুতরাং ইহাকে লৌকিক দুঃখ বা অলৌকিক দুঃখ কিছুই বলা যায় না; কিন্তু অনির্ব্বচনীয় দুঃখ বিশেষ বলিতে হয়। এইরূপ অন্যত্র ও যোজনা করিয়া লইবে।

এখন ফল কথা এই হইল যে আমার সাত্ত্বিক অবস্থার নিকট সাত্ত্বিক উপহার ভাল এবং রাজস ও তামস উপহার মন্দ; আবার রাজস অবস্থার নিকট রাজস উপহার ভাল এবং তামস ও সাত্ত্বিক উপহার মন্দ; আর তামস অবস্থার নিকট তামস উপহার ভাল এবং রাজস আর সাত্ত্বিক উপহার মন্দ। এইরূপে আমার ভাল মন্দ বোধ আছে, সুখ দুঃখ ও আছে। এতদ্দ্বারা এ কথাও সুদৃঢ় রূপে বুঝিতে পারিলে যে, উপাসক আপন প্রকৃতির অনুকূল উপহারই আমাকে দিবে। যে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক সে সাত্ত্বিক উপহারই দিবে, আর রাজস ব্যক্তি রাজস উপহারই দিবে, এবং তামস ব্যক্তি তামস উপহারই দিবে। এতদ্ব্যতীত আমার আরও তিনপ্রকার সুখ দুঃখ বোধ ও ভাল মন্দ বোধ আছে কিন্তু তাহা আরও দুরালোচ্য এবং অতি বিস্তীর্ণ বিষয়; অতএব তাহা এখন বলিব না। এখন আর কি জিজ্ঞাস্য আছে বল।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
উপাসনাযোগে ঈশ্বরস্যপ্রকারান্তরেণ সুখ-
দুঃখাদ্যস্তিত্ব নিরূপণং নাম ষড়্‌বিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভোলাদাস।—মা! তোর এই শেষোক্ত সুখ দুঃখাদির বিষয়টা অতিকষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু মা! নিবেদিত বস্তুর গুণাদি তুই কিরূপে ও কি আকারে গ্রহণ করিস তাহা জানিতে উৎসুক হইয়াছি।

জগদম্বা। সচরাচর কোন দ্রব্যই আমি কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি না, তোমাদের ন্যায় আমারও, ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় কোন বিষয় গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কারণ আমার এই দেহ তোমাদের দেহের মত নহে, তোমাদের দেহ হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্নবিধ। তোমাদের দেহ ভৌতিক পদার্থে রচিত, আমার দেহ ইচ্ছাময় বা শক্তিময়; এদেহে ভৌতিক পদার্থের কিছু মাত্র সংস্রব নাই, ইহাতে ভৌতিক পদার্থে রচিত কোন যন্ত্রাদিও নাই, এবং এক এক স্থানে সন্নিবেশিত এক একটী দর্শন স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয় শক্তিও নাই। এদেহের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে, সর্ব্বত্রই শক্তি, এবং ইহার সকল স্থানেই সকল শক্তি আছে। আমার গ্রহণ শক্তিও সর্ব্ব দেহেই আছে; গমন শক্তিও সর্ব্বদেহেই

আছে, দর্শন শক্তিও সর্ব্ব দেহেই আছে, এবং ঘ্রাণ শক্তি, রসগ্রহণ শক্তি, স্পর্শগ্রহ শক্তি, শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই আমার সর্ব্বদেহ ব্যাপিয়া আছে, আমি সর্ব্ব দেহের দ্বারাই গ্রহণ করিতে পারি, সর্ব্ব দেহের দ্বারাই গমন করিতে পারি, এবং দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ও রসাস্বাদ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আমি এই সর্ব্বদেহের দ্বারাই পারি। ইত্যাদি কারণেই শাস্ত্রে আমাকে সহস্রশীর্ষা, সহস্রবাহু, ও সহস্রাক্ষ ইত্যাদি বলিয়া থাকে। আবার এই সকল শক্তি যে কেবল আমার এই ক্ষুদ্রাকারের দৃশ্য দেহের মধ্যেই আছে তাহা নহে, ইহার বাহিরে ও সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়াই আমার এই সকল শক্তি রাশি অবস্থিতি করিতেছে। অতএব ভক্ত যখন আমাকে কোন প্রকার উপহার সমর্পণ করে তখন ঐ সকল শক্তির দ্বারাই আমি উহার রূপ, রস, ও গন্ধ স্পর্শাদি গুণগুলি গ্রহণ করিয়া, উক্ত রূপে আপ্যায়িত হই। এই জন্যই শ্রুতিতে আছে,— 'নহবৈ দেবা ভক্ষয়ন্তি দৃষ্ট্বাহৈবাম্নং তৃপ্যন্তি' ইত্যাদি। এই হইল এক প্রকারের গ্রহণ করা, তৎপর, কোন প্রিয় পুত্রের অনুরোধে পড়িলে লৌকিক ভাবে ও তাহার দ্রব্য গুলি আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। তাহার দত্ত বস্ত্র খানি পরিধান করিতে হয়, গন্ধ, উশীরাদি ভ্রক্ষণ করিতে হয়, পুষ্পমালা গলে দিতে হয়, এবং আহার্য্য

দ্রব্য গুলিও আহার করিতে হয়, যেমন গতকল্য তোমার সেই ফল মূলাদি ভোজন করিয়াছিলাম। কিন্তু এইরূপ ঘটনা সচরাচর হয় না। ইহাই আমার উপহার গ্রহণের নিয়ম। কেমন এখন তোমার শান্তি হইয়াছে তো?

ভোলাদাস।—মা, তুই শান্ত করিলে কি অশান্তি থাকিতে পারে? শান্তি অশান্তি সমস্তই তোর হাতে নিহিত আছে।

জগদম্বা। বৎস! এই যত কিছু নিয়মাদি বলিলাম, ইহা কেবল এই শারদীয় পূজা সম্বন্ধে নহে, আমার নিত্য নৈমিত্তিকাদিসকলপ্রকার উপাসনাই এই নিয়মে করিবে। তাহা হইলেই জীব কৃতার্থ হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ইহারই নাম "উপাসনা যোগ" অথবা "মিশ্রকর্ম্মযোগ।" প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছি তৎসমস্তই মিশ্র কর্ম্ম যোগ; কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রথম যে, কামনা সহকারে কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছি তাহা "কর্ম্মপ্রধানভক্তিমিশ্রিতকর্ম্ম যোগ।" তৎপরে যে, কামনা শূন্য হইয়া, আমার সংসারের কর্ম্ম বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বলিয়াছি তাহা "জ্ঞানপ্রধান জ্ঞান-মিশ্রিত কর্ম্মযোগ।" তবে অবশ্যই ভক্তিরও সংস্রব আছে। আর এখন যে উপাসনার কথা বলিলাম ইহা

'ভক্তিপ্রধান ভক্তি মিশ্রিত 'কর্ম্মযোগ,' তবে ইহাতে জ্ঞানেরও সংস্রব নাই তাহা নহে। কিন্তু তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্ব প্রধান, ভক্তি না হইলে কোন প্রকার কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না। ভক্তি না থাকিলে কর্ম্মও হয় না, জ্ঞানও থাকে না। অতএব সকল কর্ম্মেই ভক্তি থাকা আবশ্যক। এই নিমিত্তই জ্ঞান পূর্ব্বে এবং পরে উহার কর্ম্ম স্বরূপে রাখিয়া ভক্তি বিমিশ্রিত কর্ম্মযোগ দেখাইয়াছি। এখন এই উক্ত কাণ্ডত্রয়ের অনুষ্ঠানের প্রণালীও বলিতেছি শুন,—যাহারা প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা প্রথম কাণ্ড অর্থাৎ কর্ম্ম প্রধান ভক্তি মিশ্রিত কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান করিবে। তৎপর তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে, তৃতীয় কাণ্ড অর্থাৎ ভক্তি প্রধান ভক্তি মিশ্রিত কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান করিবে এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে জ্ঞান প্রধান কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান করিবে।

ভোলাদাস। মাগো! তুইত প্রত্যেক কাণ্ডের অনুষ্ঠানেই মুক্তি ফল পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিস। সুতরাং তাহার একটার অনুষ্ঠানেইত মনুষ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিবে; তবে আর পর পর তিনটির অনুষ্ঠানে ফল কি? এক কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়া গেলে, অন্য কাণ্ডের অনুষ্ঠানে অবকাশই বা কোথা, আর এক কাণ্ডে কতদূর কৃতকার্য্য হইলে

দ্বিতীয়টির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিব।

জগদম্বা।—আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য। এক কাণ্ডের অনুষ্ঠানেই যদি শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, তবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। তবে কিনা, সাধক প্রথম কাণ্ডের অনুষ্ঠান, বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই আর উহার শেষ পর্য্যন্ত উহাতে থাকিতে পারে না। অন্নাহারের পরে যেমন আপনা হইতেই পিপাসা হইয়া জল পান করিতে হয়, সেই-রূপ আপনিই অন্য কাণ্ডের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। অন্যকাণ্ডে উঠিবার সময়ও উহাই অর্থাৎ আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা, ও অন্তঃকরণের উন্নতির দ্বারা যখন স্বতঃই অন্যকাণ্ডে উঠিতে প্রবৃত্তি হইবে তখনই অন্য কাণ্ডে উঠিবার সময়। অতএব মনের ভাব সেরূপ না হইলে গায়ের জোরে যেন কেহ আপনার অনধিকৃত কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে না; তাহা করিলেই ঘোর বিপদ হইবে। বৎস! তোমার এখন তৃতীয় কাণ্ডে অর্থাৎ এই উপাসনাযোগে অধিকার হইয়াছে; ইহারই এখন অনুষ্ঠান করিতে থাক। পরে যখন তোমার বিষয়ানুরাগ বর্ত্তমানাবস্থা অপেক্ষা-য়ও নিবৃত্তপ্রায় ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তখন নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের অর্থাৎ দ্বিতীয় কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবে, তবেই

কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কিন্তু বাবা! সংসার আশ্রমে না থাকিলে এ কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করা যায় না, অতএব তোমাকে এই সংসারেই থাকিতে হইবে। বাস্তবিক সংসারাশ্রম যে দোষাবহ তাহা নহে, আমার নিয়মানুসারে সংসারাশ্রমে থাকিলে তাহাই তপস্যাশ্রম জানিবে। আর উপযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, কেবল বাড়ী ঘর পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে পশুাশ্রম মিথ্যাচারী বলে। ইহা আমি শ্রীমান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছি,—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।" অতএব তুমি যে এত দিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলে তাহা তোমার উচিত হয় নাই। অদ্য হইতে এই গৃহেই বাস কর এবং আমার উপদেশ মতে ক্রিয়ানুষ্ঠান কর তবেই কৃতকার্য্য হইবে।

ভোলাদাস! তোমাকে এই যে সমস্ত কথা বলিলাম ইহাই এক মাত্র এই ভব ব্যাধির মহৌষধ, অতএব ইহাকে ভবৌষধ বলিয়া জানিবে। অন্যকেও বলিবে। যাহারা এই উপদেশ মতে কার্য্য করিবে তাহাদের ত্রিবিধ ভব যাতনা নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া পরম শান্তি লাভ হইবে।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে উপাসনাযোগে ঈশ্বরস্য ভোগ নিয়ম প্রদর্শনং নাম সপ্তবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগদম্বা।—বৎস! রাত্রি আর অধিক নাই, আজ চারি রাত্রি হইতেই তোমার নিদ্রা হইতেছে না, অতএব এখন শয়ন কর।

ভোলাদাস।—মাগো! দূর হইতে যদি তোর একটু কটাক্ষ হয় তবে কাল রাত্রির কাল নিদ্রাও পলাইয়াযায়, অতএব তুই সাক্ষাতে বিদ্যমানা থাকিতে, এই সামান্য নিদ্রা নিকটে আসিবে কিরূপে? আমার ঘুম নাই, আমি আজ সমস্ত রাত্রিই তোর নিকট থাকিয়া তোকে দেখিব।" এই বলিতে বলিতে অবলা চরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ঠুন ঠুন করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল।" ভোলাদাস একটু প্রণিধানানন্তর দীনভাবে মায়ের মুখ পানে তাকাইয়া রহিলেন, কিছুকাল পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যক্ত হইল, তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

জগদম্বা।—বৎস! তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলে কেন? হঠাৎ তোমার মুখখানিই বা ম্লান দেখি কেন?

ভোলাদাস।—রাত্রি চারি বাজিল আর এক ঘণ্টা

হইলেই তো ভোর হইয়া যাইবে, তুই ও অন্তর্দ্ধান করিবি, মাগো! কাল আর কাহার নিকট সকল দুঃখ ঢালিয়া দিয়া হৃদয় শান্ত করিব, কাহাকে মা বলিয়া ডাকিব, কাহাকে দেখিয়া তপ্ত হৃদয় আশ্বস্ত করিব?

জগদম্বা।—বৎস! আমি অন্তর্হিতা হইব তাহা সত্য, কিন্তু আমি অন্তরালে থাকিয়া সর্ব্বদাই তোমাকে দেখিব, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমার প্রিয়পুত্রের কখনও কোন বিপদ হইতে পারে না। আমি যে যে রূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বলিয়াছি, সেইরূপ করিও তাহা হইলে এই সংসারে থাকিয়াই, যখন ইচ্ছা কর তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে, আমার সঙ্গে কথা বলিতে পাইবে এবং সমস্ত দুঃখের মুক্তি লাভ করিতে পাইবে।

ভোলাদাস।—মাগো! তুই রক্ষা করিলে অন্তরালে থাকিয়াও পারিস; রক্ষা অরক্ষার জন্যে আমার যে কোন চিন্তা, তাহাও তোর? যাহা ইচ্ছা হয় করিস, কিন্তু তোর এই প্রাণভরা রূপ না দেখিতে পাইলে, হৃদয় যে ব্যাকুল হইয়া উঠে, সংসার অন্ধকার ময় দেখি, নিজের অস্তিত্ব, শূন্য শূন্য মনে হয় তার কি উপায় হইবে? মাগো! ওমা! কা'লকার দিন মনে ভাবিয়া যে, আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি। কাল

কাহার নিকট মা বলিয়া দাঁড়াইব, কাল এমন সময় কাহার অমৃত মাখা কথা শুনিব! কাল যে সমস্তই অন্ধকার হইবে? মাগো! তুইতো হৃদয়ও দেখিতে পাইস, একবার তাকাইয়া দেখ আমার হৃদয় কেমন হইয়াছে!" এই বলিতে বলিতে ভোলাদাসের অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিয়া গেল, গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ প্রায় হইল।

জগদম্বা।—বৎস! তুমি শান্ত হও, আমি আবার শীঘ্রই রূপান্তরে আসিব, এবং সর্ব্বদাই তোমার চিন্তা করিব!

ভোলাদাস।—মাগো! ওমা! তোর সকল কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু তুই আমায় মনে রাখিবি, একথা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। মাগো! তোর অসংখ্য ভাল ভাল কত ছেলে আছে, আমাকে না দেখিলে তোর কোন হানিই নাই, তবে আমাকে মনে করিবি কেন! কিন্তু মা! ভোলা পাগলার তুই ব্যতীত আর মা নাই, আর লক্ষ্যও নাই, অবলম্বনও নাই। এই কথাটা মনে করিয়া ভোলাকে একবার মনে করিস, মাগো! তোর ভোলা পাগলার আর মা নাই, ভোলা পাগলার আর মা নাই।" এই বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার কণ্ঠ রোধ হইল।

জগদম্বা।—বৎস। শান্ত হও আমি সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিব, এবং তোমার হৃদয় মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাই দর্শন দিব, তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখনই মনে মনে আমায় দেখিতে পাইবে, তবে আর তোমার ভয় কি ?

ভোলাদাস।—মা ! তোকে হৃদয়ে দেখিলেও শান্তি লাভ করিতে পারি, কিন্তু আমরা বাহিরের প্রাণী, বাহিরেই সর্ব্বদা বিচরণ করি, তবে আর অন্তরে দেখিব কিরূপে ?

জগদম্বা।—আমার প্রসাদতঃ তোমার অন্তর্দৃষ্টিই সর্ব্বদা থাকিবে, তোমার আর কোন চিন্তা নাই !

ভোলাদাস।—মাগো ! তোর ভোলা পাগলার তুই বিনে আর মা নাই, ইহা মনে রাখিয়া যাহা মনে হয় তাই করিস।

এই বলিতে বলিতে রাত্রি ভোর হইয়া গেল, সকলে গাত্রোত্থান করিয়া দশমী কৃত্যের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ভোলাদাস "মাগো রাত্রি ভোর হইয়াছে তবে এখন আসি" এই বলিয়া নদীতীরে গিয়া প্রাতঃ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে বাড়ীতে আসিলেন। এদিকে বিসর্জ্জনের উদ্যোগ হইয়াছে দশমীর পূজাদিও সমাপ্ত।

ভোলা[redacted] মায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই গানটি করিলেন—

রাং মূলতানা।

ফিরে চা, ওগো মা ! আর একবার হেরি।
অসহায় সন্তানে ছেড়ে, যদি যাবি গো ! ॥
এই ত ভবন তোর আজি হ'লো অন্ধকার,
কেমনে থাকিব বল আজি এ ভবনে।
একবার দাঁড়া গোমা ! একবার দাঁড়া।
ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ ক্ষণেক জুড়া গো ! ॥
দুটি নয়ন ঘোর হইল, চেয়ে পথ পানে।
ব'লে যা আসিবি আর কতদিনে এ ভবনে।
এ তনয়ের এই বাসনা পূরাও,
প্রসন্ন নয়নে বারেক তাকাও গো ! ॥

পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 'মাগো ভোলাপাগলাকে তোর পায়ে রাখ" এই বলিয়া মায়ের পদকমলে "আত্ম সমর্পণ" করিলেন। মাও অন্তর্হিতা হইলেন, কুম্ভকারের গঠিত প্রতিমা পড়িয়া থাকিল। অপরাহ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন হইল, প্র[illegible] বন্দন হইল, দশমীকৃত্য সমাপ্ত হইল, সদানন্দ তন্ম[illegible] মাকে চিন্তা করিতে করিতে মায়ের অমৃতময় [illegible] [illegible]লী সর্ব্বদা স্মরণ

রাখিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। শিবানন্দ এবং তারানন্দ পুনর্ব্বার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

ইতি শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি বিরচিতে ভবৌষধে
অষ্টবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।
সমাপ্ত শ্চায়ং প্রথমোভাগঃ।

ভবৌষধ

প্রথম ভাগ।

পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

প্রণীত।

৬৬ নং কলেজষ্ট্রীট হইতে

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১নং শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট—'বেদব্যাস-যন্ত্রে

শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বারা

মুদ্রিত।